নগর সংস্করণ

সোমবার

১৪ অক্টোবর ২০২৪

২৯ আশ্বিন ১৪৩১, ১০ রবিউস সানি ১৪৪৬

প্র বাণিজ্যসহ মোট ১৬ পৃষ্ঠা। দাম ৳১২

www.prothomalo.com

বর্ষ ২৬, সংখ্যা ৩৩৩

নিত্যপণ্যের বাজার অস্থির

অনুকূল পরিবেশ না থাকায় পণ্য আমদানি কমিয়েছেন ব্যবসায়ীরা

আমদানি পণ্য

একদিকে দেশে রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে ব্যবসায় মন্দা, অন্যদিকে বিশ্ববাজারে মূল্যবৃদ্ধি।

মাসুদ মিলাদ, *চট্টগ্রাম*

আগস্টের মাঝামাঝি দেশের পূর্বাঞ্চলে বন্যায় কৃষিপণ্যের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এই ঘাটতি মোকাবিলায় পণ্য আমদানি স্বাভাবিকের চেয়ে বাড়ার কথা। কিন্তু ব্যবসার অনুকূল পরিবেশ না থাকায় নিত্যপণ্যের আমদানি কমিয়ে দিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। ফলে নিত্যপণ্যের দাম বেড়েই চলেছে।

পণ্য আমদানির সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ীরা বলছেন, একদিকে দেশে রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে ব্যবসায় মন্দা, অন্যদিকে বিশ্ববাজারে মূল্যবৃদ্ধি তাঁদের ঝুঁকির মধ্যে ফেলেছে। এ অবস্থায় বেশি দরে পণ্য এনে বিনিয়োগ তুলে নেওয়ার ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা রয়েছে। ফলে চাহিদা থাকলেও তাঁরা যথেষ্ট পরিমাণে নিত্যপণ্য আমদানির পথে যাচ্ছেন না।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) হিসাবে, আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর দুই মাসে (আগস্ট-সেপ্টেম্বর) ভোজ্যতেল, চিনি ও পেঁয়াজের মতো নিত্যপণ্যের আমদানি কমে গেছে। বিশ্ববাজারে এসব পণ্যের দামও বাড়ছে। ফলে সরবরাহ না বাড়লে সামনে এসব পণ্যের ঘাটতির শঙ্কা রয়েছে।

আমদানি কমায় নিত্যপণ্যের সরবরাহে চাপ তৈরি হয়েছে। তাতে ময়দা, সয়াবিন তেল, পাম তেল ও

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

বিশ্লেষণ

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকারের বিশ্বাসযোগ্য পদক্ষেপ কম

শওকত হোসেন

জুলাই-আগস্টের আন্দোলনে সাধারণ মানুষও কেন রাস্তায় নেমেছিল? বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর মনে করেন, এর পেছনে অর্থনীতির অব্যবস্থাপনা এবং উচ্চ মূল্যস্ফীতিও অন্যতম কারণ। তিনি এ কথা বলেছিলেন গত ১৪ সেপ্টেম্বর, *প্রথম আলো* আয়োজিত এক গোলটেবিল বৈঠকে।

সারা বিশ্বেই রাজনীতিকে সবচেয়ে প্রভাবিত করে অর্থনীতির যে সূচক, তা হচ্ছে মূল্যস্ফীতি। গবেষকেরা দেখিয়েছেন, একটি সরকারকে সবচেয়ে বেশি অজনপ্রিয় করে উচ্চ মূল্যস্ফীতি। যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির ইতিহাস ও আন্তর্জাতিকবিষয়ক বিভাগের অধ্যাপক হ্যারল্ড জেমস ২০২৩ সালে লিখেছিলেন, গণতন্ত্রে নির্বাচনের ফলাফল প্রায়ই বাজারদরের ওপর নির্ভর করে। তবে স্বৈরাচার বা কর্তৃত্ববাদী সরকারও যে উচ্চ মূল্যস্ফীতি নিয়ে বিপদে পড়ে, এমন উদাহরণও আছে।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

ঢাকঢোল ও বাঁশি বাজিয়ে দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জন দেন সনাতন ধর্মাবলম্বীরা। গতকাল বিকেলে চট্টগ্রাম নগরের পতেঙ্গা সমুদ্রসৈকতে। ছবি : জুয়েল শীল

তাহেরের ‘সাম্রাজ্যে’র নতুন অধিপতি ছিলেন ছেলে টিপু

আওয়ামী গডফাদার ১২

বিশাল বাহিনী থাকায় ভোট এলেই প্রার্থীদের কাছে কদর বাড়ত সালাহ উদ্দিনের। প্রতিপক্ষকে কোণঠাসা করে নিজেও হয়েছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান।

এ বি এম রিপন, *লক্ষ্মীপুর*

লক্ষ্মীপুরের মানুষের কাছে গত ৪ আগস্ট রাত ছিল অন্য রকম। ওই দিন সন্ধ্যার পর শহরে খবর ছড়িয়ে পড়ে—এ কে এম সালাহ উদ্দিন ওরফে টিপু পালিয়েছেন। প্রথমে কেউই বিশ্বাস করতে পারেননি। প্রশাসন আর থানা-পুলিশ যাঁর কথায় নিয়ন্ত্রিত হয়, সেই ক্ষমতাধর ব্যক্তি পালাবেন! এরপর প্রায় দুই মাস কেটে গেছে। আর প্রকাশ্যে দেখা যায়নি দোর্দণ্ড প্রতাপশালী সদর উপজেলা পরিষদের তিনবারের চেয়ারম্যান সালাহ উদ্দিনকে।

একসময়ের ‘সন্ত্রাসের জনপদ’ হিসেবে পরিচিত লক্ষ্মীপুর এখন অনেকটা শান্ত। এত দিন চুপ থাকা মানুষগুলো জেলা যুবলীগের সাবেক সভাপতি সালাহ উদ্দিনের বিষয়ে কথা বলতে শুরু করেছেন। তাঁরা বলছেন, সালাহ উদ্দিনের উত্থান ‘তাহের-পুত্র’ হিসেবে। তাঁর ও তাঁর পরিবারের ইশারায় আবর্তিত হয়েছে লক্ষ্মীপুরের রাজনীতি। সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তাঁরা বিপুল সম্পদেরও মালিক হয়েছেন।

সালাহ উদ্দিন ও তাঁর পরিবার দলের ত্যাগী নেতা ও সাধারণ মানুষকে এত দিন জিম্মি করে রেখেছিলেন বলে অভিযোগ করেছেন জেলা

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

» ‘দেশে আসেন ভাই, গুলির হিসাব দিয়ে যান’ পৃষ্ঠা ৭

বিসর্জনে সাঙ্গ হলো এবারের দুর্গোৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ঝকঝকে নতুন কাঁসার থালার ওপরে ছোট ছোট বাটি গোল করে সাজানো। বাটিগুলোও কাঁসার। সেই বাটিতে ধান, দূর্বা, ফুলের পাপড়ি, তেল, নাড়ু, পান, সুপারি—সপ্ত উপচারের সঙ্গে মাঝখানে একটু বড় আকারের আরেক বাটিতে আছে সিঁদুর। সপ্ত উপচারে সাজানো নৈবেদ্যর থালাটি দেবী দশভুজার চরণতলে নিবেদন করেন আঁখি দে। তারপর সিঁদুরের বাটি থেকে খানিকটা সিঁদুর দেবীর চরণে স্পর্শ করে নিজের কপালে-কপোলে মেখে মন্দিরের মণ্ডপের ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এলেন তিনি।

গতকাল রোববার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দিরে বিজয়ার সিঁদুর খেলায় অংশ নেন রাজধানীর শাহজাহানপুরের বাসিন্দা এই দেবী-ভক্ত।

মহা ধুমধামে পাঁচ দিনের পূজা-অঞ্জলি-আরতির মধ্য দিয়ে গতকাল প্রতিমা বিসর্জনে শেষ হয় বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা। সাধারণত দশমী বিহিত পূজার পর বিসর্জনের আয়োজন থাকে। তবে আগেই জানানো হয়েছিল, এবার পঞ্জিকামতে শনিবার

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

অবৈধ দাদনের জাল ঢাকা থেকে সাগরে

জলবায়ু পরিবর্তন
প্রথম আলোর অনুসন্ধান ৩

মাইদুল ইসলাম, *ঢাকা*

দেশের বিদ্যমান আইনে নিষিদ্ধ, সামাজিকভাবে ঘৃণিত। তারপরও ব্রিটিশ শাসনামল থেকে বাংলাদেশ ভূখণ্ডে দাদনের কারবার চলছে। সচ্ছল মধ্যবিত্তের পাতে যে ভাজা ইলিশের টুকরা হাজির হয়, তার পরতে পরতে থাকে দাদনের জালে আটকে থাকা জেলেদের কান্না। বঙ্গোপসাগরে জীবন বাজি রেখে যে জেলেরা ইলিশ ধরতে যান, তাঁদের সঙ্গে সুদূর রাজধানীর দাদন কারবারিদের বেঁধে দেওয়া শিকল পরা থাকে। বাংলাদেশের সীমানা পেরিয়ে সুদূর ভারতে যে ইলিশ যাচ্ছে, তাতেও থাকছে দাদন ব্যবসায়ীদের ‘বোঝাপড়ার’ চক্র।

ব্রিটিশ আমলে নীলচাষিদের করায়ত্ত করতে দাদনপ্রথার চল শুরু হয়েছিল। সুদের ব্যবসার মতো করে এই প্রথা চালু করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি।

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

মোহাম্মদপুরে ডাকাতি

গ্রেপ্তার ১১, বাহিনীর কেউ জড়িত কি না, তদন্ত চলছে

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে ব্যবসায়ীর বাসায় ডাকাতির ঘটনায় গতকাল পর্যন্ত ১১ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ ও র‍্যাব। গত শনিবার রাত থেকে ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে এই ১১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের ছয়জন বিভিন্ন বাহিনীর চাকরিচ্যুত সদস্য। তবে তদন্তসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলছেন, একটি বাহিনীতে কর্মরত একাধিক সদস্যও এ ঘটনায় জড়িত থাকতে পারেন। কেউ জড়িত থাকলে, তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

আজকের আবহাওয়া

খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ বজ্রবৃষ্টি হতে পারে। দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে।

আজ সূর্যাস্ত : ৫টা ৩৩ মিনিটে
কাল সূর্যোদয় : ৫টা ৫৬ মিনিটে

গতকাল দেশের তাপমাত্রা
সর্বোচ্চ : মোংলায় ৩৫.২° সেলসিয়াস
সর্বনিম্ন : তেঁতুলিয়ায় ২৩.২° সেলসিয়াস

নামাজের সূচি

ফজর	৪ :৪১	মাগরিব	৫ :৩৭
জোহর	১১ :৪৯	এশা	৬ :৫১
আসর	৩ :৫৬	কাল ফজর	৪ :৪২

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। গতকাল রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায়। ছবি : আইএসপিআর

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সেনাপ্রধানের সৌজন্য সাক্ষাৎ

বাসস, *ঢাকা*

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান।

গতকাল রোববার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।

সাক্ষাৎকালে সেনাপ্রধান কুশলাদি বিনিময়ের পাশাপাশি সেনাবাহিনীর চলমান কার্যক্রম সম্পর্কে প্রধান উপদেষ্টাকে অবহিত করেন। প্রধান উপদেষ্টা এ সময় সেনাপ্রধানকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেন।

সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রথম সভা গতকাল রোববার ভার্চ্যুয়ালি অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় কমিশনের কর্মপরিধি ও কার্যপদ্ধতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

কমিশনপ্রধান অধ্যাপক আলী রীয়াজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় অংশ নেন কমিশনের সদস্য অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের, ব্যারিস্টার ইমরান সিদ্দিক, অধ্যাপক মোহাম্মদ ইকরামুল হক, ব্যারিস্টার এম মঈন আলম ফিরোজী, ফিরোজ আহমেদ, মো. মুসতাইন বিল্লাহ ও মো. মাহফুজ আলম।

সভার শুরুতে শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এতে বলা হয়, 'অন্তর্বর্তী সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত সংবিধান সংস্কার কমিশন গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছে মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ, আহত ও নির্যাতিতদের; স্মরণ করছে স্বাধীনতা-উত্তরকালে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন এবং আহত হয়েছেন তাঁদের। গত ১৫ বছরে ফ্যাসিবাদী শাসনামলে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিহত-আহত-নির্যাতিতদের কমিশন স্মরণ করছে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন এবং পরবর্তী পর্যায়ে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে যাঁরা শহীদ হয়েছেন, কমিশন তাঁদের আত্মদানকে স্মরণ করে গভীর শোক প্রকাশ করছে।'

সভায় কমিশনের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য শিগগিরই একটি ই-মেইল অ্যাকাউন্ট এবং দ্রুত একটি ওয়েবসাইট খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কমিশনের পরবর্তী বৈঠক ঢাকায় কমিশনের কার্যালয়ে ২১ অক্টোবর অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

শহীদ ও আহতদের দলে ভাগ না করার আহ্বান

আহতদের চেক হস্তান্তর

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আহত ব্যক্তিদের মধ্যে অনুদানের চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে এ আহ্বান জানান তথ্য উপদেষ্টা।

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

মো. নাহিদ ইসলাম

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শহীদ ও আহত ব্যক্তিদের রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার না করার আহ্বান জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলাম। শহীদ ও আহত ব্যক্তিদের কোনো দল বা ব্যানার দিয়ে ভাগ না করার আহ্বানও জানিয়েছেন তিনি।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আহত ব্যক্তিদের মধ্যে অনুদানের চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে নাহিদ ইসলাম এ কথা বলেন। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গতকাল রোববার জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে অনুদানের চেক হস্তান্তর তিনি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।

অভ্যুত্থানে আহত ও নিহত হওয়ার ঘটনায় মামলার প্রসঙ্গে তথ্য উপদেষ্টা বলেন, 'এ বিষয়ে একটি লিগ্যাল টিম কাজ করছে। আমরা স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে এই বিচারপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করব। গণ-অভ্যুত্থানে যাঁরা শহীদ ও আহত হয়েছেন, তাঁরা দেশের বীর সন্তান। আন্দোলনে বিভিন্ন দলের নেতা-কর্মীরা জীবন দিয়েছেন, তাঁদের সেই আত্মত্যাগকে আমরা স্বীকৃতি দিই। আমরা অনুরোধ করব, শহীদ ও আহতদের যেন আমরা কোনো দল বা ব্যানার দিয়ে ভাগ করে না ফেলি। আমরা যেন তাঁদের রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার না করি।'

নাহিদ ইসলাম বলেন, শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন থেকে আন্দোলনে আহত ও নিহত ব্যক্তিদের আর্থিক অনুদান দেওয়া হচ্ছে। বিষয়টি চলমান।

আহত ব্যক্তিদের বিদেশে চিকিৎসার বিষয়ে সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে নাহিদ ইসলাম বলেন, সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মামলার প্রসঙ্গে উপদেষ্টা বলেন, যাঁরা সরাসরি ফ্যাসিস্ট সরকারের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন, উসকানিদাতা ছিলেন এবং গণহত্যার সমর্থন করেছেন, তাঁদের বিচারের আওতায় আনা হবে। এর বাইরে অন্যায়ভাবে কারও বিরুদ্ধে মামলা হলে, সেটি খতিয়ে দেখার জন্য তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ে কমিটি গঠন করে দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন, যদি কোনো সাংবাদিক বা তাঁর পরিবার মনে করেন মামলার মাধ্যমে তাঁরা ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন, তাহলে যোগাযোগ করলে তাদের সহযোগিতা করা হবে।

আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন জায়গায় মামলা হচ্ছে—সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেন, দ্রুতই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে এ বিষয়ে নির্দেশনা জারি করা হবে, যাতে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে কোথাও কোনো ব্যবস্থা না নেওয়া হয়। আন্দোলনকারীদের হত্যার সঙ্গে জড়িত পুলিশ সদস্যরা যতই ক্ষমতাধর হোক না কেন, তাঁদের ছাড় দেওয়া হবে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

ফাউন্ডেশনের সেক্রেটারি মীর মাহবুবুর রহমান স্নিগ্ধ এ পর্যন্ত ফাউন্ডেশন থেকে আহত ব্যক্তিদের দেওয়া টাকার হিসাব সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরেন। গতকাল ১২২ জনকে ১ লাখ টাকা করে মোট ১ কোটি ২২ লাখ ৬৪ হাজার ৪০০ টাকা দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ঢাকা মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন ৩০ জনের মধ্যে ২৩ জনকে ১ লাখ টাকা করে চেক দেওয়া হয়েছে। বাকি সাতজনকে বিকাশের মাধ্যমে গতকালই টাকা দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন ৩৩ জনকে এবং জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানে (পঙ্গু হাসপাতাল) ৫৯ জনকে বিকাশের মাধ্যমে টাকা দেওয়া হয়েছে।

এ পর্যন্ত জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন থেকে ১৭৬ জন আহতকে ১ কোটি ৭১ লাখ ৪২ হাজার ৫০ টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

বিসর্জনে সাঙ্গ হলো এবারের দুর্গোৎসব

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ভোরে নবমী তিথি এবং এরপর দশমী তিথি শুরু হওয়ায় একই দিনে হবে নবমী ও দশমীর বিহিত পূজা। সব আচার শেষে প্রতিমা বিসর্জনের প্রস্তুতি শুরু করা হবে।

দশমীর পূজা শেষে প্রতিমা বিসর্জনের রীতি থাকলেও গভীর রাতে বিসর্জন সম্ভব হবে না বলে দর্পণ বিসর্জনের মধ্য দিয়ে পূজার ধর্মীয় আচার সম্পন্ন হয়। গতকাল বেলা ১১টা থেকে মন্দিরে মন্দিরে বিবাহিত নারীরা অংশ নেন সিঁদুর খেলা ও মিষ্টি দানের আয়োজনে।

রাজধানীতে সকাল থেকেই বিসর্জনের প্রস্তুতির পাশাপাশি সিঁদুর খেলার আয়োজন শুরু হয়ে যায়। নারীদের সঙ্গে তাঁদের স্বামী-সন্তানেরা এবং অনেক ভক্ত এবার উৎসবে শেষবারের মতো দেবীকে প্রণাম জানাতে মন্দিরে মন্দিরে সমবেত হন।

সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দিরে মণ্ডপের সামনে সাউন্ড সিস্টেমে একের পর এক গান বাজছিল। দেবীর চরণে সিঁদুর স্পর্শ করে অনেকেই, বিশেষ করে অল্পবয়সীরা গানের তালে তালে নৃত্য করছিল। পুরান ঢাকার টিকাটুলী থেকে এখানে সিঁদুর খেলায় অংশ নিতে এসেছিলেন সাধনা চক্রবর্তী। স্বামী পার্থ চক্রবর্তীও ছিলেন সঙ্গে। সাধনা বললেন, দেবীর কাছে স্বামী-সন্তানের মঙ্গল কামনার পাশাপাশি সবার জন্যই শান্তির প্রার্থনা করেছেন।

রমনা কালীমন্দিরেও দেখা গেল একই দৃশ্য। দেবীর বহু ভক্ত আসেন বিদায়ী প্রণাম আর সিঁদুর খেলায় অংশ নিতে। মিটফোর্ড থেকে এসেছিলেন রীতা দত্ত ও ভ্রাতৃবধূ শ্রাবন্তী দত্ত। তাঁরা বললেন, এবার পূজায় অনেক আনন্দ হয়েছে।

ঢাকেশ্বরী মন্দিরে গতকাল সকাল থেকেই ছিল উপচে পড়া ভিড়। দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে দেখা গেল, নারীদের প্রবেশের জন্য আর্চওয়ের (নিরাপত্তা ফটক) সামনে দীর্ঘ সারি। মণ্ডপের সামনে শত শত নারী তাঁদের সন্তানদের নিয়ে দেবী প্রণামের জন্য সমবেত হন। সিঁদুর দান শেষে অনেকেই সামনের খোলা চত্বরে এসে গানের তালে তালে মেতে ওঠেন নৃত্যে।

বিসর্জন

হিন্দুধর্মের বিশ্বাস অনুযায়ী, মহালয়ার দিন 'কন্যারূপে' ধরায় আসেন দশভুজা দেবী দুর্গা, বিসর্জনের মধ্য দিয়ে তাঁকে এক বছরের জন্য বিদায় জানানো হয়। তাঁর এই 'আগমন ও প্রস্থানের' মধ্যে আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী থেকে দশমী তিথি পর্যন্ত পাঁচ দিন চলে দুর্গোৎসব। দোলায় বা পালকিতে আগমনের পর এবার দেবী দুর্গার গমন হলো ঘোটক বা ঘোড়ায়।

রাজধানীতে বেলা দুইটা পর্যন্ত সিঁদুর খেলা ও মিষ্টিদান পর্ব চলে। এরপর বিসর্জনের জন্য বিভিন্ন মণ্ডপ থেকে প্রতিমা নামিয়ে পলাশী রোডে আনা হয়। বিকেলে একসঙ্গে একটি বড় শোভাযাত্রা করে বুড়িগঙ্গায় প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়। রাজধানীতে এবার বিসর্জন দেওয়া হয় লালবাগের ওয়াইজ ঘাট ও লালকুঠি ঘাট, ওয়ারীর পোস্তগোলা শ্মশানঘাট, আলমগঞ্জ ঘাট, শীতলক্ষ্যা নদীর ঘাট ও বালু নদের ঘাট ১১টি স্থানে।

রাজধানী ছাড়াও সারা দেশে উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে শেষ হয় দেবী দুর্গার বিসর্জনের পালা। চট্টগ্রাম নগরের পতেঙ্গা সমুদ্রসৈকত, অভয়মিত্র ঘাট, কালুরঘাটসহ বিভিন্ন স্থানে প্রতিমা বিসর্জন সম্পন্ন হয়।

কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতের লাবণী পয়েন্টে গতকাল কয়েক লাখ মানুষের উপস্থিতিতে সাগরে বিসর্জন দেওয়া হয়েছে ২৪৫টি প্রতিমা। বিকেল পাঁচটায় মন্ত্রপাঠের মাধ্যমে প্রতিমা বিসর্জন শুরুর ঘোষণা দেন শহরের ঐতিহ্যবাহী সরস্বতী বাড়ি মন্দিরের পুরোহিত স্বপন ভট্টাচার্য। সন্ধ্যা পৌনে ছয়টার মধ্যেই সম্পন্ন হয় প্রতিমা বিসর্জন।

ঢাকেশ্বরী মন্দিরে মহানগর পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের সাবেক সভাপতি মণীন্দ্র কুমার নাথ *প্রথম আলোকে*, এবার ঢাকায় ২৫২টি মণ্ডপে পূজা হয়েছে, গত বছর হয়েছিল ২৪৮টি। তবে বন্যা ও কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার কারণে সারা দেশে মণ্ডপের সংখ্যা কিছু কমেছে। গত বছর ৩২ হাজার ৪০৮টি পূজামণ্ডপ হয়েছিল, এবার হয়েছে ৩১ হাজার ৪৬১টি। এবার নিরাপত্তা ভালো ছিল।

মণীন্দ্র কুমার নাথ বলেন, 'আমরা চাই দেশে এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি হোক, যেন সব ধর্মের মানুষ কোনো বিশেষ নিরাপত্তাবেষ্টনী ছাড়াই তাদের নিজ নিজ ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান করতে পারবে। বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে দেশে একটি নতুন পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, এখন একটি নিরাপদ মুক্ত পরিবেশ সবারই কাম্য।'

বাহিনীর কেউ জড়িত কি না, তদন্ত চলছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

র‍্যাবের আইন ও গণমাধ্যম শাখার পরিচালক লে. কর্নেল মুনীম ফেরদৌস গতকাল *প্রথম আলোকে* বলেন, তাঁরা আটজনকে গ্রেপ্তার করেছেন। তাঁদের মধ্যে পাঁচজন বিভিন্ন বাহিনীর চাকরিচ্যুত সদস্য। অন্য তিনজন সাধারণ মানুষ। তাঁদের কাছ থেকে সাত লাখ টাকা, সোনার একটি ব্রেসলেট ও আংটি উদ্ধার করা হয়েছে। তিনি বলেন, এ ঘটনায় বাহিনীর কেউ জড়িত থাকলে গ্রেপ্তার করা হবে।

এ ছাড়া ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে। তাঁদের কাছ থেকে দুই লাখ টাকা, স্বর্ণালংকার ও দুটি মুঠোফোন উদ্ধার করা হয়। ডিবি সূত্র বলছে, গ্রেপ্তার তিনজনের একজন বিজিবির সদস্য বলে জিজ্ঞাসাবাদে দাবি করেছেন। তবে তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। এ বিষয়ে তদন্ত চলছে।

গত শুক্রবার দিবাগত রাত সোয়া তিনটার দিকে মোহাম্মদপুরের তিন রাস্তার মোড় বেড়িবাঁধ এলাকায় ব্যবসায়ী আবু বকরের বাসায় ডাকাতি হয়। পুলিশ ও বাসার বাসিন্দারা জানান, যৌথ বাহিনীর পরিচয়ে ডাকাতেরা বাসায় ঢুকে ডাকাতি করে। এ সময় ৭৫ লাখ টাকা ও ৭০ ভরি সোনা লুট করা হয়। এ ঘটনায় আবু বকর বাদী হয়ে শনিবার রাতে মোহাম্মদপুর থানায় মামলা করেন। আবু বকর জমি ও ইট-বালু কেনাবেচার ব্যবসা করেন বলে জানায় পুলিশ।

তদন্তসংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানায়, তাঁরা আগেও একাধিক ডাকাতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলে মনে হচ্ছে। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করে বিস্তারিত জানার চেষ্টা চলছে।

মোহাম্মদপুর তিন রাস্তার মোড় থেকে বেড়িবাঁধ হয়ে গাবতলীর দিকে ৩০০ গজ সামনেই আবু বকরের নিজের বাড়ি। বহুতল ভবনের তিনতলার একটি ফ্ল্যাটে পরিবার নিয়ে থাকেন তিনি।

গতকাল দুপুরে ওই বাসার সামনে আবু বকরকে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে বসে থাকতে দেখা যায়। আবু বকর *প্রথম আলোকে* বলেন, রাত সোয়া তিনটার দিকে তাঁর বাসার কলবেল বেজে ওঠে। তখন তাঁরা ঘুমাচ্ছিলেন। তাঁর স্ত্রী দরজার কাছে এসে পরিচয় জানতে চান। দরজার বাইরে থেকে বাসার নিরাপত্তাকর্মী বলেন, অভিযান চালাতে যৌথ বাহিনীর সদস্যরা এসেছেন। তখন বাইরে থাকা কয়েকজন বলেন, দরজা না খুললে তাঁরা ভেঙে ফেলবেন। পরে তাঁর স্ত্রী দরজা খুলে দেন।

ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে আবু বকর বলেন, দরজা খুলতেই ১৪-১৫ জন বাসায় ঢুকে পড়েন। তাঁদের পরনে সেনাবাহিনী ও র‍্যাবের পোশাক ছিল। বাসায় অবৈধ অস্ত্র আছে বলে আলমারি ভাঙা শুরু করেন তাঁরা। সেখান থেকে প্রায় ৭০ ভরি স্বর্ণালংকার ও ১২ লাখ টাকা একটি বস্তায় ভরা হয়। এরপর তাঁকে নিয়ে বাসার পাশে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের কার্যালয়ে যান। সেখানে থাকা ওয়ার্ডরোব ও সিন্দুক ভেঙে আরও ৬৩ লাখ টাকা লুট করেন তাঁরা। দুই বস্তায় টাকা ও সোনা ভরে চলে যান তাঁরা।

ডাকাতেরা চলে যাওয়ার প্রায় ১৫ মিনিট পর ঘটনাস্থলে পুলিশ সদস্যরা আসেন বলে জানান আবু বকর। তিনি বলেন, ডাকাতি করতে আসা ব্যক্তিরা তাঁর বাসায় থাকা অবস্থায় জরুরি সেবায় (৯৯৯) ফোন দিয়ে পুলিশের সহযোগিতা চাওয়া হয়। ডাকাতি করে চলে যাওয়ার পর পুলিশ আসে। যৌথ বাহিনীর অভিযানের নামে যাঁরা তাঁর বাসায় ডাকাতিতে করেছেন, তাঁদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন তিনি।

আবু বকরের আত্মীয়রা জানান, এই বাসায় ২৫টি ফ্ল্যাট আছে। অন্য কোনো বাসায় না গিয়ে সরাসরি ওই বাসায় যান ডাকাতিতে জড়িত ব্যক্তিরা। এতে স্পষ্ট বোঝা যায়, পরিচিত কারও মাধ্যমে তথ্য পেয়েছিলেন তাঁরা।

৩০ মিনিট ধরে ডাকাতি

আশপাশের সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজে দেখা গেছে, মূল সড়কে তিনটি মাইক্রোবাস ও একটি ট্রাক রেখে হেঁটে বাসার সামনে আসেন সেনাবাহিনী ও র‍্যাবের পোশাক পরা ব্যক্তিরা। বাসার সামনে এসে নিরাপত্তাকর্মী মো. জামশেদকে ডেকে তোলেন।

গতকাল ওই বাসায় গিয়ে কথা হয় নিরাপত্তাকর্মী জামশেদের সঙ্গে। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, সবাই র‍্যাব ও সেনাবাহিনীর পোশাকে ছিলেন। তাঁকে গেট খুলতে বলেন তাঁরা। রাজি না হওয়ায় গুলি করার হুমকি দেন তাঁরা। পরে ভয় পেয়ে গেট খুলে দেন তিনি। বাসার ভেতরে ঢুকে পাঁচটি সিসিটিভি ক্যামেরা ভেঙে ফেলেন তাঁরা। পরে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে তিনতলায় যান।

রাত সোয়া তিনটার দিকে বাসায় ঢোকেন তাঁরা। জামশেদকে একটি সোফায় বসিয়ে রাখা হয়। ডাকাতি শেষে ৩টা ৫০ মিনিটে বাসা থেকে বেরিয়ে যান তাঁরা। যাওয়ার সময় সিসিটিভি ক্যামেরার হার্ডডিস্ক খুলে নিয়ে যান তাঁরা।

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকারের বিশ্বাসযোগ্য পদক্ষেপ কম

প্রথম পৃষ্ঠার পর

উচ্চ মূল্যস্ফীতিকে বলা হয় অর্থনীতির নীরব ঘাতক। আর এই ঘাতক কতটা নির্মম হতে পারে, তা দেশের মানুষ দেখেছে গত দুই বছরের বেশি সময় ধরে। তাতে সীমিত আয়ের মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় অসহনীয় হয়ে উঠেছে। সাবেক আওয়ামী লীগ সরকারের একের পর এক ভুল সিদ্ধান্তের কারণেই দেশে মূল্যস্ফীতি কমেনি। অথচ বিশ্বের বেশির ভাগ দেশই মুদ্রানীতির কার্যকর ব্যবহার করে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সফল হয়।

এটা ঠিক যে অন্তর্বর্তী সরকার উত্তরাধিকারসূত্রেই এই উচ্চ মূল্যস্ফীতি হাতে পেয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) হিসাবে গত আগস্ট মাসে দেশে মূল্যস্ফীতি ছিল ১০ দশমিক ৪৯ শতাংশ। সেপ্টেম্বর মাসে মূল্যস্ফীতি সামান্য কমে ৯ দশমিক ৯২ শতাংশ হয়েছে। যদিও সাধারণ মানুষ মূল্যস্ফীতি কমার কোনো প্রভাব জীবনযাত্রায় খুঁজে পাচ্ছে না। বরং প্রায় সব পণ্যের দামই বেড়েছে। অথচ নতুন সরকারের কাছে মানুষের প্রত্যাশা ছিল, এবার অন্তত মূল্যস্ফীতির চাপ থেকে তারা মুক্তি পাবে।

অগ্রাধিকার হোক মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ

সরকারের সামনে এখন অনেক এজেন্ডা। শিক্ষার্থী হত্যার বিচার; পাচার করা অর্থ ফেরত আনা; পুলিশ, প্রশাসন, নির্বাচনব্যবস্থা ও সংবিধান সংস্কার; ব্যাংক খাতের অব্যবস্থাপনা দূর করা, শ্বেতপত্র প্রণয়ন ইত্যাদি। তবে মনে রাখতে হবে, সাধারণ মানুষের জীবনকে সরাসরি প্রভাবিত করে মূলত দুটি বিষয়, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও বাজারদর। সুতরাং অন্তর্বর্তী সরকারকে এই দুই দিকেই অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নজর দিতে হবে।

অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ ৯ অক্টোবর সচিবালয়ে বলেছেন, 'মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আমরা কাজ করছি। একটু সময় লাগবে।' এ জন্য তিনি অধৈর্য না হতে বলেছেন। তবে বাজারের যে পরিস্থিতি, তাতে মানুষের পক্ষে ধৈর্য ধরা কঠিন হয়ে পড়েছে।

এ অবস্থায় মূল্যস্ফীতি কমাতে সরকারের গৃহীত নীতির প্রতি মানুষের আস্থা থাকতে হবে। সরকার যে আসলেই মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণকে সবচেয়ে গুরুত্ব দিচ্ছে, এই বিশ্বাসটা আনতে হবে। এমন নয় যে সরকার কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। বিভিন্ন পণ্যের শুল্কহার কমানো হয়েছে। নীতি সুদহার বেড়েছে। তবে এখনো এর তেমন কোনো প্রভাব বাজারে দেখা যাচ্ছে না।

যেসব দৃশ্যমান পদক্ষেপ প্রয়োজন

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে এখন আর একটি-দুটি বিচ্ছিন্ন পদক্ষেপে কাজ হবে না। পুরো বিষয়টি সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে।

১. মানুষের মনোভাব জানুন : যেকোনো পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য নীতিনির্ধারকদের বাজারের প্রকৃত অবস্থা জানতে হয়। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে এ জন্য বিশ্বের প্রায় সব দেশ 'ইনফ্লেশন এক্সপেক্টেশন' নামে একটি জরিপ পরিচালনা করে। জরিপে সামনের দিনগুলোতে বাজারে দাম বাড়বে কি না, এ নিয়ে ভোক্তা, ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারীদের মনোভাব বা ভাবনা জানতে চাওয়া হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, মানুষের এই প্রত্যাশা বা মনোভাবের ওপরই নির্ভর করে মূল্যস্ফীতির গতি-প্রকৃতি। যদি ব্যবসায়ীরা মনে করেন মূল্যস্ফীতি ৩ শতাংশ বাড়বে, তাহলে তাঁরাও পণ্যের দাম ৩ শতাংশ বাড়ানোর ব্যবস্থা করবেন। শ্রমিকেরাও তখন ৩ শতাংশ বেতন বাড়ানোর দাবি তোলেন। এর প্রতিক্রিয়ায় মূল্যস্ফীতি ঠিকই ৩ শতাংশ বেড়ে যায়।

জানা গেছে, বাংলাদেশ ব্যাংক একসময় ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে এই জরিপ পরিচালনা করত। এমনকি ২০১৮ সালের মুদ্রানীতিতে 'ইনফ্লেশন এক্সপেক্টেশন' জরিপ অন্তর্ভুক্তও করা হয়েছিল। পরে মূল্যস্ফীতি প্রত্যাশার হার অনেক বেশি আসায় জরিপের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। নতুন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতি বিভাগের উচিত দ্রুততার সঙ্গে মূল্যস্ফীতি প্রত্যাশার জরিপটি চালু করা।

২. পণ্যের সরবরাহ ঠিক রাখুন : বাংলাদেশ বেশির ভাগ খাদ্যপণ্য বিশ্ববাজার থেকে আমদানি করে। গত জুলাই ও আগস্ট মাসে গমের আমদানি কমেছে ৮ দশমিক ২ শতাংশ, সব ধরনের ভোগ্যপণ্যের আমদানি কমেছে ৩ দশমিক ২ শতাংশ, এর মধ্যে চিনির আমদানিই কমেছে সাড়ে ৫২ শতাংশ। এ অবস্থায় প্রয়োজনীয় সব পণ্যের সরবরাহ ঠিক রাখাই সরকারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। সরকারের জন্য সতর্কসংকেত হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যে সংকট বাড়ায় বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলসহ বিভিন্ন পণ্যের দাম বাড়ছে। সুতরাং একই সঙ্গে সরকারকে আমদানির ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাও করতে হবে।

৩. বাজার তদারকি বাড়ান : সরবরাহ ঠিকঠাক রাখার পাশাপাশি বাজার তদারকি জোরদার করা প্রয়োজন। পণ্য পরিবহনে চাঁদাবাজি আছে। উৎপাদক থেকে শুরু করে ভোক্তার কাছে পণ্য পৌঁছে দিতে কয়েক দফা হাতবদল হয়। সরকার পরিবর্তন হলেও চাঁদাবাজি ও হাতবদলের ক্ষেত্রে তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি। মানুষ বদল হয়েছে কেবল। এ ব্যাপারে সরকার কোনো শক্ত অবস্থানে যেতে পারেনি। প্রশাসনিক দুর্বলতা ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এর বড় কারণ।

৪. আইনশৃঙ্খলা ঠিক করুন : নতুন সরকার আসার পর দৃশ্যমান পদক্ষেপ সবচেয়ে বেশি দেখা গেছে ব্যাংক খাতে। এতে ব্যাংক খাতের ওপর মানুষের আস্থা বেড়েছে, আমানতও বেড়েছে। কিন্তু সেই আস্থা এখনো মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ বা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ওপর আসেনি। ফলে কোনো অনিয়ম বা চাঁদাবাজির জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে, এই ভয় অনেকটাই কম। একই সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি না হলে বিনিয়োগকারীরাও আস্থা পাবে না। এতে বিনিয়োগ ও উৎপাদন কমবে এবং হ্রাস পাবে কর্মসংস্থান।

৫. চোরাচালান ঠেকান : আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পরে ভারতে লোক চলাচল কমে গেছে। ভিসা নিয়ে কড়াকড়ি এর প্রধান কারণ। তবে পণ্য চলাচল, বিশেষ করে চোরাচালান বন্ধ হয়নি। চিনি এর বড় উদাহরণ। উচ্চ শুল্কহারের কারণে চিনি আমদানি কমেছে। অন্যদিকে ভারত থেকে চোরাই পথে আসছে চিনি। এ অবস্থায় সরকার চিনির শুল্কহার কমিয়েছে। তবে এর প্রভাব এখনো বাজারে পড়েনি। এদিকেও তদারকি প্রয়োজন।

৬. দূর করতে হবে অনিশ্চয়তা : অর্থনীতির সবচেয়ে বড় শত্রু অনিশ্চয়তা। অনিশ্চয়তা থাকলে মানুষের আস্থাও ফিরবে না, ব্যবসায়ীরাও বিনিয়োগ করবেন না। সরকার যেসব নীতি গ্রহণ করছে, তার ধারাবাহিকতা নিয়েও বিনিয়োগকারীদের মধ্যে অনিশ্চয়তা আছে। অন্তর্বর্তী সরকার কত দিন থাকবে, সে সম্বন্ধে ধারণা পেলে অনিশ্চয়তা কিছু কমবে। সংস্কারের রোডম্যাপ উদ্যোক্তাদেরও জানা দরকার। তাতে বিনিয়োগ নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে তাঁদের জন্য সহজ হবে।

৭. ব্যবসায়ীদের আশ্বস্ত করুন : বিগত সরকারের ঘনিষ্ঠ ও প্রভাবশালী ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তাঁদের কেউ কেউ নানা অনিয়ম করেছেন, নামে-বেনামে ব্যাংকঋণ নিয়ে ফেরত দেননি, আত্মসাৎ করা অর্থের বড় অংশ পাচারও করেছেন। এই সব ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়াকে সবাই সমর্থন করছে। তবে এই প্রক্রিয়া যত দ্রুত হবে, ততই অর্থনীতির জন্য ভালো। তাতে অন্য ব্যবসায়ীদের মধ্যে অনিশ্চয়তা কেটে যাবে। এ ক্ষেত্রে সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে ব্যবসায়ীদের আশ্বস্ত করা, নির্বিঘ্নে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করার সুযোগ তৈরি করা।

৮. উদ্যোক্তাদের কথা শুনুন : অন্তর্বর্তী সরকারে বেসরকারি খাতের কোনো প্রতিনিধি নেই। পুরো সরকার কাঠামোতেই বেসরকারি খাতের অনুপস্থিতি দৃশ্যমান। তাদের সঙ্গে সরকারের সরাসরি যোগাযোগ যেমন নেই। অনেকটাই গুরুত্বহীন অবস্থায়ও আছেন তাঁরা। অর্থনীতির জন্য এ চিত্র ক্ষতিকর। সুতরাং ব্যবসায়ীদের কথা শোনার একটা প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এ জন্য বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি পরামর্শক কমিটি গঠন করতে পারেন। এতে সরকারের সঙ্গে বেসরকারি খাতের নিয়মিত আলোচনার একটি পথও তৈরি হবে।

৯. ভালো ব্যবসায়ীদের আস্থায় আনুন : যেসব ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর অনিয়ম নিয়ে সরকার তদন্ত করছে, তাদের মধ্যে বড় বড় ভোগ্যপণ্য ব্যবসায়ীও রয়েছে। যেমন এস আলম গ্রুপ, বসুন্ধরা প্রভৃতি। তাদের সবার আমদানি কমে গেছে। এর ফলে বাজারে চাহিদা-সরবরাহের মধ্যে একটা বড় পার্থক্য দেখা দিচ্ছে। সরবরাহে ঘাটতি হলে পণ্যের দামও বেড়ে যাবে। ব্যবসায়ীরা অবশ্য বলছেন, এই ঘাটতি পূরণ করার মতো বড় ব্যবসায়ী গোষ্ঠী দেশে আছে। সুতরাং মেঘনা গ্রুপ, সিটি গ্রুপ বা টি কে গ্রুপের মতো আরও যারা আছে, তাদের আস্থায় এনে সরবরাহব্যবস্থা চালু রাখতে হবে। এ রকম আরও অনেক ব্যবসায়ী আছেন, যাঁরা এত দিন প্রভাবশালী ব্যবসায়ীদের জন্য ভোগ্যপণ্যের বাজারে ঢুকতে পারেননি, তাঁদেরও এই সুযোগ দিতে হবে। এতে বাজার সিন্ডিকেট বন্ধ হবে। এ জন্য ব্যাংক খাতকে এগিয়ে আসতে হবে। ডলারের বাজারও স্থিতিশীল রাখতে হবে।

১০. ত্রৈমাসিক পর্যালোচনা প্রয়োজন : অর্থনীতির গতি এখনো যথেষ্ট শ্লথ। বিশ্বব্যাংক বলেছে, এবার মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি কমবে। এ অবস্থায় সরকারকে অবশ্যই অর্থনীতির সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে হবে। সরকারি আয় ও ব্যয় পরিস্থিতি, কোথায় কৃচ্ছ্রসাধন করা হবে, তারও পরিষ্কার ঘোষণা থাকা দরকার। অর্থবছরের তিন মাস চলে গেছে। এ অবস্থায় সরকার বাজেট ও অর্থনীতির একটি ত্রৈমাসিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে করণীয় বিষয়ে জানাতে পারে। তাতে সরকারের অর্থনৈতিক নীতিও পরিষ্কার হবে সবার কাছে।

উচ্চ মূল্যস্ফীতির সময়ে ১৯৭৪ সালে অর্থনীতিতে নোবেল পেয়েছিলেন মার্কিন অর্থনীতিবিদ গুনার মিরডাল। তখন তিনি সরকারের গৃহীত নীতি নিয়ে হতাশা প্রকাশ করে বলেছিলেন, 'মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকারের আন্তরিকতা নিয়ে মানুষের মধ্যে গভীর অবিশ্বাস আছে। অথচ দরকার সরকারের শক্ত বা ধারালো পদক্ষেপ।'

বাংলাদেশের মানুষও এখন এমনটাই চায়।

নিত্যপণ্যের বাজার অস্থির

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পেঁয়াজের দাম বেড়েছে। ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) হিসাবে, এক সপ্তাহের ব্যবধানে এসব পণ্যের দাম ১ থেকে সাড়ে ৪ শতাংশ বেড়েছে। চিনির শুল্ক কমানোর কারণে দাম কেজিপ্রতি তিন টাকা কমেছে। যদিও প্রতি কেজি চিনিতে কমবেশি ১১ টাকা শুল্ক-কর কমানো হয়েছে। এর প্রধান কারণ, চিনির সরবরাহ কম।

বিগত সরকারের আমলে নিত্যপণ্যের দাম বাড়ার কারণে মানুষের জীবনযাপনের ব্যয় বেড়ে যায়। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয়। এরপর অন্তর্বর্তী সরকারের গত দুই মাসে নিত্যপণ্যের দাম কমেনি; বরং বেড়েছে।

আমদানি কেন কমছে

আমদানি কমে যাওয়া নিয়ে *প্রথম আলো* শীর্ষ ও মাঝারি পর্যায়ের পাঁচজন আমদানিকারকের সঙ্গে কথা বলেছে। তাঁরা জানিয়েছেন, অন্তর্বর্তী সরকারের শুরুতে অস্থিরতার কারণে ব্যবসায় মন্দাভাব রয়েছে। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে সময় নিয়েছেন তাঁরা। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সরকারের কোনো দিকনির্দেশনাও পাচ্ছেন না। আবার ভোগ্যপণ্য আমদানিতে ঋণপত্র খোলা নিয়ে সমস্যা এখনো পুরোপুরি কাটেনি। ফলে আমদানিনির্ভর পণ্যের সরবরাহ কমছে।

আমদানি কেন কমছে, জানতে চাইলে বাংলাদেশ ভেজিটেবল অয়েল রিফাইনার্স অ্যান্ড বনস্পতি ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের একজন প্রতিনিধি নাম প্রকাশ না করার শর্তে *প্রথম আলোকে* বলেন, বিশ্ববাজারে পাম তেলের দাম বাড়তে থাকায় এ পর্যন্ত সংগঠন থেকে অর্থ ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টাসহ সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে কয়েকবার চিঠি দেওয়া হয়েছে। সর্বশেষ ৬ অক্টোবর উপদেষ্টার কাছে চিঠি দেওয়া হয়। বিশ্ববাজারে দাম বাড়ায় মূল্য সমন্বয়ের ব্যাপারে কোনো অগ্রগতি না হওয়ার কথা তুলে ধরা হয় চিঠিতে। এ জন্য ঋণপত্র খোলার ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীরা সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছেন বলে জানানো হয়। কিন্তু সরকারের দিকনির্দেশনা না পাওয়ায় ব্যবসায়ীরা আমদানিতে নিরুৎসাহিত হয়েছেন।

নিত্যপণ্যের আমদানিকারক সীকম গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আমিরুল হক বলেন, ঋণপত্র খোলার আগে দেশে পণ্য আমদানিতে কত খরচ পড়বে এবং স্থানীয় বাজারে দাম কত, তার হিসাব করে পণ্য আমদানি করেন ব্যবসায়ীরা। বিশ্ববাজারে এখন যে দাম, সে তুলনায় দেশের বাজারে পণ্যের দাম কম। আবার ব্যাংকের সুদের হার বেড়েছে। এমন পরিস্থিতিতে ভোগ্যপণ্যে বিনিয়োগ কমে যাওয়াটা স্বাভাবিক।

দুই মাসের চিত্র

এনবিআরের হিসাবে দেখা যায়, নিত্যপণ্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কমেছে চিনির কাঁচামাল অপরিশোধিত চিনির আমদানি। অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা নেওয়ার পর আগস্ট-সেপ্টেম্বর—এই দুই মাসে চিনি আমদানি হয় দুই লাখ টন। গত বছর একই সময়ে আমদানি হয়েছিল ৩ লাখ ২৮ হাজার টন। এ হিসাবে আমদানি কমেছে ৩৭ শতাংশ।

পাম তেলের আমদানি কমেছে। সয়াবিনের আমদানি কিছুটা বাড়লেও দুই ভোজ্যতেল মিলে চাহিদার তুলনায় আমদানি কম। এনবিআরের হিসাবে, গত আগস্ট-সেপ্টেম্বরে এই দুই ধরনের তেল আমদানি হয়েছে ৩ লাখ ৪৯ হাজার টন। গত বছর একই সময়ে আমদানি হয় ৩ লাখ ৭৬ হাজার টন। এ হিসাবে আমদানি কমেছে ৭ শতাংশ।

নিত্যপ্রয়োজনীয় পেঁয়াজও আমদানি করে চাহিদা মেটাতে হয়। গত আগস্ট-সেপ্টেম্বরে পেঁয়াজ আমদানি হয় ৯৪ হাজার টন, যা গত বছর একই সময়ে হয়েছিল ২ লাখ ৩০ হাজার টন। আমদানি কমেছে ৫৯ শতাংশ।

অবশ্য গম আমদানি কমেনি। আগস্ট-সেপ্টেম্বরে গমের আমদানি হয় ১০ লাখ ৭৫ হাজার টন। গত বছর একই সময়ে ছিল ১০ লাখ ৭০ হাজার টন। নিত্যপণ্যের মধ্যে আমদানি বেড়েছে মসুর ডালের। গত দুই মাসে ১ লাখ ১৯ হাজার টন মসুর ডাল আমদানি হয়, যা গত বছর একই সময়ে ছিল ৩৭ হাজার টন। এ হিসাবে মসুর ডালের আমদানি দ্বিগুণের বেশি বেড়েছে। মূলত গত দুই মাসে যেসব পণ্য আমদানি হয়েছে, সেগুলোর বড় অংশের ঋণপত্র আগেই খোলা হয়েছিল।

তবে মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের (এমজিআই) চেয়ারম্যান মোস্তফা কামাল *প্রথম আলোকে* বলেন, 'চাহিদা কমার কারণে নিত্যপণ্যের আমদানি কিছুটা কমেছে। আবার চিনি চোরাচালান বেড়ে যাওয়া চিনি আমদানি কমার প্রধান কারণ। তবে এখন চোরাচালান কিছুটা কমেছে। এখন আবার আমরা আমদানি বাড়াচ্ছি।'

দাম বাড়ছে

নিত্যপণ্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বেড়েছে পাম তেলের দাম। টিসিবির হিসাবে আওয়ামী লীগ সরকার পতনের আগে খোলা পাম তেলের দাম ছিল প্রতি লিটারে ১২৫ থেকে ১৩৫ টাকা। শনিবার পাম তেল বিক্রি হয়েছে ১৪৪ থেকে ১৪৫ টাকায়। এই হিসাবে প্রতি লিটারে ১০-১৯ টাকা বেড়েছে। ভোজ্যতেলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় পাম তেল। এই তেলের দাম বাড়ায় নিম্ন আয়ের মানুষের কষ্ট বাড়ছে। আবার খাদ্যপণ্য শিল্পের উপকরণ তৈরির খরচও বাড়ছে।

পাম তেলের পাশাপাশি সয়াবিন তেলেরও দাম বেড়েছে লিটারপ্রতি সাত টাকা। ৪ আগস্ট সয়াবিন তেলের দাম ছিল প্রতি লিটারে ১৪৪-১৪৫ টাকা। এখন তা বেড়ে হয়েছে ১৫২-১৫৬ টাকা।

পেঁয়াজের দামও মোটামুটি স্থিতিশীল ছিল। ৪ আগস্ট প্রতি কেজি আমদানি পেঁয়াজ বিক্রি হয়েছিল ১০০-১০৫ টাকা। তবে এখন পেঁয়াজের দামও বেড়েছে। টিসিবির হিসাবে প্রতি কেজি পেঁয়াজ এখন বিক্রি হচ্ছে ১০৫ থেকে ১১০ টাকায়।

টিসিবির হিসাবে, এক সপ্তাহের ব্যবধানে প্যাকেটজাত ময়দার দাম বেড়েছে ৩ দশমিক ৭০ শতাংশ। তবে আটার দাম এখনো আগের মতো রয়েছে। চিনির দাম আগের তুলনায় কেজিপ্রতি তিন টাকা বেড়েছিল। তবে শুল্ক কমানোর কারণে দাম কমে ৪ আগস্টের দরে থিতু হয়েছে।

সরকারের নানা পদক্ষেপ

পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে সরকার নানা পদক্ষেপ নিচ্ছে। সর্বশেষ চিনি আমদানিতে নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক ১৫ শতাংশ কমানো হয়েছে। তাতে প্রতি কেজি অপরিশোধিত চিনিতে শুল্ক-কর ১১ টাকা ১৮ পয়সা কমবে বলে এনবিআর জানিয়েছে। প্রতি কেজি চিনিতে শুল্ক-কর দিতে হতো ৩৮ থেকে ৪২ টাকা। এখন দিতে হবে ২৭-৩১ টাকা। ভোজ্যতেলের শুল্ক-কর আগেই কমানো হয়েছে। এরপরও প্রতি কেজিতে ১৭-১৮ টাকা শুল্ক-কর দিতে হচ্ছে।

তবে আমদানিনির্ভর নিত্যপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে শুল্ক-কর কমানোর চেয়ে সরবরাহ বাড়ানোর ওপর জোর দিয়েছেন গবেষকেরা। তাঁরা মনে করেন, সরবরাহ না বাড়লে সংকট কাটবে না।

সিপিডির গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম *প্রথম আলোকে* বলেন, আগস্টের বন্যায় ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাতে অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে চাপ রয়েছে। আমদানি পণ্যেও চাপ বাড়বে। এমন পরিস্থিতিতে আমদানি কমে গেলে ঘাটতি বাড়বে। শুধু শুল্ক-কর কমানোর মতো বাজার ব্যবস্থাপনা দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সম্ভব হবে না। বেসরকারি খাতকে উৎসাহ দেওয়ার পাশাপাশি সরকারকেও আমদানির প্রস্তুতি নিতে হবে। না হলে খাদ্যসংকটের শঙ্কা থেকে যাবে।

গোলাম মোয়াজ্জেম মনে করেন, এ পরিস্থিতিতে বাণিজ্য, কৃষি ও খাদ্য মন্ত্রণালয়কে যৌথভাবে উৎপাদন ও চাহিদার হিসাব প্রাক্কলন করে পদক্ষেপ নিতে হবে। তাহলে ঘাটতি কত হবে এবং তা কীভাবে মোকাবিলা করা যাবে, তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

“ আন্দোলনকারীদের হত্যার সঙ্গে জড়িত পুলিশ সদস্যরা যতই ক্ষমতাধর হোক না কেন, তাদের ছাড় দেওয়া হবে না।

আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া, উপদেষ্টা, **যুব** ও ক্রীড়া এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, **গত**কাল ঢাকায় এক অনুষ্ঠানে

সংক্ষেপে

চুরি সম্পদ উদ্ধারে ঢাকা ও ওয়াশিংটন আলোচনা

বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র দুর্নীতি দমন, অর্থ পাচার রোধ এবং চুরি হওয়া সম্পদ ফিরিয়ে আনতে সহযোগিতা জোরদার করার বিষয়ে আলোচনা করেছে। গতকাল রোববার এক বার্তায় বলা হয়েছে, ওয়াশিংটনে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রসচিব জসিম উদ্দিন এবং যুক্তরাষ্ট্রের দুর্নীতি দমনবিষয়ক বৈশ্বিক সমন্বয়ক শেলবি স্মিথ-উইলসনের মধ্যে বৈঠকে এ আলোচনা হয়। আলোচনায় সংস্কারের জন্য প্রযুক্তিগত ও পারস্পরিক আইনি সহায়তা (এমএলএ) চুক্তি এবং গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোতে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা বিনিময় বাড়ানোর বিষয়টিও উঠে আসে। এ ছাড়া আলোচনায় স্বচ্ছতা ও সুশাসনের জন্য যৌথ অঙ্গীকারের প্রতিফলন হিসেবে ক্রয়ব্যবস্থা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, বিচার বিভাগ ও গণমাধ্যমের সম্পৃক্ততা বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়।
বাসস, *ঢাকা*

মাছ শিকার

ধলেশ্বরী নদীতে মাছ শিকারে যাচ্ছেন জেলেরা। গতকাল সকালে সাভারের হেমায়েতপুরে। ছবি : আশরাফুল আলম

ইলিশ বিক্রি করায় ৩ জনকে জরিমানা

মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান, ২০২৪-এর প্রথম দিন গতকাল রোববার চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ বাজারে তিন মাছ বিক্রেতাকে অর্থদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। নিষিদ্ধ সময়ে ইলিশ বিক্রির দায়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত মৎস্য সুরক্ষা আইনে প্রত্যেককে পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেন। এ সময় জব্দকৃত প্রায় ১৮৮ কেজি ইলিশ মাছ বিভিন্ন মাদ্রাসা, সরকারি শিশু পরিবারের এতিম ও দুস্থ শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা গোলাম মেহেদী হাসান। এ ছাড়া ভ্রাম্যমাণ আদালত সকালে হাইমচর উপজেলায় মেঘনা নদী থেকে ২০ হাজার মিটার কারেন্ট জাল জব্দ করেন বলেও জানান তিনি।
প্রতিনিধি, *চাঁদপুর*

নিরঙ্কুশ ক্ষমতা নিরঙ্কুশভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত হয়েছে ১৫ বছরে

ভার্চ্যুয়াল আলোচনা অনুষ্ঠান

গণমাধ্যম, বিশেষ করে নাগরিকের কণ্ঠস্বর যাতে কখনোই রুদ্ধ না হয়, তা নিশ্চিত করার বিষয়টি আলোচনায় এসেছে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

আওয়ামী লীগ সরকারের বিগত ১৫ বছরের শাসনব্যবস্থা নিয়ে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক রেহমান সোবহান বলেন, নিরঙ্কুশ ক্ষমতা নিরঙ্কুশভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত হয়েছে। যখন কেউ এত বছর ক্ষমতায় থাকেন, তখন তা নিরঙ্কুশ ক্ষমতার প্রদর্শন। ক্ষমতা এক ব্যক্তির ওপর কেন্দ্রীভূত ছিল।

‘রাষ্ট্র সংস্কার ও সংবিধান সংশোধনী’ বিষয়ে ভার্চ্যুয়াল এক আলোচনা অনুষ্ঠানে গত ১৫ বছরের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকাঠোমো সম্পর্কে নিজের মূল্যায়ন তুলে ধরেন অধ্যাপক রেহমান সোবহান। গত শনিবার রাতে ভার্চ্যুয়াল ওই আলোচনার আয়োজন করে সমাজ গবেষণা কেন্দ্র।

২০০৯ থেকে ২০২৪ সালের ৪ আগস্ট পর্যন্ত দেশে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী ছিল আওয়ামী লীগ। ২০০৯ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয়ের (৩০০ আসনের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশের বেশি) পর গত ১৫ বছরে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় আরও তিনটি নির্বাচন হয়। এর মধ্যে একটি হয়েছে বিনা ভোটে (২০১৪ সালের জানুয়ারিতে), একটি রাতের ভোটে (২০১৮ সালের ডিসেম্বরে) এবং সর্বশেষ ২০২৪ সালের জানুয়ারির নির্বাচন ‘ডামি নির্বাচন’ হিসেবে পরিচিতি পায়। প্রতিবারই নিরঙ্কুশ বিজয় পায় আওয়ামী লীগ।

অধ্যাপক রেহমান সোবহান বলেন, বাস্তবতা হচ্ছে সরকারপ্রধান নিরঙ্কুশ ক্ষমতার চর্চা করেন, তা প্রধানমন্ত্রী হোন বা রাষ্ট্রপতি হোন। দেশে সবচেয়ে ক্ষমতাশালী প্রতিষ্ঠান হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় (কার্যালয়)। সব মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রীদের প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের অধীন হওয়ার প্রবণতা দেখা গেছে। কেউ সচেতনভাবে এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দায়িত্ববোধের ঘাটতির কারণে মন্ত্রী ও তাঁদের আশপাশে থাকা লোকেরা স্বেচ্ছায় কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের (প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়) কাছে আত্মসমর্পণ করেন। এ প্রক্রিয়া ৫৩ বছর ধরে চলছে।

আদালত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার যে আশা নাগরিকেরা করে থাকেন, তা সেভাবে ছিল না বলে জানান গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক রেহমান সোবহান। তাঁর মতে, রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বহাল রাখার জন্য আদালত হয়ে উঠেছিল প্রাথমিক হাতিয়ার। এমন প্রেক্ষাপটে স্বাধীন বিচার বিভাগ নিশ্চিত করা চ্যালেঞ্জিং।

সংস্কারের উদ্যোগ প্রসঙ্গে অধ্যাপক রেহমান সোবহান বলেন, যে সংস্কারই করা হোক না কেন, তার ফলাফল নির্ভর করবে বাস্তবায়নের ওপর। শেষ পর্যন্ত সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে রাজনৈতিক দল, যারা পরবর্তী নির্বাচনে ক্ষমতায় আসবে।

অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রওনক জাহান বলেন, কাঠামো ও নতুন আইনের দিকে এখন যতটা মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে, তার চেয়ে বেশি মনোযোগ দেওয়া দরকার গত ৫০ বছরে যেসব অগণতান্ত্রিক চর্চা হয়েছে, সেগুলোকে কী করে পরিবর্তন করা যায়। দেশকে গণতান্ত্রিক করতে হলে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গণতন্ত্র আনতে হবে। তা না হলে কখনোই গণতান্ত্রিক হওয়া যাবে না।

> “ যখন কেউ এত বছর ক্ষমতায় থাকেন, তখন তা নিরঙ্কুশ ক্ষমতার প্রদর্শন। ক্ষমতা এক ব্যক্তির ওপর কেন্দ্রীভূত ছিল।
>
> **অধ্যাপক রেহমান সোবহান**, চেয়ারম্যান, সিপিডি

> “ দেশকে গণতান্ত্রিক করতে হলে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গণতন্ত্র আনতে হবে। তা না হলে কখনোই গণতান্ত্রিক হওয়া যাবে না।
>
> **রওনক জাহান**, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী

> “ যদি রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন না ঘটে এবং রাজনীতিবিদদের মধ্যে ঐকমত্য সৃষ্টি না হয়, তাহলে সংস্কার টেকসই হবে না।
>
> **বদিউল আলম মজুমদার**, নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রধান

> “ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া কতটা শক্তিশালী হচ্ছে, তার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করে।
>
> **অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ**, গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটির সদস্য

রওনক জাহানের মতে, স্বৈরশাসনকে ঠেকাতে সবচেয়ে বেশি কার্যকর পন্থা হবে আনুপাতিক নির্বাচন। এই পদ্ধতিতে কী সুবিধা এবং এই পদ্ধতি চালু করার জন্য জনমত গড়ে তোলার কাজটি করতে হবে রাজনৈতিক দলগুলোকে। এই পদ্ধতি প্রবর্তনের পাশাপাশি স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করতে হবে।

সংস্কার শুধু একটা রিপোর্ট লিখে বা আইন করেই হবে তা নয়, বরং এর বাস্তবায়ন এবং টেকসই করতে যে অঙ্গীকার দরকার তার ওপর বেশি গুরুত্ব দিতে চান রওনক জাহান। পাশাপাশি গণমাধ্যম, বিশেষ করে নাগরিকের কণ্ঠস্বর যাতে কখনোই রুদ্ধ না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

আনুপাতিক নির্বাচনব্যবস্থা

আলোচনায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এশীয় প্রবৃদ্ধি গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক নজরুল ইসলাম। তিনি প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা, সরকারের মেয়াদ হ্রাস (পাঁচ বছর থেকে চার বছর), সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ বিলোপ, তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন, স্থানীয় সরকারব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, প্রাদেশিক সরকারব্যবস্থা চালু, দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ, নির্বাচন কমিশন শক্তিশালীকরণ ও আনুপাতিক নির্বাচনব্যবস্থা প্রবর্তনসহ রাষ্ট্র সংস্কারে ১১টি প্রস্তাব নিয়ে প্রবন্ধে আলোচনা করেন।

প্রবন্ধে বলা হয়, বিশ্বের প্রায় ৭০টি দেশ আনুপাতিক নির্বাচনব্যবস্থা অনুসরণ করে। এই নির্বাচনব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনের আগে ক্রম অধিকারসম্পন্ন প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে। এরপর দেশব্যাপী যে রাজনৈতিক দল যত শতাংশ ভোট পায়, সংসদে তত শতাংশ আসন পায়।

অধ্যাপক নজরুল ইসলাম বলেন, রাষ্ট্র সংস্কারের যেসব প্রস্তাব সাধারণভাবে আলোচিত হচ্ছে, সংবিধানের মৌলিক পরিবর্তন ছাড়াই তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব। সংবিধানের নবলিখন ও পুনর্লিখন নিয়ে কথা হচ্ছে। এটা করতে হলে দীর্ঘ আলোচনা দরকার এবং যে রাজনৈতিক শক্তিগুলো আছে, তাদের সম্পৃক্ত করে আলোচনা করতে হবে।

রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন দরকার

আলোচনায় নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রধান বদিউল আলম মজুমদার বলেন, যদি রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন না ঘটে এবং রাজনীতিবিদদের মধ্যে ঐকমত্য সৃষ্টি না হয়, তাহলে সংস্কার টেকসই হবে না। রাজনীতিবিদেরা অতীতে অনেক অঙ্গীকার করেছেন, পরে কথা রাখেননি। রাজনীতিবিদেরা যদি কথা না রাখেন, তাঁদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি যদি পরিবর্তন না হয় এবং তাঁদের মধ্যে কতগুলো মৌলিক বিষয়ে যদি ঐকমত্য না হয়, তাহলে সংস্কার টেকসই হবে না।

সংখ্যানুপাতিক নির্বাচনের বিষয়টি গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছে বলে মনে করেন অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ। তিনি বলেন, অনেক রাজনৈতিক দল এ বিষয়ে আগ্রহ দেখাচ্ছে। বড় দলগুলো এর বিরোধিতা করার যুক্তি পাবে না, যদি সমাজে জনমত তৈরি হয়।

গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটির সদস্য অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ বলেন, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া কতটা শক্তিশালী হচ্ছে, তার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া থাকলে নির্বাচন কমিশন শক্তিশালী হলেই চলে। তাহলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দরকার হয় না।

এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সমাজ গবেষণা কেন্দ্রের সভাপতি তাজুল ইসলাম। আলোচনার শুরুতে তিনি বলেন, ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে বিগত সরকারের পতন হয়েছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এসেছে। বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে। তার মধ্যে একটা প্রধান বিষয় হলো সংস্কার। সাধারণ মানুষ আশা করে সংস্কারের মাধ্যমে নতুন ধরনের কিছু দেশে আসবে।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন সিপিবির সাবেক সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন এবং বাসদের সহকারী সম্পাদক রাজেকুজ্জামান।

অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরোর চেয়ারম্যান এম এম আকাশ। তিনি বলেন, মানুষ স্বৈরাচারের পুনরাবৃত্তি রোধ করতে চায়। বৈষম্যমুক্ত বাংলাদেশের দিকে এগিয়ে যেতে চায়।

স্বাস্থ্য খাতে দ্রুত জায়গা করে নিচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

বিশ্ব স্বাস্থ্য সম্মেলনে বিশেষজ্ঞরা

জার্মানির বার্লিনে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বিশ্বের প্রায় তিন হাজার গবেষক, বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ এতে অংশ নিচ্ছেন।

শিশির মোড়ল, *বার্লিন, জার্মানি থেকে*

স্বাস্থ্য খাতের তথ্য ও জ্ঞান পাওয়ার ক্ষেত্রে বৈশ্বিকভাবে গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরি করেছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)। এ খাতে বৈশ্বিকভাবে দ্রুত জায়গা করে নিচ্ছে এআই। তবে এই প্রযুক্তি ব্যবহারে যে বিপুল কারিগরি সক্ষমতা দরকার, তা উন্নয়নশীল অনেক দেশের নেই। এশিয়ার দেশগুলো এআই ব্যবহারের দিক থেকে পিছিয়ে রয়েছে।

জার্মানির রাজধানী বার্লিনে গতকাল রোববার শুরু হওয়া বিশ্ব স্বাস্থ্য শীর্ষ সম্মেলনে এআই নিয়ে অনুষ্ঠিত এক অধিবেশনে বিশেষজ্ঞরা এ কথা বলেন। বিশ্বের প্রায় তিন হাজার গবেষক, বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ এ সম্মেলনে অংশ নিচ্ছেন।

‘কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কি জন-আস্থা বৃদ্ধিতে ভূমিকা পালন করতে পারে’ শীর্ষক এ অধিবেশনে বলা হয়, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সারা বিশ্বের মানুষের জীবনে পরিবর্তন আনছে। তবে উদ্বেগেরও কারণ আছে।

মূল আলোচনা হয় স্বাস্থ্য খাতে এআইয়ের ব্যবহারের ভালো-মন্দ নিয়ে। শুরুতে লন্ডন স্কুল অব হাইজিন অ্যান্ড ট্রপিক্যাল মেডিসিনের স্বাস্থ্যনীতিবিশেষজ্ঞ লুসি গিলসন বলেন, স্বাস্থ্য খাতের ব্যবস্থাপনায় এআই কাজে লাগছে। আফ্রিকায় এর উদাহরণ আছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা জেরেমি ফারার বলেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সুবিধা বেশি নিচ্ছে ব্যক্তিমালিকানাধীন কিছু প্রতিষ্ঠান। এতে স্বাস্থ্য খাতে বৈষম্য বৃদ্ধির ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা একটি গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরি করতে পেরেছে বলে মনে করেন অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিসের প্রধান মেডিকেল কর্মকর্তা রোল্যান্ড ইলিং। তিনি বলেন, ঝুঁকি হচ্ছে হাজার হাজার মানুষের তথ্য নিয়ে প্রতিদিন কাজ হচ্ছে। রোগী তথ্য দিচ্ছেন, কিন্তু রোগী ডেটাবেজের (তথ্যভান্ডার) সুবিধা কতটা পাচ্ছেন, সেটি বড় প্রশ্ন।

সরকার কীভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা স্বাস্থ্যে ব্যবহার করতে পারে, তা নিয়ে আলোচনা করেন জার্মানির ম্যাক্স প্লাঙ্ক ইনস্টিটিউট অব সিকিউরিটি অ্যান্ড পাইরেসির বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মিইয়াং চ্যা।

অনুষ্ঠানের সভাপতি ম্যাক্স প্লাঙ্ক সোসাইটির সভাপতি প্যাট্রিক ক্রেমার বলেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করতে হবে মানুষের কল্যাণে।

স্বাস্থ্য সম্মেলনে গতকাল নানা বিষয়ে আরও ১৯টি পৃথক অধিবেশন হয়েছে।

দুই এলপিজি ট্যাংকারে আগুন

কুতুবদিয়া

বিশেষ প্রতিবেদক, *চট্টগ্রাম* ও **নিজস্ব প্রতিবেদক**, *কক্সবাজার*

কুতুবদিয়ায় চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙরে গত শনিবার রাতে এলপিজির দুটি ট্যাংকারে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে বিদেশি পতাকাবাহী বড় এলপিজি ট্যাংকারের আগুন আগেই নিয়ন্ত্রণে আসে। আর দেশি ছোট ট্যাংকারের আগুন গতকাল রোববার সন্ধ্যায় নিয়ন্ত্রণে আসে।

গতকাল রাত সাড়ে আটটার দিকে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের সচিব মো. ওমর ফারুক জানিয়েছেন, সন্ধ্যায় ছোট ট্যাংকারের আগুনও নিয়ন্ত্রণে আসে।

বসুন্ধরা গ্রুপের মালিকানাধীন এলপিজি সোফিয়া ট্যাংকার আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ট্যাংকারটিতে এলপিজিবোঝাই ছিল। তবে এলপিজি নিয়ে আসা তানজানিয়ার পতাকাবাহী বড় ট্যাংকার ক্যাপ্টেন নিকোলাস নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনায় বড় ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

বন্দর ও কোস্টগার্ড জানায়, অগ্নিকাণ্ডের পর সোফিয়া ট্যাংকারের ১৮ জন নাবিক, ২ জন মুরিং ম্যান, ৩ জন পাহারাদার এবং ক্যাপ্টেন নিকোলাস থেকে সাগরে ঝাঁপ দেওয়া আটজন পাহারাদারকে উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার করা নাবিকদের ৯ জন বাংলাদেশি, ৮ জন ইন্দোনেশীয় ও ১ জন ভারতীয়।

বন্দর, কোস্টগার্ড ও ট্যাংকারের স্থানীয় এজেন্টে দায়িত্বরত কর্মকর্তারা জানান, শনিবার দিবাগত রাত সোয়া ১২টার পর আগুনের ঘটনা ঘটে।

এলজিপিবাহী লাইটারেজ জাহাজে লাগা আগুন নেভানোর কাজ করে নৌবাহিনী ও কোস্টগার্ডের জাহাজ। গতকাল সকালে। ছবি : সংগৃহীত

ক্যাপ্টেন নিকোলাসের স্থানীয় এজেন্ট সি ওয়েভ মেরিন সার্ভিসেসের কর্ণধার সামিদুল হক বলেন, ক্যাপ্টেন নিকোলাস থেকে সোফিয়া ট্যাংকারে ৩ হাজার ৩৫০ টন এলপিজি স্থানান্তর করা হচ্ছিল। এ সময় সোফিয়ার ডেকে আগুনের সূত্রপাত হয়।

সামিদুল হক বলেন, দুর্ঘটনার পর ক্যাপ্টেন নিকোলাসের ডেকে আগুন ছড়িয়ে পড়লে ট্যাংকারটি নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। এ সময় রশি ছিঁড়ে যাওয়ার কারণে সোফিয়া ট্যাংকারটি দূরে সরে যায়। এ কারণে ক্যাপ্টেন নিকোলাস ট্যাংকারটিতে থাকা প্রায় ৩৬ হাজার টনের বেশি এলপিজি অক্ষত রয়েছে।

করোনা শনাক্ত ১ জনের

দেশে গতকাল সকাল আটটা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় ১ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। কারও মৃত্যু হয়নি। ইউএনবি, ঢাকা

অবৈধ দাদনের জাল ঢাকা থেকে সাগরে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বেশ কয়েকবার এই প্রথা চালু করে আবার রহিত করে কোম্পানি। সর্বশেষ ২০০৬ সালের এক আইন অনুসারে লাইসেন্স ও অনুমতি ছাড়া এ ধরনের লেনদেন অবৈধ করা হয়। *প্রথম আলোর* অনুসন্ধান বলছে, এই দাদনের উৎস মূলত ঢাকা ও অন্য বড় নগরের বড় বড় আড়তদার তথা মহাজনেরা। আর তাঁদের রক্ষাকবচ হয়ে আছে 'আইন থাকা সত্ত্বেও আইনের প্রয়োগ না থাকা'।

আইন আছে, প্রয়োগ নেই

২০০৬ সালে কার্যকর হওয়া 'মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি নামের আইনে বলা হয়, যারা ক্ষুদ্রঋণ দেয় এবং সুদ নেয়, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির কাছ থেকে তাদের লাইসেন্স ও অনুমতি নিতে হবে। অনুমতি ছাড়া কেউ যদি এ ধরনের ধার বা ঋণ দেয়, তাহলে এই আইনের ৩৫ ধারা অনুযায়ী সেটা অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে। কেউ এই আইন অমান্য করলে তার অন্যূন এক বছরের কারাদণ্ড বা অনধিক পাঁচ লাখ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করার বিধান রয়েছে।

জ্যেষ্ঠ আইনজীবী আহসানুল করিম *প্রথম আলোকে* বলেন, 'যেহেতু ইলিশের ক্ষেত্রে চার-পাঁচ ধাপের ব্যবসায়ীরা একে অন্যকে দাদন দিচ্ছেন এবং সেই দাদনের বিনিময় শর্ত হচ্ছে, দাদন প্রদানকারীদের কাছেই মাছ বিক্রি করতে হবে; উপরন্তু কমিশনও দিতে হবে। এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে, টাকা ধার দেওয়ার মাধ্যমে তাঁরা সুযোগ-সুবিধা নিচ্ছেন। সুতরাং এই আইনের বরখেলাপ হচ্ছে এবং এই আইন অনুযায়ী লেনদেনের (দাদন) প্রক্রিয়া অবৈধ হয়ে যাচ্ছে।'

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী শিহাব উদ্দিন খান বলেন, পাশাপাশি ব্যবসায়ীদের এই চক্র মৌসুমের আগেই দাদন দিয়ে বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে এবং এর ফলে প্রতিযোগিতামূলক বাজার নষ্ট হচ্ছে, এই দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিযোগিতা আইনের আওতায় প্রতিযোগিতা কমিশনও দাদনদারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে।

বিষয়টি নিয়ে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির তিনজন কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ হয়। তাঁদের মধ্যে একজন নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, 'দাদনপ্রথার বিষয়টি নিয়ে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির আইনে স্পষ্টভাবে কিছু উল্লেখ নেই। তাই এ ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।' এর বাইরে আর কিছু বলতে রাজি হননি তিনি।

২০১৮ সালের কৃষি বিপণন আইনের তফসিলে কৃষিপণ্যের মধ্যে সব ধরনের মাছ (তাজা ও শুঁটকি) কৃষিপণ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং এই আইনের ৪-এর (জ) ধারায় বলা হয়, 'কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কৃষিপণ্য ও কৃষি উপকরণের মজুত বা গুদামজাতকরণ...কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করতে পারবে।' এ আইনের ৪-এর (ঝ) ধারায় কৃষিপণ্যের সর্বনিম্ন মূল্য ও যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করার ক্ষমতা দেওয়া হয় কৃষি বিপণন অধিদপ্তরকে।

জানতে চাইলে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. মাসুদ করিম *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমরা এই আইনের আওতায় ইলিশের যৌক্তিক দাম নির্ধারণের ব্যাপারে একটি কমিটি গঠন করেছি, শিগগিরই দাম নির্ধারণ করে দেব।' এত দিনেও কেন দাম নির্ধারণ করা হয়নি, জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'আগে কেন হয়নি, আমি জানি না। মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর আমি এই কাজ শুরু করেছি।'

২০১২ সালের প্রতিযোগিতা আইনের ১৫ নম্বর ধারা অনুযায়ী, বাজারে সুস্থ প্রতিযোগিতায় বাধা সৃষ্টিকারী কোনো চুক্তি বা ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশ করা যাবে না। এ আইনের বরখেলাপ হলে প্রতিযোগিতা কমিশন ব্যবস্থা নিতে পারে।

পাঁচ ধাপের ব্যবসায়ীদের দাদনের মাধ্যমে ইলিশের বাজার নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি প্রতিযোগিতা আইনের খেলাপ বলে মেনে নেন কমিশনের সচিব মাহবুবুর রহমান খান। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, 'ইলিশের চলতি মৌসুমে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। কেউ অভিযোগ জানালে বা গণমাধ্যমে এ ব্যাপারে সংবাদ প্রকাশিত হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

এ পর্যন্ত কোনো পদক্ষেপ না নেওয়ার ব্যাপারে জানতে একই কমিশনের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপারসন সালমা আখতার জাহানের মুঠোফোনে কল দেওয়া হলে তিনি ধরেননি; খুদে বার্তা পাঠানো হলেও সাড়া দেননি।

২০০৯ সালের ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে পণ্যের দাম প্রদর্শনের বিধান আছে। আইনের ৩৮ নম্বর ধারা অনুযায়ী, এই বিধান অমান্য করলে অনূর্ধ্ব ১ বছর কারাদণ্ড বা অনধিক ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করার কথা বলা হয়েছে।

তবে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের চলতি বছরের কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ভোক্তার ইলিশ ভোগের অধিকারের বিষয়ে রাজধানীতে চালানো হয়েছে মাত্র একটি অভিযান। গত ২৫ সেপ্টেম্বর ভোরে রাজধানীর বড় দুই পাইকারি মাছবাজার যাত্রাবাড়ী ও কারওয়ান বাজারে চালানো অভিযানে কারওয়ান বাজারের ৫ ব্যবসায়ীকে মোট ৪২ হাজার টাকা জরিমানা করেন কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আব্দুল জব্বার মণ্ডল। ইলিশ ক্রয়-বিক্রয়ের কোনো রসিদ না থাকা এবং ক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্য সম্পর্কে কোনো তথ্য না পাওয়ায় এ জরিমানা করা হয়।

তবে এ ধরনের অভিযান কোনো সমাধান নয় বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরেরই ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়ের উপপরিচালক বিকাশ চন্দ্র দাস। *প্রথম আলোকে* তিনি বলেন, 'যদি কোনো পণ্যের মূল্য ধার্য করা থাকে, সে ক্ষেত্রে আমরা সরাসরি পদক্ষেপ নিতে পারি। কিন্তু ইলিশের মতো পণ্যের ক্ষেত্রে মূল্য ধার্য করা থাকে না।'

মৎস্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক মো. আবদুর রউফ *প্রথম আলোকে* বলেন, ইলিশের দাদনচক্রের বিষয়ে মৎস্য অধিদপ্তরের বিস্তারিত জানা নেই; তাই এ ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। বিস্তারিত জানতে পারলে তাঁরা অধিদপ্তরে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করবেন।

রাজধানীতেই দাদনরাজারা

গত ১ অক্টোবর, দুপুর সাড়ে ১২টা। কারওয়ান বাজারের ১ নম্বর ডিআইটি মার্কেটের দোতলায় ছোট কক্ষগুলোয় মাছের আড়তদারেরা বিক্রিবাট্টা শেষে হিসাব কষতে বসেছেন। ইলিশের কারবার করেন, এমন আড়তদারের খোঁজ করতে গেলে সবাই মোহাম্মদ জাকিরের নাম বললেন। চলতি মৌসুমে কারওয়ান বাজারে ইলিশের বড় আড়তদার হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন জাকির।

মোহাম্মদ জাকিরের সঙ্গে কয়েক দফায় যোগাযোগের পর তিনি কথা বলতে রাজি হন। জাকির *প্রথম আলোকে* বলেন, বর্তমানে ইলিশের বাজার খুব খারাপ। আমি ব্যবসা করে শান্তি পাইতেছি না। এ বছর আমি কক্সবাজারের ইলিশ বেশি বিক্রি করছি। কক্সবাজার, কুয়াকাটা ও বরগুনা থেকে মাছ আসে। তবে গতবারের চেয়ে এবার মাছ কম। যা আসছে, তা পটুয়াখালীর কলাপাড়ার মহিপুর থেকে।'

কারওয়ান বাজার মৎস্য ব্যবসায়ী সমিতির তথ্য বলছে, কারওয়ান বাজারে মাছের আড়তদার আছেন ৫০০ জন। তবে ইলিশের কারবার নিয়ন্ত্রণ করছেন ৫০ জনের কম। জাকিরের মতো তাঁরা বড় আড়তদার বা মহাজন। কারওয়ান বাজার থেকে ইলিশ কিনতে হলে এই ৫০ মহাজনের কাছ থেকেই কিনতে হবে।

ইলিশের বাজার নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে আড়তদারেরা মৌসুমের কয়েক মাস আগে, এমনকি কয়েক বছর আগেও স্থানীয় পর্যায়ের পাইকার ও আড়তদারদের মোটা অঙ্কের দাদন দেন। যে আড়তদার যত বেশি টাকা দাদন দিতে পারেন, তাঁর হাতেই সবচেয়ে বেশি ইলিশের নিয়ন্ত্রণ থাকে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দুজন আড়তের নেতা, চারজন আড়তদার এবং কয়েকজন খুচরা ব্যবসায়ী ও আড়তের কর্মচারীদের সঙ্গে দফায় দফায় কথা বলে এসব তথ্য পাওয়া গেছে। সবার বক্তব্যের সারাংশ হলো রাজধানীসহ দেশের বড় শহরগুলোর আড়তদারেরাই ইলিশ-বলয়ে দাদনের মূল অংশীদার। তাদের টাকা চার থেকে পাঁচ হাত ঘুরে জেলেদের হাতে যায়। মোহাম্মদ জাকির তেমনই একজন আড়তদার। চলতি বছর ইলিশের বাজার খারাপ হতে পারে, এমন আশঙ্কা জেনেও ১৪ থেকে ১৫ লাখ টাকা দাদন ছড়িয়েছেন তিনি। এভাবে প্রতিবছর তাঁর দেওয়া দাদন জমে এখন সেটা কোটি টাকার ঘর পেরিয়েছে।

মোহাম্মদ জাকির *প্রথম আলোকে* বলেন, 'ভোলা, মনপুরা, কক্সবাজার ও বরগুনায় আমার দাদন দেওয়া আছে। আমার দাদনের টাকা এক মৌসুমের নয়। এগুলো কয়েক বছর ধরে ওদের হাতে আছে। প্রতিবছর এই দাদনের ওপর আরও দাদন দেওয়া হয়।'

যাত্রাবাড়ী মৎস্য আড়তের সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন কবির ভূঁইয়া *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আড়তদারেরা কোটি কোটি টাকা দাদন দেন। কারণ, আগে থেকে পুঁজি বিনিয়োগ না করলে মোকামমালিক (স্থানীয় আড়তদার) বা পাইকাররা মৌসুমের সময় মাছ দেন না।'

তাঁর হিসাব অনুযায়ী, যাত্রাবাড়ীতে আড়তদারের সংখ্যা দুই হাজারের আশপাশে। তবে ইলিশের নিয়ন্ত্রণ এক শর মতো মহাজনের হাতে।

আড়তসংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে আরও জানা যায়, ঢাকায় কোনো বাজারের আড়তে ইলিশ দরদামের মাধ্যমে বিক্রি হয়, আবার কোনো বাজারের আড়তে বিক্রির পর নির্দিষ্ট হারে কমিশন নেন আড়তদারেরা। এই কমিশন ৩ থেকে ১০ শতাংশ পর্যন্ত হয়ে থাকে। তবে খাতা-কলমে ৪ শতাংশের বেশি দেখানো হয় না। এর বাইরে প্রতি কেজি ইলিশে ১০ টাকা কয়াল (কর্মচারীদের বেতন, আড়তের ভাড়া ও অন্যান্য খরচ) রাখা হয়। এই টাকাও ইলিশের দামের সঙ্গে যুক্ত হয়।

দাদনের আইনি কোনো ভিত্তি না থাকলেও যুগের পর যুগ ধরে এই প্রথা চলে আসছে বলে মন্তব্য করেন কারওয়ান বাজার মৎস্য ব্যবসায়ী সমিতির উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি নসরুল আলম। *প্রথম আলোকে* নসরুল বলেন, মাছ ব্যবসায়ীরা শুধু ইলিশ নয়, অন্য সব মাছের ক্ষেত্রেও এই প্রক্রিয়ায় দাদন দিচ্ছেন। দাদনের বিষয়টি নিয়ে কেউ কোনো দিন প্রশ্ন তোলেনি।

তাঁদের সবার সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বড় আড়তদার বা মহাজনদের একেকজনের ৫০ লাখ থেকে ৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত দাদন দিয়ে রেখেছেন। তাঁদের টাকার উৎসের মধ্যে ব্যাংকঋণও আছে বলে স্বীকার করেছেন অনেকে।

খুচরায় কেজিতে ২৫০ টাকাও বাড়ে

ঢাকায় মৎস্য আড়ত ও পাইকারি মাছের বাজার আছে অন্তত ১০টি। সবচেয়ে বড়টি যাত্রাবাড়ীতে। ২ অক্টোবর সকালে সেখানে গিয়ে দেখা যায়, ফ্লাইওভারের নিচ থেকে শুরু করে মহাসড়কের দুই দিকে বিশাল মাছের বাজার। সকাল তখন আটটা পেরিয়েছে। বাজারের পূর্ব অংশের মাঝামাঝিতে কয়েকটি আড়তে ইলিশ বিক্রি হতে দেখা গেল। সোয়া থেকে দেড় কেজি ওজনের ইলিশের দাম হাঁকা হচ্ছে ১ হাজার ৬০০ থেকে ১ হাজার ৮০০ টাকা কেজি। এক কেজি বা এর আশপাশেরটা ১ হাজার ৩০০ থেকে ১ হাজার ৪০০ টাকা, ৮০০ গ্রামের নিচে ৯০০ থেকে ১ হাজার টাকা, ৫০০ গ্রামের নিচে ৪০০-৫০০ টাকা কেজি।

সেখানে প্রদীপ রায় নামের একজন খুচরা মাছ ব্যবসায়ীকে এক মণ ইলিশ কিনতে দেখা গেল। তিনি সোয়া কেজি থেকে দেড় কেজি ওজনের ১০ কেজি ইলিশ কিনলেন প্রতি কেজি ১ হাজার ৭৫০ টাকা দরে। এক কেজি ওজনের ১০ কেজি ইলিশ কিনলেন ১ হাজার ৪৫০ টাকা দরে, ৮০০ গ্রামের কিনলেন ১০ কেজি। প্রতি কেজি ১ হাজার ২০০ টাকা করে। জানা গেল, তিনি শনির আখড়ার জিয়া সরণির মাছ ব্যবসায়ী।

তাঁকে অনুসরণ করে বেলা ১১টায় জিয়া সরণির মাছ বাজারে গিয়ে দুপুর একটা পর্যন্ত ঘুরে প্রদীপ রায়ের দোকান থেকে কাউকে ইলিশ কিনতে দেখা গেল না। ইলিশের ক্রেতারা সন্ধ্যার দিকে আসতে পারেন বলে জানালেন মাছ ব্যবসায়ীরা। অগত্যা নিজেই ক্রেতা হয়ে ইলিশ কিনতে গেলে প্রদীপ রায়ের সহকারী মোহাম্মদ হারুন মাছ ধরে ধরে দেখালেন। পরে দেড় কেজি ওজনের ইলিশ একদাম দুই হাজার টাকা কেজি পড়বে বলে জানালেন তিনি। সোয়া কেজির দাম পড়বে ১ হাজার ৮০০ আর এক কেজির ইলিশ একদাম ১ হাজার ৬০০ টাকা করে।

ভারতে রপ্তানি বেশি দামে

সরকারের পক্ষ থেকে প্রতি কেজি ইলিশের রপ্তানিমূল্য ১০ ডলার (প্রায় ১ হাজার ২০০ টাকা) বেঁধে দেওয়া হলেও বাংলাদেশের চেয়ে বেশি দামেই ভারতে ইলিশ রপ্তানি চলছে। কারওয়ান বাজার মৎস্য ব্যবসায়ী সমিতির শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে কথা বলে এমন তথ্য জানা গেছে। ব্যবসায়ীরা বলছেন, রপ্তানি হচ্ছে প্রতি কেজি ১৫ থেকে ২০ ডলার করে; বাংলাদেশি টাকায় যা ১ হাজার ৮০০ থেকে ২ হাজার ৪০০ টাকা।

'তাহলে সরকার যে ১০ ডলার দাম বেঁধে দিয়েছে?'—প্রশ্ন তুললে নাম প্রকাশ না করার শর্তে কারওয়ান বাজারের একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী বললেন, 'যাঁরা ভারতে মাছ রপ্তানি করছেন, তাঁদের সঙ্গে ভারতের ব্যবসায়ীদের সরাসরি যোগাযোগ হচ্ছে। তাঁরা তাঁদের বোঝাপড়া করা দামেই বেচাকেনা করছেন; কিন্তু খাতা-কলমে ১০ ডলার করেই দেখানো হচ্ছে। এই লেনদেন তো আর সরকারের পক্ষ থেকে তদারকি করা হচ্ছে না।'

দাদনের সমাধান কী

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী শিহাব উদ্দিন খান বলেন, কৃষি বিপণন আইনের আওতায় ইলিশের একটা যৌক্তিক দাম নির্ধারণ করতে পারে অধিদপ্তর। তাঁর মতে, যেহেতু ইলিশ উৎপাদন হয় প্রাকৃতিকভাবে এবং এর উৎপাদনে কোনো খরচ নেই; তাই ইলিশ সংগ্রহ বা আহরণের ক্ষেত্রে যে খরচ হয়, সেটা বিবেচনায় নিয়ে এই দাম নির্ধারণ করা যায়।

তবে সবার আগে জেলেদের দাদনের জাল থেকে বের করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন ইলিশ গবেষক আনিসুর রহমান। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের এই সাবেক প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা *প্রথম আলোকে* বলেন, 'দাদনের এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ইলিশ আসলে কঠিন একটা চক্রে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে আছে। দাদনের চক্র নিয়ে গবেষণা হওয়া এবং এই চক্রকে ধরা দরকার।'

জেলেদের এ অবস্থা থেকে বের করে আনতে পারলে এ প্রথা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত করা সম্ভব বলে জানান আনিসুর রহমান। তিনি বলেন, প্রয়োজনে স্বল্প সুদে ঋণ দিয়ে, অনুদান দিয়ে সরকারিভাবে জেলেদের উদ্ধার করতে হবে। জেলেরা অভাবগ্রস্ত থাকেন বলেই দাদনদারেরা সুযোগটা নেন। জেলেরা যদি সংসার চালানোর মতো সংস্থান করতে পারতেন, তাহলে তাঁরা এই চক্রের মধ্যে পড়তেন না।

[ইলিশ নিয়ে তিন পর্বের অনুসন্ধানের শেষ পর্ব]

জামায়াতের আমির বললেন

আ.লীগের তৈরি আইনেই তাদের বিচার করতে হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

পতিত আওয়ামী লীগের দীর্ঘ শাসনে যেসব কালাকানুন ও আইন তৈরি করা হয়েছিল, সেই আইন দিয়েই তাদের (আওয়ামী লীগের) বিচার চেয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান। তিনি ছাত্র-জনতার আন্দোলনে গণহত্যার বিচারের বিষয়ে আরও বলেন, 'যত দ্রুত সম্ভব ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে ওদের (আওয়ামী লীগের) সঠিক পাওনা বুঝে দিতে হবে।'

গতকাল রোববার আগারগাঁওয়ে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত জামায়াতের রুকন (সদস্য) সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।

জামায়াতের আমির বলেন, 'আমরা অবিচার জুলুম কারও ওপর চাই না। তারা (আওয়ামী লীগ) দীর্ঘদিন যেসব কালাকানুন আইন তৈরি করেছিল, তাই দিয়ে তাদের বিচার হতে হবে। আমরা বারবার বলে আসছি... তারা বলত আইন সবার জন্য সমান আর বিচার বিভাগ স্বাধীন। সেই সমান আইনে সমান বেনিফিট পাওয়ার অধিকার আওয়ামী লীগের আছে। তারা যেন তাদের সঠিক পাওনাটা পায়। পাওনা থেকে যাতে তাদের বঞ্চিত করা না হয়।'

আওয়ামী লীগের নাম আর মুখে নিতে চান না শফিকুর রহমান। তিনি বলেন, 'এখন তাদের নাম কেউ সাহস করে নেয় না। তাদের দল যাঁরা করেন, তাঁরাও তাঁদের দলের নাম নিতে চান না। আমরা মজলুম জনগণ তাদের নাম নেব কেন?'

শোক

মো. তাজুল ইসলাম

ভাষাসৈনিক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. তাজুল ইসলাম শিকারপুরি (৯৩) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। গত শনিবার রাতে কুমিল্লা নগরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি স্ত্রী, আট ছেলে, তিন মেয়েসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। গতকাল রোববার বেলা তিনটায় লালমাইয়ের হাজতখোলা উচ্চবিদ্যালয় মাঠে প্রথম জানাজা এবং বিকেল পাঁচটায় শিকারপুর সেকান্দর আলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে দ্বিতীয় জানাজা শেষে তাঁকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। তাজুল ইসলাম ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। **সংবাদদাতা**, *কুমিল্লা*

তাহেরের 'সাম্রাজ্যে'র নতুন অধিপতি ছিলেন ছেলে টিপু

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক রুহুল আমিন। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, 'তাদের যে এত ক্ষমতা, তার মূলে ছিলেন লক্ষ্মীপুর পৌরসভার সাবেক মেয়র প্রয়াত আবু তাহের। তাহের মারা যাওয়ার পর তাঁরা ঘিরে ছিলেন, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) নুর উদ্দিন চৌধুরীকে। তিনি (নুর উদ্দিন) সালাহ উদ্দিনের মামাতো বোনের স্বামী।

দলীয় সূত্র জানায়, ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর আবু তাহের জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হন। এরপর বিভিন্ন সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ও বিএনপি নেতা নুরুল ইসলাম হত্যার ঘটনায় আলোচনায় আসেন। ২০০১ সালের নির্বাচনে ক্ষমতার পরিবর্তনের পর তাহের, তাঁর স্ত্রী, এক ছেলে খুনসহ বিভিন্ন মামলায় কারাগারে ছিলেন। পরে জামিনে মুক্তি পান। ২০০৭-০৮ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে তাঁরা পলাতক ছিলেন। ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর তাহের পরিবার লক্ষ্মীপুরে ফিরে আসে। তাহের আওয়ামী লীগের সমর্থনে লক্ষ্মীপুর পৌর মেয়র নির্বাচিত হন।

বর্তমানে সৌদি আরবে অবস্থান করছেন বলে দাবি করেছেন এ কে এম সালাহ উদ্দিন। গত শনিবার মেসেঞ্জারে তিনি বলেন, 'ছাত্রদের ওপর আমি গুলি করিনি। গুলি করেছি ওপরের দিকে। আত্মরক্ষার্থে ও পরিবার-পরিজনকে হেফাজতের জন্য গুলি করেছি। রাজনৈতিকভাবে আমি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাচ্ছি, এ কারণে দলের ভেতরের ও বাইরের লোকজন অপপ্রচার চালাচ্ছে। আমি কোনো অপকর্মে জড়িত ছিলাম না।'

৪ ঘণ্টা আন্দোলনকারীদের ওপর গুলিবর্ষণ

গায়ে বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট। মাথায় হেলমেট। হাতে আগ্নেয়াস্ত্র। এমন সাজে বাড়ির ছাদে অবস্থান নিয়ে গুলি ছুড়ছেন সালাহ উদ্দিন। মাঝেমধ্যে বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে দিকনির্দেশনা দিচ্ছেন নেতা-কর্মীদের। হাসছেন, আবার গুলি ছুড়ছেন। একই ছাদে তাঁর সঙ্গে আরও ২০-২৫ জনের অবস্থান। তাঁদের অনেকের হাতে অস্ত্র। ছাদেই ড্রামের মধ্যে বানানো হচ্ছে শরবত, পান করে আবার গুলি করেন তাঁরা। লক্ষ্মীপুর শহরের সালাহ উদ্দিনের পৈতৃক বাড়ি পিংকি প্লাজা থেকে গত ৪ আগস্ট এভাবেই টানা চার ঘণ্টা আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতার ওপর গুলি করা হয়। এর আগে আন্দোলনকারীদের ধাওয়ায় নেতা-কর্মীদের নিয়ে বাড়ির ছাদে অবস্থান নেন সালাহ উদ্দিন। এরপর বেলা ১১টা থেকে কিছুক্ষণ পরপর সড়কে অবস্থান করা শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য করে গুলি করে সালাহ উদ্দিনসহ তাঁর বাহিনী। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন ঘিরে ওই দিন সংঘর্ষে পুরো লক্ষ্মীপুর শহর রণক্ষেত্রে পরিণত হয়।

ওই দিন বিকেল সাড়ে চারটার দিকে আন্দোলনকারীরা সালাহ উদ্দিনের চারতলা বাসভবন ও পাঁচতলা আরেকটি ভবনে আগুন লাগিয়ে দেয়। সারা দিনে নিহত হন চার শিক্ষার্থীসহ ১২ জন। যার মধ্যে যুবলীগ ও আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরাও ছিলেন। ওই ঘটনায় নিহত শিক্ষার্থী সাদ আল আফনান ও সাব্বির হোসেন হত্যা মামলায় সালাহ উদ্দিনকে প্রধান আসামি করা হয়েছে।

ওই দিনের ঘটনায় গুলিবিদ্ধ মো. রবিন ও হারুনুর রশিদ *প্রথম আলোকে* বলেন, সালাহ উদ্দিনের অনবরত গুলির কারণে সেদিন হাসপাতালে এক ভয়াবহ চিত্র ছিল। সারি সারি গুলিবিদ্ধ শিক্ষার্থী। শত শত মানুষের জটলা, চিৎকার। কারও হাতে, কারও পায়ে, কারও কোমরে, কারও পিঠে গুলির চিহ্ন। পুরো হাসপাতালের কোথাও ঠাঁই ছিল না।

জেলা প্রশাসনের জেএম শাখার তথ্যমতে, ২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারি থেকে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট পর্যন্ত জেলা প্রশাসন ব্যক্তিমালিকানা আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স ইস্যু করে ৩৫টি। আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর এসব অস্ত্রের লাইসেন্স বাতিল করা হলে জেলার বিভিন্ন থানায় ৩৪টি আগ্নেয়াস্ত্র জমা পড়ে। শুধু এ কে এম সালাহ উদ্দিনের নামে থাকা অস্ত্রটি জমা পড়েনি।

নিহত শিক্ষার্থী সাদ আল আফনানের মামা ষাটোর্ধ্ব হারুনুর রশিদ *প্রথম আলোকে* বলেন, 'সালাহ উদ্দিন বাহিনী গুলি করে আমার একমাত্র ভাগিনাটাকে মেরে ফেলেছে। জোয়ান ছেলেডারে এইভাবে কবর দিতে হবে, জীবনে ভাবতেও পারিনি।'

লক্ষ্মীপুর সদর থানার সদ্য সাবেক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইয়াছিন ফারুক মজুমদার *প্রথম আলোকে* বলেন, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান শিক্ষার্থীদের ওপর গুলি চালিয়ে পরিবেশ উত্তপ্ত করেন সেই দিন। গুলিবর্ষণ ও হত্যার ঘটনা তদন্ত হচ্ছে।

ভোট এলেই কদর বাড়ে

জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচনের সময় এলেই লক্ষ্মীপুরে এ কে এম সালাহ উদ্দিন ও তাঁর বড় ভাই এ এইচ এম আফতাব উদ্দিনের (বিপ্লব) গুরুত্ব বেড়ে যেত। নিজেদের বাহিনী নিয়ে তাঁরা টাকার বিনিময়ে নির্বাচনে প্রভাব বিস্তার, কেন্দ্র দখল, ব্যালটে সিল মারার কাজ করে দিতেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

একাদশ জাতীয় নির্বাচনে লক্ষ্মীপুর থেকে নির্বাচিত একজন সংসদ সদস্যের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় *প্রথম আলোকে* বলেন, নির্বাচনে বিএনপির প্রার্থী ছিল। এ কারণে আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থী ঝুঁকিতে ছিলেন। ভোটের এক দিন আগে ওই প্রার্থী কেন্দ্রে প্রভাব বিস্তার ও ব্যালট পেপারে সিল মারার জন্য সালাহ উদ্দিনের সঙ্গে সমঝোতা করেন। এ জন্য তাঁকে নগদ তিন কোটি টাকা দিয়েছেন। এরপর সালাহ উদ্দিন তাঁর বাহিনী নিয়ে রাতেই অনেক কেন্দ্রে ঢুকে ব্যালটে সিল মেরে রাখেন। নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার পর আরও টাকা দিতে হয়েছে।

আওয়ামী লীগ সমর্থিত সাবেক দুজন মেয়র ও দুজন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা হয় *প্রথম আলোর*। নাম প্রকাশ না করার শর্তে তাঁরা বলেন, নির্বাচনের দিনের জন্য তাঁরা সালাহ উদ্দিন বাহিনীর শরণাপন্ন হয়েছেন। মোটা অঙ্কের টাকা দিয়েছেন। এই বাহিনী পক্ষে থাকলে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়তেন। এতে বিজয় মোটামুটি নিশ্চিত ছিল।

গত ২৮ এপ্রিল সদর উপজেলার তেওয়ারীগঞ্জ ইউপির নির্বাচন ছিল। ১৮ এপ্রিল আফতাব উদ্দিন প্রভাব বিস্তারের জন্য ওই ইউনিয়নে যান। তবে চেয়ারম্যান প্রার্থী ওমর ফারুক ইবনে হুছাঈনের নির্বাচনের প্রচারণা চালাতে গিয়ে জনরোষে পড়েন। রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে প্রাণভিক্ষা পাওয়া ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি আফতাব উদ্দিন তেওয়ারীগঞ্জ বাজারে দেওয়া বক্তব্যে বলেন, 'কেউ ভয় পাবেন না। ধৈর্য ধরেন। আমার চেয়ে খারাপ লোক এ জেলাতে হয় নাই, হবেও না।'

বিএনপির নেতা নুরুল ইসলাম হত্যা মামলায় ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি ছিলেন আফতাব উদ্দিন। ২০১৬ সালের ১৪ জুলাই এই দণ্ড মওকুফ করেন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি মো. জিল্লুর রহমান। পরের বছর আরও দুটি হত্যা মামলায় (কামাল ও মহসিন হত্যা) আফতাবের যাবজ্জীবন সাজা কমিয়ে ১০ বছর করেন রাষ্ট্রপতি। এরপর রাজনৈতিক বিবেচনায় ২০১২ সালে ফিরোজ হত্যা মামলা থেকেও তাঁর নাম প্রত্যাহার করা হয়।

'তাহের স্টাইলে' নির্বাচন

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর লক্ষ্মীপুর সরকারি কলেজ ছাত্র সংসদের সহসভাপতি (ভিপি) হন এ কে এম সালাহ উদ্দিন। তখন তাঁর বাবা আবু তাহের জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ২০০১ সালে জেলা ছাত্রলীগের সভাপতিও হন সালাহ উদ্দিন। ২০১৪ সালে সদর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়নে চেয়ারম্যান প্রার্থী হন সালাহ উদ্দিন। নির্বাচনে জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক প্রচার সম্পাদক মহিউদ্দিন বকুল বিদ্রোহী প্রার্থী হন। অনুরোধ, জোর খাটানো, হুমকি, তদবির ও অর্থ ব্যয় করে জেলা যুবলীগের তৎকালীন যুগ্ম আহ্বায়ক সালাহ উদ্দিন নির্বাচনী বৈতরণি পার হন বলে অভিযোগ রয়েছে।

ওই নির্বাচনের বিষয়ে মহিউদ্দিন বকুল আক্ষেপ করে *প্রথম আলোকে* বলেন, ওই সময় সালাহ উদ্দিনকে বিজয়ী করে আনতে মরিয়া ছিলেন আবু তাহের। সে জন্য 'তাহের স্টাইলে' সবই করছেন তিনি। সালাহ উদ্দিন ও তাহেরের সন্ত্রাসী বাহিনী র‍্যাবের সহযোগিতায় সারা রাত তাঁর বাড়ি ঘেরাও করে রাখে। বাড়ি থেকে বের হতে দেয়নি। এ সুযোগে রাতেই ব্যালটে সিল মেরে বাক্স ভর্তি করে তাঁর বাহিনী। মহিউদ্দিন বকুল বলেন, 'বাসার ভেতরে ঢুকে সন্ত্রাসীরা রাইফেল দিয়ে আমার বুক ও শরীরে অসংখ্য আঘাত করে। এতে ওই সময় লিভার প্রচণ্ডভাবে জখম হয়। এর পর থেকেই অসুস্থ জীবন যাপন করছি।'

২০১৮ সালের উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ থেকে মনোনয়ন দেওয়া হয় আবুল কাশেম চৌধুরীকে। এবার বিদ্রোহী প্রার্থী হয়ে মাঠে

বিক্ষোভকারী ছাত্র-জনতাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ছেন সালাহ উদ্দিন টিপু (হেলমেট পরা)। গত ৪ আগস্ট লক্ষ্মীপুর শহরে তাঁর বাড়ির ছাদে। ছবি : ভিডিও থেকে

নামেন সালাহ উদ্দিন। আবুল কাশেম চৌধুরী বলেন, ভোটের আগে কয়েকটি এলাকায় সশস্ত্র মহড়া দিয়েছেন তাহের বাহিনীর সদস্যরা। এই মহড়া আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দেখেছে। তবে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তাঁদের হুমকির মুখে দলের অনেক কর্মী এলাকা ছেড়ে গেছেন। 'তাহের স্টাইলে' নির্বাচন হয়েছে।

আবুল কাশেম চৌধুরী বলেন, 'সেসব নিয়ে আর কথা বলতে চাই না। আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিয়েছি বিচার। সালাহ উদ্দিনের কারণেই এখন আওয়ামী লীগের হাজার হাজার নেতা-কর্মী এলাকাছাড়া।'

চলতি বছরে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে সালাহ উদ্দিনের বিপক্ষে মাঠে কোনো শক্তিশালী প্রার্থীই ছিলেন না। ঢিলেঢালা ওই নির্বাচনে তিনি প্রায় ৭০ হাজার ভোট পান। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী রহমত উল্যাহর ভোটের সংখ্যা ছিল ৬ হাজার ৩৯৭।

প্রভাব খাটিয়ে জমি দখল

প্রভাব খাটিয়ে ও ভয়ভীতি দেখিয়ে কখনো নামমাত্র মূল্যে, আবার কখনো গায়ের জোরে সালাহ উদ্দিন পরিবার বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের ১৬ বছরে অনেক জমি দখল করে বলে অভিযোগ রয়েছে। টেবিলের ওপর অস্ত্র রেখে জমি লিখে নেওয়ার অভিযোগও পাওয়া গেছে। এসব ঘটনায় ভুক্তভোগীরা মামলা করার সাহস পাননি।

লক্ষ্মীপুর পৌর এলাকার ইটের পোল এলাকায় একটি বাগানবাড়ি করে তাহের পরিবার। ২০৮ শতাংশ জমির ওপরের বাগানবাড়িতে সাতটি হরিণ, ময়ূরসহ বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী ছিল। তাদের রাখার জন্য ছিল পাঁচটি শেড। তাহেরের তিন ছেলে সালাহ উদ্দিন, আফতাব উদ্দিন ও আবু শাহাদাত মো. শিবলু সেই বাগানবাড়িতে মাঝেমধ্যে গিয়ে সময় কাটাতেন। গত ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনার পতনের পর বাগানবাড়িটি তছনছ করে দেন স্থানীয় লোকজন। হরিণ, ময়ূরসহ প্রাণীগুলো লুট করা হয়। শেডগুলো ভেঙে ফেলে।

ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে সালাহ উদ্দিন পরিবার ২০৮ শতক জমি দেয়াল দিয়ে দখলে নিয়ে বাগানবাড়ি গড়েছে বলে অভিযোগ করেছেন ওই এলাকার বাসিন্দা হাবিবুর রহমান। তিনি জানান, ১০০ বছর আগে তাঁর দাদা মনসুর আলী ভূঁইয়া ক্রয়সূত্রে ওই জমির মালিক হন। ১০ বছর আগে আবু তাহের তাঁদের পাশে এক ব্যক্তির কাছ থেকে অল্প কিছু জমি কেনেন। এরপর তাঁদের জমিগুলো দখলের পাঁয়তারা করেন। একপর্যায়ে দখল করে নেন। ওই সময় সালাহ উদ্দিন তাঁর বাহিনী দিয়ে তাঁকে কার্যালয়ে তুলে নিয়ে যান। টেবিলের ওপরে অস্ত্র রেখে জমি লিখে দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করেন। একপর্যায়ে গুলি করে হত্যার হুমকি দেন।

স্থানীয় একজন চায়ের দোকানদার বলেন, ইটের পোল এলাকায় প্রতি শতক জমির দাম ৭ থেকে ১০ লাখ টাকা। সেই হিসাবে কয়েক কোটি টাকা জমি দখল করে বাগানবাড়ি গড়েছেন। এই বাগানবাড়িতে চিড়িয়াখানা করার পরিকল্পনা ছিল সালাহ উদ্দিনের পরিবারের।

মটবি দরবার শরিফের এলাকায় (মজুচৌধুরী হাটের কাছে) রিসাইকেল পার্ক করে তাহের পরিবার। প্রায় ২৫০ শতক জমিতে এটি করা হয়। তাহেরের ছোট ছেলে আবু শাহাদাত মো. শিবলু এটির পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন।

স্থানীয় বাসিন্দা ও আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নেতা-কর্মীরা বলছেন, সালাহ উদ্দিনের পরিবার এখানকার জমি স্থানীয়দের কাছ থেকে অনেকটা জোর করে নিয়েছে। কেউ কেউ নামমাত্র মূল্য পেয়েছেন, আবার কেউ কেউ সেটাও পাননি। প্রচার আছে, সুসজ্জিত পার্ক নির্মাণে কয়েক কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে।

দলীয় নেতা-কর্মী, পুলিশের ওপরও হামলা

২০১৭ সালের ২৩ নভেম্বর জেলা যুবলীগের সম্মেলনে সালাহ উদ্দিন সভাপতি ও আবদুল্লাহ আল নোমান সাধারণ সম্পাদক হন। তবে তাঁরা চার বছরেও পূর্ণাঙ্গ জেলা কমিটি করতে পারেননি। দুই নেতার কমিটি দিয়ে যুবলীগ চালানোর বিষয়ে দলের ভেতরে ক্ষোভ থাকলেও কেউ মুখ খোলার সাহস পাননি। এমন অবস্থায় ২০২১ সালের ২১ সেপ্টেম্বর জেলা যুবলীগের বর্ধিত সভা ডাকা হয়। সভায় যোগ দিতে আসা কেন্দ্রীয় নেতাদের স্বাগত জানাতে রামগঞ্জ-লক্ষ্মীপুর সড়কের পাশে দাঁড়ান পদপ্রত্যাশী নেতা-কর্মীরা। সেখানে সালাহ উদ্দিনের নেতৃত্বে হামলা চালানো হয়। হামলায় জেলা যুবলীগের সম্ভাব্য সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী ও জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ নুরুল আজিমসহ ১০ নেতা-কর্মী আহত হন। ওই ঘটনার জের ধরে জেলা যুবলীগের কমিটি বিলুপ্ত করে কেন্দ্রীয় কমিটি।

ঘটনার পর সৈয়দ নুরুল আজিম *প্রথম আলোকে* বলেছিলেন, পরিকল্পিতভাবে তাঁদের ওপর হামলা হয়েছে। সালাহ উদ্দিনের নেতৃত্বে ১০-১৫ জন মোটরসাইকেলে এসে এ হামলা চালান।

সালাহ উদ্দিনের নেতৃত্বে পুলিশের ওপর হামলা চালানোর অভিযোগও রয়েছে। ২০১৯ সালের ৩ জানুয়ারি সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন যুবলীগের স্থানীয় কর্মী দেলোয়ার হোসেনের ওপর হামলা করেন সালাহ উদ্দিন ও তাঁর লোকজন। বাধা দিলে তাঁরা পুলিশের ওপর হামলা চালান। একপর্যায়ে পুলিশ ও যুবলীগের নেতা-কর্মীদের মধ্যে এই সংঘর্ষ হয়। এতে পুলিশের ৪ সদস্যসহ অন্তত ১০ জন আহত হন।

আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর জেলা যুবলীগের নেতা-কর্মীরা আত্মগোপনে চলে যান। বর্তমানে মালয়েশিয়া ও দুবাইয়ে অবস্থান করছেন, এমন দুজন হোয়াটসঅ্যাপে *প্রথম আলোকে* বলেন, সালাহ উদ্দিনের দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ হতে চাইলে তাঁকে 'তাহের স্টাইলে' কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি পড়তে হতো। নানাভাবে হেস্তনেস্ত করা হতো।

লাখপতি থেকে কোটিপতি

২০১৪ সালের উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের আগে জমা দেওয়া হলফনামায় সালাহ উদ্দিন তাঁর বার্ষিক আয় দেখিয়েছিলেন ৩ লাখ ৭০ হাজার টাকা। ২০২৪ সালের ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে এসে তিনি বার্ষিক আয় দেখিয়েছেন ১৫ লাখ ৭০ হাজার টাকা। এর মধ্যে কেবল বাড়ি, অ্যাপার্টমেন্ট বা দোকানভাড়া দিয়েই তিনি বছরে ৮ লাখ ৫৫ হাজার টাকা আয় করতেন। ব্যবসা থেকে আয় ছিল ১ লাখ ৭৫ হাজার টাকা।

২০১৪ সালে সালাহ উদ্দিন অস্থাবর সম্পদ দেখিয়েছিলেন প্রায় ৩৬ লাখ টাকা। ২০২৪ সালে এসে তাঁর সম্পদের আর্থিক মূল্য দেখিয়েছেন প্রায় তিন কোটি টাকা। যদিও আগে যৌথ মালিকানার চারতলা একটি দালান ছাড়া কোনো স্থাবর সম্পদ ছিল না তাঁর।

চলতি বছরের (২০২৪ সালের) হলফনামা অনুযায়ী, সালাহ উদ্দিনের অস্থাবর সম্পদের পরিমাণ ১ কোটি ২০ লাখ টাকার বেশি। এর মধ্যে নগদ টাকা ও বিভিন্ন স্থানে বিনিয়োগের পরিমাণ ২৫ লাখ ১০ হাজার টাকা। আগে কোনো স্থাবর সম্পদ না থাকলেও ২০২৪ সালে এসে তিনি ১ কোটি ৭২ লাখ টাকার স্থাবর সম্পদ দেখিয়েছেন। এর মধ্যে ১২ দশমিক ৭৫ শতক অকৃষজমি দেখিয়েছেন। যার অর্জনকালীন মূল্য ৭১ লাখ ১৫ হাজার টাকা। লক্ষ্মীপুর নিউমার্কেটে ও পৌর আধুনিক বিপণিবিতানে দোকান নিয়েছেন ৯ লাখ টাকায়। পিংকি প্লাজা নির্মাণে কয়েক দফায় বিনিয়োগ দেখিয়েছেন ২৩ লাখ ১১ হাজার টাকা। দুই শতক ও ২ দশমিক ৭৫ শতক জমিতে দুটি ভবন নির্মাণের খরচ দেখিয়েছেন ৬৩ লাখ ৮২ হাজার টাকা। শিল্পী কলোনিতে বাড়ি নির্মাণে ব্যয় দেখিয়েছেন ৭৬ লাখ ৫০ হাজার টাকা। ঢাকায় ৪৫৬ বর্গফুটের ফ্ল্যাটের মূল্য দেখিয়েছেন ১০ লাখ ৫৭ হাজার টাকা।

স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, এসবের বাইরেও সম্পদ রয়েছে সালাহ উদ্দিনের। ঢাকার বিভিন্ন স্থানে জমি, অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে তাঁর। তিনি সম্পদের একটি অংশ করেছেন স্ত্রী, কন্যা ও বেনামে।

লক্ষ্মীপুর সচেতন নাগরিক কমিটির (সনাক) সভাপতি জেড এম ফারুকী বলেন, সালাহ উদ্দিনের দৃশ্যমান কোনো ব্যবসা নেই। কিন্তু সম্পদ বেড়েই চলেছে। তাঁদের অনিয়ম ও দুর্নীতিগুলোর বিরুদ্ধে অনুসন্ধান হওয়া উচিত।

রাষ্ট্র সংস্কারের ভাবনায় নারী কেন উপেক্ষিত

নারী অধিকার

ছাত্র-জনতার এবারের অভ্যুত্থানে নারীদের বিপুল অংশগ্রহণ নারীর রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের আন্দোলনের ধারাবাহিকতা হিসেবে দেখা যায়। গণ-অভ্যুত্থানের পর নারীর প্রতি বিরাজমান সব বৈষম্য দূর করার বিষয়টি রাষ্ট্র সংস্কারের এজেন্ডায় কীভাবে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে, তা নিয়ে লিখেছেন **ফারহানা হাফিজ, শাম্মিন সুলতানা, জ্যোতির্ময় বড়ুয়া** ও **সাবিনা পারভীন**

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের দীর্ঘ সাড়ে ১৫ বছরের শাসনের অবসান ঘটেছে। সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবি থেকে সৃষ্ট 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন' অল্প সময়ের মধ্যে বৈষম্য আর নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রতিকৃতি হয়ে উঠেছিল। পরিণত হয়েছিল সরকার পতনের এক দফা দাবিতে। দেশের সরকারি-বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী থেকে শুরু করে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার নারী-পুরুষ, অন্যান্য লিঙ্গপরিচয়ের মানুষ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, বিভিন্ন জাতি-ধর্ম পরিচয়ের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এই আন্দোলনে অনন্য ভূমিকা রেখেছে। বিশেষ করে নারীদের ব্যাপক সাহসী উপস্থিতি নতুন মাত্রা যোগ করেছে এই আন্দোলনে।

অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে দেশকে নতুন করে ঢেলে সাজানোর জন্য সবচেয়ে জরুরি যে বিষয়টি আলোচনায় এসেছে, তা হলো 'সংস্কার'। পাশাপাশি আরও একটি বিষয় খুব আলোচনা হচ্ছে, তা হলো অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজব্যবস্থা। কিন্তু ৫ আগস্ট-পরবর্তী সময়ে আমরা দেখছি, বেশির ভাগ উদ্যোগ ও আলোচনা থেকে নারী এবং আন্দোলনের নারী সমন্বয়কেরা যেন ক্রমশই হারিয়ে যাচ্ছেন। তাহলে প্রশ্ন জাগে, রাষ্ট্র সংস্কারের আলাপ পারবে কি রাষ্ট্রীয় বন্দোবস্ত ও সুযোগ-সুবিধা বণ্টনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫১ শতাংশ নারীর হিস্যা ও অংশীদারত্বের বিষয়টি সমস্বরে উচ্চারণ করতে? পারবে কি নারীর অধিকার অর্জনের ক্ষেত্রে অমীমাংসিত বিষয়গুলোকে সংস্কারের দাবির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে?

সংবিধান ও পারিবারিক আইনে নারীর সম-অধিকার

রাষ্ট্র সংস্কারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি আলোচনা হচ্ছে সংবিধান সংস্কার নিয়ে। ইতিমধ্যে সংবিধান সংস্কার কমিশনও গঠন করা হয়েছে। বাংলাদেশের ১৯৭২ সালের সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে—যেমন ১৯ (১), ১৯ (৩), ২৮ (১) ও ২৮ (২)-এ সর্বজনীন নীতির অধীনে নারীর সমতা এবং সব ক্ষেত্রে সমান অংশগ্রহণের বিষয়টি বিস্তৃত এবং সুরক্ষিত। কিন্তু জটিলতা হলো সংবিধান রাষ্ট্রীয় ও জনজীবনের সব ক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে নারীর সমান অবস্থানের কথা বললেও পারিবারিক আইনের সঙ্গে শরিয়াহ বা ধর্মীয় আইনকেও স্বীকৃতি দেয়। এটা নারীদের জন্য অসম এবং ধর্মভেদে ভিন্নও।

যেমন মুসলিম নারীর জীবনের চারটি বিশেষ দিক—বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, সন্তানের অভিভাবকত্ব ও হেফাজত এবং উত্তরাধিকার পারিবারিক আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এখানে নারীরা পুরুষের সমান অধিকার ভোগ করতে পারে না। আবার এক ধর্মের সঙ্গে আরেক ধর্মের ভিন্নতা রয়েছে। তাহলে প্রশ্ন উঠছে, পারিবারিক আইনের এই বৈষম্যমূলক বিধান সংবিধানের ২৮ (১)-এ উল্লিখিত 'রাষ্ট্র শুধুমাত্র ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, লিঙ্গভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করবে না'-এর সঙ্গে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক নয় কি?

বাংলাদেশ ১৯৮৪ সালে বৈশ্বিক সনদ 'নারীর বিরুদ্ধে সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ (সিডও)' অনুমোদন করলেও এখন পর্যন্ত এর ২ এবং ১৬.১ (গ) ধারার ওপর সংরক্ষণ রেখেছে। সিডওর ধারা ২ রাষ্ট্রকে লিঙ্গভিত্তিক অসমতা তৈরি করে এমন যেকোনো আইন, নীতি, বিধান, প্রথা, অভ্যাস পরিবর্তন এবং বাতিল করতে সংবিধানসহ প্রয়োজনীয় আইনগত সংস্কারভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণের এবং ধারা ১৬.১ (গ) বিয়ে এবং বিবাহবিচ্ছেদে সমান অধিকারের কথা বলে। শরিয়াহ আইনের সঙ্গে বিরোধ স্থাপন করে এমন কোনো বিধান করা যাবে না এই যুক্তিতে সিডও সনদের সংরক্ষণ এখনো তুলে নেওয়া হয়নি। তুরস্ক, ইয়েমেন, জর্ডান, লেবানন, তিউনিসিয়া, কুয়েতসহ বেশ কয়েকটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ যদিও কোনো সংরক্ষণ ছাড়াই সিডও অনুমোদন করেছে।

পাশাপাশি দেশের সব ধর্মের সব নাগরিকের জন্য এক ও অভিন্ন ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইন নিশ্চিত করে একটি অভিন্ন পারিবারিক বিধান/আইন (ইউনিফর্ম ফ্যামিলি কোড) প্রণয়ন নারী আন্দোলনের একটি দীর্ঘদিনের দাবি। বৈষম্য বিলোপ আইন প্রণয়নের দাবির মুখে বিগত সরকার একটি খসড়া প্রকাশ করেছিল। তাতে নানা অসংগতি থাকায় বেশ সমালোচনার মধ্যে পড়ে এবং উদ্যোগটি থেমে যায়।

সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্র সব নাগরিকের সমান গণতান্ত্রিক অধিকার বাস্তবায়নে অঙ্গীকারবদ্ধ। সংবিধান সংস্কারের এজেন্ডাতে নারীর সমানাধিকার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়ে পারিবারিক আইনে বৈষম্য সৃষ্টি করে এমন সব বিধান বাতিলের উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত। এ ছাড়া সিডও সনদ থেকে সব সংরক্ষণ তুলে নেওয়ার বিষয়টিও কাম্য।

কোটাবিরোধী আন্দোলন ও অভ্যুত্থানে নারীদের ব্যাপক অংশগ্রহণ ছিল

- অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে দেশকে নতুন করে ঢেলে সাজানোর জন্য সবচেয়ে জরুরি যে বিষয়টি আলোচনায় এসেছে, তা হলো 'সংস্কার'।
- নারীর সমানাধিকার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়ে পারিবারিক আইনে বৈষম্য সৃষ্টি করে এমন সব বিধান বাতিলের উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত।

নারী নির্যাতনের ভয় থেকে প্রতিরোধে উত্তরণ

ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের জেন্ডার গ্যাপ প্রতিবেদন-২০২৪ অনুযায়ী, জেন্ডার সমতা অর্জনের পথে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে। বিভিন্ন জেন্ডার সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান আশা জাগালেও বাংলাদেশের নারী নির্যাতনের চিত্রটি অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিচালিত নারী নির্যাতন জরিপ ২০১৫ প্রতিবেদন অনুযায়ী ৭২ দশমিক ৬ শতাংশ নারী বৈবাহিক জীবনে অন্তত একবার স্বামীর দ্বারা এক বা একাধিক ধরনের নির্যাতনের শিকার হন। বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের হার ৫১ শতাংশ, যা দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সর্বোচ্চ। পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, পাঁচ বছরে ২৭ হাজারের বেশি ধর্ষণ এবং ৬০ হাজারের বেশি নারী নির্যাতনের ঘটনা থানায় রিপোর্ট করা হয়েছে। যদিও ধর্ষণ মামলার সংখ্যা প্রতিবছর বৃদ্ধি পেলেও এর মধ্যে পাঁচ বছরে সাজা হয়েছে কেবল ২৪ জনের (কালের কণ্ঠ, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩)।

২০০৯ সালে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ নারী, মেয়ে ও শিশুদের প্রতি যৌন নির্যাতনকে অপরাধ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে একটি নির্দেশিকা জারি করে, যা প্রতিটি সরকারি-বেসরকারি কর্মস্থল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে নারীর প্রতি যৌন নির্যাতনের বিষয়ে রিপোর্ট করতে নির্দেশনা দেয়। কিন্তু গত ১৫ বছরের বাস্তবতা হচ্ছে, এই নির্দেশনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানা হচ্ছে না।

জুলাই-আগস্টের আন্দোলন-পরবর্তী রাষ্ট্রে যখন সংস্কারের আলাপ এবং অন্তর্ভুক্তির দাবি জোরালোভাবে ধ্বনিত হচ্ছে, সেখানে কি আমরা কোথাও শুনতে পেয়েছি নারীর প্রতি নির্যাতনের মানসিকতা পরিবর্তনের কথা? আমরা বরং কিছু ক্ষেত্রে উল্টোটা দেখেছি। গত ১২ সেপ্টেম্বর কক্সবাজারে তিনজন নারী পর্যটকের ওপর মব দ্বারা নির্যাতন (ঢাকা ট্রিবিউন, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪)। ২১ সেপ্টেম্বর ঢাকায় একজন নারী পর্বতারোহীর ওপর দিনের আলোতে প্রকাশ্যে হামলা ও নির্যাতন (দ্য ডেইলি স্টার, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

৫ আগস্ট-পরবর্তী রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যে রাজনৈতিক প্রশ্ন তৈরি হচ্ছে, সেখানে অবশ্যই সংস্কারের ক্ষেত্রে নারী নির্যাতনের ভীতিকর পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের প্রয়োজনীয় আইনি, প্রশাসনিক ও সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

কর্মক্ষেত্রে নারীবান্ধব কর্মপরিবেশ

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএফএম) অর্থনীতিবিদদের মতে, কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গবৈষম্য দূর করে এবং অর্থনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ানোর মাধ্যমে বাংলাদেশ তার জিডিপি প্রবৃদ্ধি শতকরা ৪০ শতাংশ বাড়াতে পারে (দ্য ডেইলি স্টার, ১৬ জুন ২০২৪)। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিবিএসের তথ্য অনুসারে, বাংলাদেশে ২০০৩-২০১৬ সালের মধ্যে কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ ৯ দশমিক ৫ শতাংশ বেড়ে যায়, যা প্রতিবেশী অঞ্চলগুলোর তুলনায় বেশি।

এ সময় কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ ছিল ৩৬ শতাংশ। ২০২২ সালে সেটি বেড়ে দাঁড়ায় ৪২ দশমিক ৭ শতাংশ। অন্যদিকে অনানুষ্ঠানিক খাতে নারীদের অংশগ্রহণ ৯২ ভাগ, যেখানে শোভন কর্মপরিবেশের কোনো মানদণ্ড এখনো তৈরি করা সম্ভব হয়নি। আর বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী এ দেশে উদ্যোক্তা হিসেবে নারীর অংশগ্রহণ মাত্র ৭ শতাংশ।

পোশাক খাতে নারীর অংশগ্রহণ নিয়ে বাংলাদেশ পৃথিবীর বুকে নারী উন্নয়নের এক উদাহরণ হয়ে উঠেছিল। করোনা-পরবর্তী সময়ে নারীর অংশগ্রহণ সেখানে উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে। কিন্তু কেন এমনটা হলো, তার কারণ এখনো অস্পষ্ট। পরিবর্তিত এই পরিস্থিতিতে কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণের মাত্রা আসলে বর্তমানে ঠিক কত ভাগ, তা জানার জন্য একটি শ্রম জরিপ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে।

সমান কাজে সমান মজুরি নিশ্চিত করা, নারীর জন্য প্রশিক্ষণ, দক্ষতা ও চাকরিতে সমান সুযোগ করে দেওয়া, নারীর প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা রাখা, শ্রম আইন সংস্কার এবং প্রচলিত আইন অনুযায়ী সব অধিকার সুরক্ষা করে নারীর প্রকৃত অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়নকে ত্বরান্বিত করা এখন অত্যন্ত জরুরি। সংবিধান যেখানে নারীকে রাষ্ট্রের সব ক্ষেত্রে সমান অধিকার দিয়েছে, তার পূর্ণ বাস্তবায়ন কেবল আইন প্রণয়ন নয়, সামাজিক পরিবর্তনের এজেন্ডায় আনার চ্যালেঞ্জটি বর্তমান সরকার নেবে কি?

সাম্প্রতিক সময়ে রাস্তাঘাটে স্বাধীনভাবে চলাচলের ক্ষেত্রে নারীকে প্রতিনিয়ত যে পরিমাণ সহিংসতা, হয়রানি এবং অপদস্থতার শিকার হতে হচ্ছে, তার একটি বিরাট প্রভাব নারীর কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণের ওপর পড়বে। এর প্রতিকারের উপায় বের করে শিগগিরই যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার কোনো পরিকল্পনা কি রয়েছে বর্তমান সরকারের সংস্কারের এজেন্ডায়? এ প্রসঙ্গে ২০০৯ সালে গৃহীত কর্মক্ষেত্র ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নারীর প্রতি যৌন হয়রানি প্রতিরোধে হাইকোর্টের নির্দেশিকাটি মাথায় রেখে দ্রুত যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও সুরক্ষায় একটি আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ

গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ ইনডেক্স ২০২৩-এর পলিটিক্যাল এমপাওয়ারমেন্ট সাব-ইনডেক্সে ১৪৬টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল সপ্তম। বাংলাদেশ সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জাতীয় সংসদের ৩৫০টি আসনের মধ্যে ৫০টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত। দীর্ঘদিন ধরে নির্বাচনে নারীর সরাসরি অংশগ্রহণের বিষয়টি আলোচনায় রয়েছে। কিন্তু ৩০০ আসনে যেমন সরাসরি নারীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেখা গেছে কম, তেমনি ৫০টি আসনের জন্য সরাসরি ভোট গ্রহণের ব্যবস্থাও এখন পর্যন্ত করে ওঠা হয়নি। অন্যদিকে স্থানীয় সরকার পর্যায়ে সারা দেশে ৪ হাজার ৪৮০টি ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিটিতে তিনটি সংরক্ষিত নারী আসন রয়েছে। এই স্তরে মাত্র শূন্য দশমিক ৭৯ শতাংশ নারী; ৫ হাজার ৫৪১ জন পুরুষের বিপরীতে মাত্র ৪৪ জন নারী নেতৃত্বের পদে মনোনীত হয়েছিলেন।

বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের মূল লক্ষ্য বাংলাদেশকে বিভিন্ন সংস্কারের মধ্য দিয়ে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন করে দেশের গণতান্ত্রিক পরিবেশকে সমুন্নত এবং পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। সংস্কার আলোচনাগুলোতে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আদেশ আইন (২০০৯) বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোতে নারীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের পরিকল্পনা কী, এটা জানা এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়াটা খুব জরুরি। এই আদেশ অনুযায়ী রাজনৈতিক দলগুলোকে কমিটির কমপক্ষে ৩৩ শতাংশ পদ নারীদের জন্য সংরক্ষিত রাখতে হবে। কিন্তু বর্তমানে কতসংখ্যক নারী কোন দলে আছেন, তার হালনাগাদ কোনো তথ্য নেই।

ছাত্র-জনতার আন্দোলনে নারীদের বিপুল অংশগ্রহণকে আমরা স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী নারীর রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের আন্দোলনের ধারাবাহিকতা হিসেবে দেখি। কিন্তু যে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে জনজীবনের সব ক্ষেত্রে আমরা নারীদের অংশগ্রহণ দেখেছি, একইভাবে কি আমরা নারী 'প্রতিনিধিত্ব' নিশ্চিত করতে পেরেছি? আমাদের রাজনৈতিক জীবনে আমরা কি কেবল নারীদের আপৎকালীন 'অংশগ্রহণকারী' হিসেবেই দেখব, নাকি তাঁকে দেশ গঠনের কাজে 'সমান অংশীদার' ও 'প্রতিনিধি' হিসেবে দেখব—এটা এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়।

গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে নারীর আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নের পূর্ণ বাস্তবায়ন করে তাঁর সমান অধিকার নিশ্চিত করার জন্য আমরা কি পূর্ণভাবে প্রস্তুত? আমরা আশাবাদী হতে চাই আর তাই আমরা মনে করি, সর্বস্তরে নারীদের অংশগ্রহণ এবং কণ্ঠস্বর নিশ্চিত করতে চলমান সংস্কারব্যবস্থায় শিগগিরই একটি 'নারী অধিকার কমিশন' গঠন করা উচিত। এর মাধ্যমে দেশের সর্বস্তরের নারীদের কাছ থেকে দেশ গঠনে তাঁদের মতামত নেবে এবং একই সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোকে নারীর প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে উদ্বুদ্ধ করবে।

● **ফারহানা হাফিজ, শাম্মিন সুলতানা** ও **সাবিনা পারভীন** : জেন্ডার বিশ্লেষক
জ্যোতির্ময় বড়ুয়া : সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী

শিশুর বিছানায় প্রস্রাব

ভালো থাকুন

ডা. এ টি এম রফিক উজ্জ্বল, *শিশুরোগ বিভাগ, হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট হাসপাতাল, মগবাজার, ঢাকা*

পাঁচ বছর বয়সী শিশুদের ৮ শতাংশ আর ১০ বছর বয়সী শিশুদের ১ দশমিক ৫ শতাংশ সপ্তাহে অন্তত দুদিন বিছানায় প্রস্রাব করে ফেলে। মেয়েদের চেয়ে ছেলেশিশু এ সমস্যায় বেশি ভোগে। এসব শিশুর মূত্রথলির স্ফিংটার অপরিপক্ব থাকে। এ ছাড়া টয়লেটের যথাযথ অভ্যাস গড়ে না ওঠা এবং বংশগত কারণেও এ সমস্যা হতে পারে।

প্রস্রাবের সংক্রমণ, অতিরিক্ত শাসন ও অতি মানসিক চাপে থাকা শিশুদের এ সমস্যা বেশি হয়। কোষ্ঠকাঠিন্যের কারণেও মূত্রথলিতে অতিরিক্ত চাপ পড়ে এবং বিছানায় প্রস্রাবের সমস্যা দেখা দিতে পারে। ডায়াবেটিস ও মানসিক প্রতিবন্ধিতা থেকেও হতে পারে এটি।

কিছু শিশু দিনেও বিছানায় প্রস্রাব করে ফেলে। বিষয়টি সহজভাবে নেওয়া যাবে না। এর পেছনের কারণ, যেমন প্রস্রাবের থলির স্নায়ু অসংবেদনশীলতা, জন্মগত কোনো ত্রুটি, যৌন অপব্যবহারের শিকার কি না ইত্যাদি অনুসন্ধান করতে হবে। আবার স্বাভাবিক কারণেও প্রস্রাবের অতি বেগে শিশু বিছানায় প্রস্রাব করে ফেলতে পারে।

চিকিৎসা ও প্রতিকার

বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে প্রতিবছর শতকরা পাঁচটি শিশু এ সমস্যা থেকে এমনিতে সেরে ওঠে। প্রথমে শিশু ও তার মা-বাবার মধ্যে সমস্যাটি সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে। এ সমস্যায় শিশুকে কিছুতেই শাস্তি দেওয়া বা বকাবকি করা যাবে না। এ ছাড়া নিম্নোক্ত বিষয়গুলোতে নজর দেওয়া জরুরি :

- বিছানায় প্রস্রাবের পর তা শুকিয়ে গোছগাছ করে রাখলে শিশুর প্রশংসা করুন, আদর করুন। এতে তার মধ্যে দায়িত্ববোধ তৈরি হবে এবং ধীরে ধীরে সে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় সফল হবে।
- 'নিউরেটিক অ্যালার্ম' ব্যবহার করা যেতে পারে। এই অ্যালার্মের সেন্সর শিশুর প্যান্টের ভেতর দেওয়া থাকবে। ফলে ভিজলেই সেটা বেজে উঠবে আর তার ঘুম ভেঙে যাবে এবং বাথরুমে চলে যাবে।
- এ সমস্যায় কিছু ওষুধ থাকলেও তা কম কার্যকর। অন্য কোথাও বেড়াতে গেলে কিছুদিনের জন্য চিকিৎসকের পরামর্শে এ ধরনের ওষুধ ব্যবহার করা যায়।

বিছানায় প্রস্রাব করা জটিল সমস্যা নয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আপনা-আপনি সেরে যায়। প্রয়োজন যথাযথ টয়লেট ব্যবহারের অভ্যাস করা ও শিশুকে মানসিক চাপমুক্ত রাখা। অতিরিক্ত বা একেবারে কম পানি পান—দুটিই ক্ষতিকর। তবে একটা বয়সের পরও হতে থাকলে একজন শিশুরোগবিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া ভালো।

» **আগামীকাল পড়ুন** : গর্ভাবস্থার প্রাথমিক লক্ষণ

খাবারের জন্য নারীকে ঘরছাড়া করল রাকুন

বিচিত্র

স্কাই নিউজ

দখলদার কিংবা দুর্বৃত্তদের দৌরাত্ম্যে ঘরছাড়া হওয়ার খবর হামেশাই শোনা যায়। কিন্তু কোনো প্রাণীর কারণে ঘর ছাড়ার কথা খুব একটা শোনা যায় না। এবার তেমনটাই ঘটেছে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে। ওই অঙ্গরাজ্যের পলসবো শহরের এক নারী একদল রাকুনের কারণে ঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন।

ওই নারী পলসবোর শহরের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বলেন, কয়েক দশক আগে একদিন বনের ভেতর থেকে বাড়ির আঙিনায় ঢুকে পড়া একটি রাকুন পরিবারকে খাবার দেন তিনি। এর পর থেকে প্রতিদিনই আসত ওই রাকুনগুলো।

শুরুর দিকে সেগুলোকে নিরাপদ মনে হয়েছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে তারা বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। বাড়ির আঙিনায় দিন দিন বাড়তে থাকে রাকুনের সংখ্যা, অল্প কয়েকটি থেকে দাঁড়ায় কয়েক ডজনে। ক্রমেই বাড়তে থাকে খাবারের চাহিদা। আর তা না পেলে শুরু হয় নানা ধরনের জ্বালাতন।

কিটসাপ কাউন্টি শেরিফের কার্যালয়ের মুখপাত্র কেভিন ম্যাকার্থি বলেন, খাবারের জন্য আসা রাকুনগুলোর কোনো কোনোটি আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছিল। শেরিফের কার্যালয়ের ফুটেজে দেখা গেছে, ওই নারীর বাড়ির বাইরে গাছের আশপাশ দিয়ে ঘোরাঘুরি করছে ৫০ থেকে ১০০টি রাকুন।

শেরিফের মুখপাত্র বলেন, ওই ভুক্তভোগী নারী বলেছেন, রাকুনগুলো দিন দিন আরও বেশি আক্রমণাত্মক হয়ে উঠছিল। তাদের খাবারের চাহিদাও বাড়তে থাকে। ঘরে-দুয়ারে এবং গাড়িতে আঁচড় কেটে দিন-রাত রাকুনগুলো তাঁকে জ্বালিয়ে অতিষ্ঠ করে তুলছিল। বাড়ির সামনে গাড়ি থামালে রাকুনগুলো গাড়িটি ঘিরে ধরে আঁচড় কাটতে শুরু করত।

রাকুন। ছবি : রয়টার্স

শেরিফের মুখপাত্র বলেন, বাড়ির সামনের দরজা থেকে গাড়ি পর্যন্ত যাওয়ার পথে এবং বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করলেই ওই নারীকে ঘিরে ধরত।

ওয়াশিংটনের মৎস্য ও বন্য প্রাণী বিভাগের মুখপাত্র ব্রিগেট মায়ার বলেন, মাংসখেকো প্রাণীকে খাবার দেওয়া বেআইনি। কোনো কোনো এলাকায় অন্যান্য বন্য প্রাণীকে খাওয়ানোও আইনসম্মত নয়। তিনি আরও বলেন, রাকুন রোগবালাই ছড়াতে পারে। তা ছাড়া তাদের খাবার দিলে অন্যান্য বিপজ্জনক প্রাণীও খাবারের লোভে চলে আসতে পারে।

রাকুনগুলোকে এখন আর খাবার দেওয়া হচ্ছে না বলে নিশ্চিত করেছেন ব্রিগেট মায়ার। এ কারণে তারা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে।

একটু থামুন

বাসার ভাই • লেখা : আদনান মুকিত, আঁকা : আরাফাত করিম

১৪৯৩

আমি অবশ্য আগেই আন্দাজ করেছিলাম, ও নোবেল পাবে। উফ্! যা লিখেছে! জীবনবোধ খুবই গভীর।
ও! *ভেজিটেরিয়ান*-এর জন্য ম্যান বুকার পেয়েছিলেন।

স্বাস্থ্যবটিকা • ব্রন স্মিথ

হাড় গঠনে সাপ্লিমেন্ট নেওয়ার উপযুক্ত বয়স কোনটি?

হাড় গঠনের সহায়ক খনিজগুলোর মধ্যে সেরা হলো ম্যাগনেশিয়াম, জিংক ও ক্যালসিয়াম।

কৈশোরেই হাড় গঠনের বেশির ভাগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। পর্যাপ্ত খনিজ গ্রহণের মাধ্যমে হাড়ের ঘনত্ব বৃদ্ধির সেটিই সবচেয়ে ভালো সময়। তবে অতিরিক্ত কোমল পানীয় খেলে টিনএজারদের হাড় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ-জাতীয় পানীয়তে ফসফরিক অ্যাসিড থাকে, যা হাড়ের ক্যালসিয়াম কমিয়ে দেয়।

'স্বাস্থ্যবটিকা'র লক্ষ্য রোগনির্ণয় গোছের কিছু নয়

শব্দভেদ

১	২		৩			৪	
					৫		৬
৭		৮					
৯	১০				১১	১২	
	১৩	১৪		১৫			
১৬				১৭	১৮		১৯
২০	২১		২২				
	২৩						

বাঁ থেকে ডানে
১. ছাড়ার পাত্র নয় এমন। ৫. পেট।
৮. অতিশয় প্রসন্ন। ৯. সাদা। ১১. এক তিল পরিমাণ। ১৩. চিত্তাকর্ষক। ১৭. ১০০ পয়সার সমমানের মুদ্রা। ২০. পাঁক। ২২. পছন্দকরণ।
২৩. বাদামের মতো রং।

ওপর থেকে নিচে
২. নিক্ষেপ করা। ৩. বায়ুর বেগ। ৪. খারাপ।
৫. অগ্রগতি। ৬. বারুদ। ৭. সত্বর। ১০. ভ্রান্তি।
১২. পুচ্ছ। ১৪. মসলা বাটার প্রস্তরখণ্ড।
১৫. প্রচার করা। ১৬. নাকে গন্ধ নেওয়া।
১৮. বাগান। ১৯. পিতা। ২১. শতরঞ্জ খেলা।
২২. পচনরোধক ওষুধে রক্ষিত প্রাচীন মিসরের রাজাদের শব।

গত সমস্যার সমাধান

খো	রা	ক		প		খাঁ	চা
লা		থ	ম	থ	ম		দ
সা	মা	ন		চা		স্ব	র
	না		হ	রী	ত	কী	
পো		ঘা	ত		ম	য়	না
কা	প	ড়		হা	সা		য়ে
	শি		গ	ত		ডু	ব
দ	ম	দ	ম		দা	গি	

রিপলি'স বিলিভ ইট অর নট! • জন গ্র্যাজিয়ানো

স্বর্ণকেশীদের চেতনানাশক বেশি লাগে।

চাঁদ যখন ঠিক মাথার ওপর থাকবে, তখন আপনার ওজন অতি সামান্য কম দেখাবে।

GEORGE GEORGE GEORGE GEORGE GEORGE GEORGE

মার্কিন মুলুকের বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা জর্জ ফোরম্যানের পাঁচ ছেলে, প্রত্যেকেরই নাম জর্জ এডওয়ার্ড!

কথা অমৃত

স্মৃতিশক্তি খারাপ হওয়ার একটা সুবিধা আছে। ভালো ভালো জিনিস অসংখ্যবার আপনি প্রথমবারের মতো উপভোগ করতে পারবেন।

ফ্রেডরিখ নিৎশে
জার্মান দার্শনিক (১৮৪৪-১৯০০)

সুডোকু

6	5				4	1		
	1			7		9		6
	4					7		
				4	2	8		1
	7			8			3	
2		1	6	3				
		8					1	
1		4		2			5	
		5	7				6	8

সমাধানের নিয়ম : এমনভাবে শূন্য ঘরগুলো পূরণ করতে হবে, যেন প্রতিটি সারি ও প্রতিটি কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে এবং প্রতিটি ৩x৩ বাক্সেও যেন ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে।

গত সমস্যার সমাধান

6	4	5	8	3	1	7	2	9
9	7	1	2	5	6	3	8	4
2	3	8	4	7	9	1	5	6
1	6	3	7	9	2	5	4	8
5	9	7	6	8	4	2	3	1
8	2	4	5	1	3	6	9	7
4	8	2	3	6	7	9	1	5
3	1	6	9	4	5	8	7	2
7	5	9	1	2	8	4	6	3

চিতাকে দেখে এগিয়ে গেল সিংহ, জিজ্ঞেস করল, 'বনের রাজা কে?' চিতা বলল, 'কে আবার! আপনি।' বানরকে দেখে একই প্রশ্ন করল সিংহ। বানর বলল, 'কে আবার! আপনি।' বনের সব পশুকে এই প্রশ্ন করে সিংহ একই উত্তর পেল। বাকি ছিল শুধু হাতি। তার কাছে গিয়ে বলল, 'বনের রাজা কে?' কোনো উত্তর না দিয়ে হাতি সিংহকে শুঁড়ে পেঁচিয়ে তুলে মারল আছাড়। সিংহ সংবিৎ ফিরে পেতে না পেতে আবার একই কাজ করল হাতি। দৌড়ে একটু দূরে সরে গিয়ে সিংহ বলল, 'এত খ্যাপার কী আছে! উত্তর জানো না, তা বললেই পারতে!'

পিনাটস • চার্লস শুলজ

ওই যে দেখো মিস ওথমার যাচ্ছেন।

এমনকি শাসনের বেলায়ও!

কুমিল্লায় ৩৬ ঘণ্টা গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকবে | মেরামতকাজের জন্য কুমিল্লার বিভিন্ন এলাকায় আগামী শুক্রবার থেকে ৩৬ ঘণ্টা গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকবে। সংবাদদাতা, কুমিল্লা

সংক্ষেপে

মানিকগঞ্জ

জাকের পার্টির সভা

মানিকগঞ্জে জাকের পার্টির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল রোববার দুপুরে জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে জেলা জাকের পার্টি ও এর সহযোগী সংগঠন এ সভার আয়োজন করে। জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ও জাকের পার্টি জেলা কমিটির সভাপতি দীন মোহাম্মদ খানের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন জাকের পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটির মহাসচিব মো. শামীম হায়দার। আরও বক্তব্য দেন দলের অতিরিক্ত মহাসচিব মাহাবুবুর রহমান হায়দার, জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য হুমায়ুন কবীর, যুব ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক শেখ নজরুল ইসলাম, ছাত্র ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম, ওলামা ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মাসুম বিল্লাহ, যুব ওলামা ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুফতি শরীফুল ইসলাম সাঈফী প্রমুখ। বক্তারা বলেন, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো নয়। এ অবস্থায় জাকের পার্টি ছাড়া থেকে মুক্তির আর কোনো বিকল্প নেই। আগামী দিনে জাকের পার্টির রাষ্ট্রক্ষমতায় এলে সুখী ও সমৃদ্ধ দেশ গঠন করবে।

প্রতিনিধি, *মানিকগঞ্জ*

মানিকগঞ্জ

শোভাযাত্রা ও মহড়া

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস উপলক্ষে মানিকগঞ্জে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, আলোচনা সভা ও মহড়া হয়েছে। গতকাল জেলা শহরে এ আয়োজন করে জেলা প্রশাসন। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, 'আগামী প্রজন্মকে সক্ষম করি, দুর্যোগ সহনশীল ভবিষ্যৎ গড়ি' প্রতিপাদ্যে সারা দেশের মতো গতকাল মানিকগঞ্জে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস পালন করা হয়। সকাল সাড়ে ১০টার দিকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে শোভাযাত্রা বের করা হয়। শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় প্রাঙ্গণে এসে শেষ শোভাযাত্রাটি। এরপর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় প্রাঙ্গণে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা অগ্নিনির্বাপকের বিভিন্ন কৌশল প্রদর্শনের মাধ্যমে মহড়া দেন। পরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলনকক্ষে আলোচনা সভা হয়। এতে জেলা প্রশাসক ড. মানোয়ার হোসেন মোল্লার সভাপতিত্বে বক্তব্য দেন পুলিশ সুপার মো. বশির আহমেদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মাদ আলী, জেলা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উপসহকারী পরিচালক হামিদুর রহমান, মানিকগঞ্জ প্রেসক্লাবের আহ্বায়ক জাহাঙ্গীর আলম বিশ্বাস প্রমুখ।

প্রতিনিধি, *মানিকগঞ্জ*

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস উপলক্ষে শোভাযাত্রা। গতকাল সকালে মানিকগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয় প্রাঙ্গণে। ছবি : প্রথম আলো

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

ছিনতাই বন্ধে নিরাপত্তা জোরদারের দাবি

প্রতিনিধি, *জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়*

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়সংলগ্ন বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি) থেকে বিশমাইল পর্যন্ত এলাকায় ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে নিয়মিত সংঘটিত ছিনতাই ও গুপ্ত হামলার প্রতিবাদ জানিয়ে এ ধরনের অপরাধ বন্ধে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি জোরদার করার দাবিতে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছেন বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের নেতা-কর্মী ও ভুক্তভোগী ছাত্র-জনতা।

গতকাল রোববার বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকসংলগ্ন ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের আরিচাগামী লেনে এ মানববন্ধন করেন তাঁরা।

মানববন্ধনে শাখা ছাত্রদলের কর্মী এবং নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগের ৪৬ ব্যাচের শিক্ষার্থী আদনান করিম বলেন, 'বিপিএটিসি এলাকা থেকে বিশমাইল এলাকা পর্যন্ত ছিনতাইয়ের ঘটনা কয়েক বছর ধরে নিয়মিতভাবে ঘটছে। আমরা কয়েকবার সাভার হাইওয়ে থানা ও সাভার মডেল থানায় অভিযোগ করার পরও তারা কোনো নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারেনি। আমরা এর আগে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছেও অভিযোগ করেছি। আজকের পর যদি এই এলাকায় নতুন কোনো ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে, তাহলে এই দায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে নিতে হবে।'

প্রসঙ্গত, গত শনিবার রাত আটটার দিকে মীর মশাররফ হোসেন হলসংলগ্ন ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক এলাকায় ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে প্রাণিবিদ্যা বিভাগের ৫০ ব্যাচের শিক্ষার্থী রাসেল হোসেন আহত হন।

গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ কার্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক মোহাম্মদ মহিউদ্দিন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গতকাল ছিনতাইয়ের ঘটনায় কর্তৃপক্ষ গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে যথাযথ শাস্তির আওতায় আনার জোর দাবি জানাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে পুলিশের উচ্চপর্যায়ে কথা বলে মীর মশাররফ হোসেন হল গেটসংলগ্ন এলাকায় ছিনতাই ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড রোধে পুলিশ বক্স স্থাপন এবং পুলিশের টহল নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছে। পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। ক্যাম্পাসের ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে এবং ফটকগুলো প্রয়োজনীয় সংখ্যক সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন ও পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট অফিসকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া ক্যাম্পাসে ভঙ্গুর ও খানাখন্দে ভরা রাস্তা সংস্কার-মেরামত এবং রাস্তায় গতিরোধকগুলো অধিকতর দৃশ্যমান ও সংস্কার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উপরোক্ত বিষয়গুলো তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করতে সহ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক সোহেল আহমেদের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

উড়ালসড়ক থেকে নামার জন্য রাস্তা পার হচ্ছেন কয়েকজন পথচারী। গতকাল দুপুরে উত্তরা-টঙ্গী উড়ালসড়কের আবদুল্লাহপুর এলাকায়। ছবি : প্রথম আলো

যত্রতত্র নামানো হচ্ছে যাত্রী, চরম দুর্ভোগ

উত্তরা-টঙ্গী উড়ালপথ

নির্দেশনা না মেনে যাত্রীবাহী বাসগুলো যাচ্ছে উড়ালপথ দিয়ে। নির্দিষ্ট স্টপেজে নামতে না পেরে ভোগান্তিতে পড়ছেন সাধারণ যাত্রী।

সংবাদদাতা, *গাজীপুর*

ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে বিআরটি প্রকল্পের উত্তরা-টঙ্গী উড়ালপথের এলিভেটেড স্টেশন নির্মাণের কাজ এখনো পুরোপুরি শেষ হয়নি। নেই উড়ালপথ ব্যবহারের যথাযথ ব্যবস্থা। অথচ এর মধ্যেই উড়ালপথটির যেখানে-সেখানে বাস থেকে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে যাত্রীদের। এতে রাস্তা পারাপার, নির্দিষ্ট বাস স্টপেজে নামাসহ কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছাতে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে তাঁদের। এতে গাড়িচাপায় কখনো কখনো ঘটছে প্রাণহানির ঘটনা।

উড়ালপথটির দৈর্ঘ্য সাড়ে চার কিলোমিটার। উত্তরার হাউস বিল্ডিং থেকে শুরু হয়ে শেষ হয়েছে টঙ্গীর কলেজগেট এলাকায়। এটুকু পথে হাউস বিল্ডিং, আবদুল্লাহপুর, টঙ্গীবাজার, স্টেশন রোডসহ ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ বাস স্টপেজ রয়েছে। প্রতিটি স্টপেজ থেকে উড়ালপথ ব্যবহার বা ওঠানামার জন্য রয়েছে এলিভেটেড স্টেশন; কিন্তু একটি স্টেশনের কাজও পুরোপুরি শেষ হয়নি। এর মধ্যেই বেশির ভাগ যাত্রীবাহী বাস উড়ালপথ ব্যবহার করতে গিয়ে যেখানে-সেখানে যাত্রীদের নামিয়ে দিচ্ছে। এতেই দেখা দিয়েছে ভোগান্তি।

গতকাল রোববার দুপুরে সরেজমিনে দেখা যায়, উড়ালপথের এলিভেটেড স্টেশন নির্মাণের কাজ চলছে টিমেতালে। বেশির ভাগ স্টেশনেরই শুধু সিঁড়ির কাজ শেষ হয়েছে। চালু হয়নি লিফট বা অন্যান্য সুবিধা। উড়ালপথে চলাচল করছে সব রকম যানবাহন। এর মধ্যে যাত্রীবাহী বাস ও প্রাইভেটকারের সংখ্যা বেশি। যাত্রীদের বাস থেকে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে উড়ালপথের বিভিন্ন অংশে। তাঁদের কারও হাতে গাট্টি-বোঁচকা। কারও কোলে শিশু। তাঁরা বাস থেকে নেমে প্রথমে রাস্তা (ঢাকা বা ময়মনসিংহমুখী লেন) পার হয়ে মাঝখান বা এলিভেটেড স্টেশন অংশে আসছেন। পরে সেখান থেকে সিঁড়ি বেয়ে নামছেন নিচের সড়কে। এরপর আবার রাস্তা পার হয়ে যাচ্ছেন কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে।

উড়ালপথের আবদুল্লাহপুর এলাকায় কথা হয় স্থানীয় মাছ ব্যবসায়ী মো. শহিদুলের সঙ্গে। খুলনার একটি গাড়িতে করে দুই কার্টন চিংড়ি মাছ এসেছে। মাছগুলো নামিয়ে দেওয়ার কথা ছিল আবদুল্লাহপুর পুলিশ বক্সের সামনে (নিচের সড়ক); কিন্তু মাছগুলো নামিয়ে দেওয়া হয় উড়ালপথের ওপর। এতে বেকায়দায় পড়েন তিনি। মাছগুলো উড়ালপথ থেকে নিচে নামানোর জন্য লোক ভাড়া করতে হয় তাঁকে।

শহিদুল বলেন, 'খুলনা থেকে আবদুল্লাহপুর মাছের ভাড়া বাবদ মোট ১ হাজার ৪০০ টাকা দিয়েছি। কথা ছিল তাঁরা আমাকে আড়তের সামনে (আবদুল্লাহপুর পুলিশ বক্স-সংলগ্ন) নামিয়ে দেবে; কিন্তু বাসচালক সেটি না করে মাল নামিয়ে দেন ফ্লাইওভারের ওপর। এখন শুধু মালগুলো নিচে নামানোর জন্য আরও ৪০০ টাকা ভাড়া দিতে হইছে।'

সরেজমিনে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন নারী ও বয়স্ক ব্যক্তিরা। বাস থেকে নামিয়ে দেওয়ার পর তাঁরা ঠিকমতো রাস্তা পার হতে পারছিলেন না। পাশাপাশি এলিভেটেড স্টেশনের সিঁড়ি বেয়ে তাঁদের নিচে নামতেও কষ্ট হচ্ছিল।

টঙ্গীর স্টেশন রোড এলাকায় কথা হয় টঙ্গীর মাছিমপুর এলাকার গৃহিণী রোকসানা আক্তারের সঙ্গে। তিনি ময়মনসিংহের এক আত্মীয়ের বাসা থেকে ফিরছিলেন টঙ্গীতে। রোকসানা *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমি বাসে ওঠার আগে বারবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বাস ওপর (উড়ালপথ) দিয়ে যাবে, নাকি নিচ দিয়ে যাবে। হেলপার বলছে নিচ দিয়া যাইব। তাই বাসে ওঠি; কিন্তু টঙ্গী কলেজগেট আইস্যা হঠাৎ দেখি, ফ্লাইওভারে উইঠ্যা গেছে। পরে রাগারাগি শুরু করলে তারা আমাকে এখানে (স্টেশন রোড) নামায় দেয়।'

এদিকে স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, উড়ালপথটিতে মাঝেমধ্যেই রাস্তা পারাপার বা নিচের সড়কে নামতে গিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হন মানুষজন। অনেকের প্রাণহানির ঘটনাও ঘটে। এর মধ্যে গত ১২ জুলাই স্টেশন রোড এলাকায় উড়ালপথ থেকে নিচের সড়কে নামতে গিয়ে বাসচাপায় মারা যান এক নারী। ৯ সেপ্টেম্বর হাউস বিল্ডিং এলাকায় সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে গিয়ে পা পিছলে এক বৃদ্ধ আহত হন বলে জানান কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী।

গাজীপুর মহানগর পুলিশের উপকমিশনার (ডিসি ট্রাফিক) মোহাম্মদ ইব্রাহিম *প্রথম আলোকে* বলেন, 'যাত্রীদের ভোগান্তির কথা বিবেচনা করে আমরা যাত্রীবাহী বাসগুলোকে নিচের সড়ক ব্যবহার করতে স্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছি; কিন্তু তাঁরা সেটি না করে ওপর (ফ্লাইওভার) দিয়ে যায়। এ জন্য আমরা প্রতিদিনই বিভিন্ন বাসচালককে মামলা দিচ্ছি। এ ব্যাপারে আরও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

তাঁর হাতে 'আলাদিনের চেরাগ'

বগুড়ায় কাউন্সিলরের দাপট

বগুড়া পৌরসভার কাউন্সিলর তরুণ কুমার চক্রবর্তী অল্প দিনেই মালিক হন বিপুল অর্থবিত্তের। সম্পদের পাশাপাশি বেড়ে যায় তাঁর ব্যবসার পরিধিও।

আনোয়ার পারভেজ, *বগুড়া*

বগুড়ার শহীদ টিটু মিলনায়তন; গত বছরের ২৮ ফেব্রুয়ারি। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) তৎকালীন মহাপরিচালকের উপস্থিতিতে গণশুনানি হয়। সেখানে কাউন্সিলর তরুণ কুমার চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে দেশি মদের অবৈধ কারবারের অভিযোগে লাইসেন্স বাতিল, জমি দখল ও অবৈধ সম্পদের অনুসন্ধানের দাবি করা হয়।

শুনানি শেষে তরুণ কুমারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়। তবে পরে তাঁর বিরুদ্ধে কোনো অনুসন্ধান বা ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর তরুণ কুমার আত্মগোপনে আছেন।

তরুণ কুমার চক্রবর্তী (৫৭) বগুড়া পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর। ২০১৫ ও ২০২১ সালে পৌরসভা নির্বাচনে আওয়ামী লীগের দলীয় সমর্থনে দুই দফায় নির্বাচিত হন তিনি। তাঁর বড় ভাই বগুড়া জেলা আওয়ামী লীগের শিল্প ও বাণিজ্য সম্পাদক তপন কুমার চক্রবর্তী। আরেক ভাই স্বপন কুমার চক্রবর্তী পুলিশের অবসরপ্রাপ্ত উপপরিদর্শক।

একান্নবর্তী পরিবারে বসবাস তরুণ কুমারের। আশির দশকে শহরে 'বসন্ত আয়ুর্বেদ ফার্মেসি' নামে একটি কবিরাজি চিকিৎসালয় খুলে সালসা-মদক ও সঞ্জীবনী সুরা বিক্রি করতেন তাঁর বাবা রুক্মিণী নাথ চক্রবর্তী। তিন ভাই—তপন কুমার, তরুণ কুমার ও জয়ন্ত কুমার বাবার ব্যবসায় সহায়তা করতেন।

এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর ভাগ্য খুলে যায় তরুণ কুমার চক্রবর্তীর। তিনি মদের কারবারের সঙ্গে অন্যের জায়গাজমি দখল করেন; অল্প দিনেই মালিক হন বিপুল অর্থবিত্তের।

রাজনীতির ছত্রচ্ছায়ায় বিপুল সম্পদের মালিক

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, তরুণ কুমার বগুড়া শহরের দত্তবাড়ি পানির ট্যাংকি লেনে গৌরগোপাল কুণ্ডুর কাছ থেকে ছয় শতক জায়গা কিনে সেখানে পাঁচতলা বাড়ি নির্মাণ করেছেন। এ বাড়ির বর্তমান বাজারমূল্য প্রায় পাঁচ কোটি টাকা। বছর চারেক আগে প্রতিবেশী গোরা চাঁদের কাছ থেকে দোতলা ভবনসহ সাড়ে চার শতক

বগুড়া পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর কবিরাজ তরুণ কুমার চক্রবর্তী। ছবি : সংগৃহীত

জায়গা কেনেন তরুণ কুমার। ভবনসহ এ জায়গার বাজারমূল্য আনুমানিক চার কোটি টাকা। শহরের শিববাটি শাহি মসজিদ লেনে ছয় শতক জমিতে টিনশেডের আরও দুটি বাড়ি রয়েছে তরুণ কুমারের। এ দুটি বাড়ির বাজারমূল্য প্রায় দুই কোটি টাকা।

এ ছাড়া বগুড়া শহরের ব্যস্ততম দত্তবাড়ি শহীদ তারেক সড়কে ভবনসহ ১৪ শতক জায়গা রয়েছে তাঁর যার বাজারমূল্য প্রায় ২০ কোটি টাকা। তন্ময় কমিউনিটির পাশেই ১৪ শতক জমিতে চারতলা ভবন। জায়গাসহ এ ভবনের বাজারমূল্য প্রায় ১০ কোটি টাকা। এ ছাড়া শহরের দত্তবাড়ি শতাব্দী পেট্রলপাম্পের পাশে প্রধান সড়কে যৌথ মালিকানায় আছে ২১ শতক জায়গা। এ জায়গার বাজারমূল্য অন্তত ২১ কোটি টাকা।

ভূমিদস্যুতার যত অভিযোগ

বগুড়া শহরের শিববাটি মহল্লার ইন্দারার মোড় এলাকায় সাড়ে পাঁচ শতক জায়গাসহ একটি গুদাম দখলের অভিযোগ রয়েছে কাউন্সিলর তরুণ কুমারের বিরুদ্ধে। পৈতৃক সূত্রে জায়গাটির দাবিদার আইনজীবী ফয়জুর রহমান চৌধুরী। তিনি একসময় প্রয়াত অর্থ প্রতিমন্ত্রী মজিবর রহমানের ব্যক্তিগত সহকারী ছিলেন।

ফয়জুর রহমান চৌধুরী বলেন, ২০২২ সালের ১৩ জুন দিনেদুপুরে যুবলীগ-ছাত্রলীগসহ সশস্ত্র ক্যাডার নিয়ে কাউন্সিলর তরুণ গোডাউনসহ জায়গা দখলে নেন। পুলিশের কাছে অভিযোগ করেও কোনো কাজ হয়নি। তরুণ কুমার ও তাঁর বাহিনীর বিরুদ্ধে শিববাটি ইন্দারার মোড় এলাকার প্রায় আড়াই শতক জায়গা দখলে নেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন রাজশাহী কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ ও কাটনারপাড়া শহীদ তারেক সড়কের বাসিন্দা আবদুল হাই চৌধুরী। একইরকম জমি দখলের অভিযোগ করেন বগুড়ার কালীতলা এলাকার ব্যবসায়ী জাহেদুল ইসলাম, বড়গোলা টিনপট্টি এলাকার ব্যবসায়ী আমিরুল কবির।

দেশি মদের কারবার

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বগুড়ার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, দেশি মদ পানের জন্য শহরের সুইপার, হরিজনসহ বিশেষ শ্রেণির ২ হাজার ৪৪০ ব্যক্তিকে পারমিট দেওয়া রয়েছে। প্রতি মাসে ২৩ হাজার ১৮০ লিটার মদ বিক্রির জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয়। পারমিট নেওয়া ব্যক্তিরা শুধু কার্ড প্রদর্শন করে শহরের সাতমাথায় দেশি মদের দোকান থেকে প্রতি মাসে সর্বোচ্চ ৯ দশমিক ৫ লিটার মদ কিনে পান করতে পারবেন। অভিযোগ রয়েছে, গত ১৬ বছর নিয়মকানুনের তোয়াক্কা না করে মদের কারবার চালিয়েছেন তরুণ কুমার চক্রবর্তী। পারমিট কার্ড প্রদর্শন সাপেক্ষে তাঁর দোকানে দেশি মদ বিক্রির কথা থাকলেও সব পারমিট তিনি নিজের কবজায় রেখেছেন। এসব কার্ডের বিপরীতে প্রতিমাসে বরাদ্দের মদ তুলে নিয়ে অবাধে বিক্রি করা হয়েছে।

২০১৮ সালের ২০ অক্টোবর দুর্গোৎসবে শহরের শিববাটি এলাকায় দেশি মদ পান করে এক কলেজছাত্রের মৃত্যু হয়। এ ছাড়া ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে ভেজাল মদ পান করে ১৮ জন মারা যান। তখন তরুণ কুমারের মদের দোকানে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান চালানো হয়।

পরিবারের বক্তব্য

৫ আগস্ট সরকার পতনের পর আত্মগোপনে আছেন তরুণ কুমার। ১৭ সেপ্টেম্বর তন্ময় কমিউনিটি সেন্টারে কথা হয় তাঁর বড় ভাই তপন কুমার চক্রবর্তীর সঙ্গে। তিনি বলেন, 'ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, গাড়ি-বাড়ি সবকিছুরই আমরা তিন ভাই অংশীদার। আমাদের অবৈধ কোনো সম্পদ নেই।' জমি দখলের অভিযোগ প্রসঙ্গে বলেন, দত্তবাড়ি পেট্রলপাম্পের পাশে যে ২১ শতক জায়গা কেনা হয়েছে, তা অন্য আরও দুজন অংশীদার রয়েছেন। দত্তবাড়ি পানির ট্যাংকি গলির মুখে ব্যবসায়ী আমিরুল ইসলাম যে পাঁচ শতক জায়গা দখলের অভিযোগ করছেন, এটি মন্দিরের জায়গা। তরুণ নয়, বেদখল হওয়া এই জায়গা পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের নেতারা এটি দখলমুক্ত করেছেন। শিববাটি ইন্দারার মোড়ে আইনজীবী ফয়জুর রহমান এবং কলেজশিক্ষক আবদুল হাই যে দুটি জায়গা দখলের অভিযোগ করেছেন, তা কবলা সম্পত্তি। মাটিডালি এলাকায় এক বিঘা জমি কিনেছেন অন্য এক ব্যক্তি।

দেশি মদের অবৈধ কারবারের অভিযোগ প্রসঙ্গে তপন কুমার বলেন, 'শতভাগ নিয়ম মেনে মদের ব্যবসা করা সম্ভব নয়। পারমিট কার্ড জমা রাখাসহ কিছু অস্বচ্ছতা সেখানে থাকতে পারে।'

সড়কের এই স্থানে বাঁক থাকলেও ঝোপঝাড় থাকায় বাঁকটি বোঝা যাচ্ছিল না। এ কারণে ঝোপঝাড় পরিষ্কার করছেন স্থানীয় ব্যক্তিরা। গত শুক্রবার কালিয়াকৈরের মজিদচালায়। ছবি : প্রথম আলো

২০ কিমিতেই ১৮টি ঝুঁকিপূর্ণ বাঁক

কালিয়াকৈর-ফুলবাড়িয়া সড়ক

বাঁকগুলোতে ঝোপঝাড়ের কারণে এক পাশ থেকে অন্য পাশে দেখা না যাওয়ায় দুর্ঘটনা ঘটছে। গত এক মাসে ১০ থেকে ১২টি দুর্ঘটনা ঘটেছে।

প্রতিনিধি, *গাজীপুর*

শালবনের মাঝখান দিয়ে চলে যাওয়া গাজীপুরের কালিয়াকৈর-ফুলবাড়িয়া সড়কের ২০ কিলোমিটারের মধ্যে ১৮টি ঝুঁকিপূর্ণ বাঁক যেন মরণফাঁদ। প্রতিনিয়ত এসব বাঁকে ঘটছে দুর্ঘটনা। এতে হতাহতের ঘটনাও আছে অনেক। বাঁকগুলোতে ঝোপঝাড়ের কারণে এক পাশ থেকে অন্য পাশে দেখা না যাওয়ায় দুর্ঘটনা ঘটছে।

এলাকাবাসী গত শুক্রবার সকাল থেকে ঝুঁকিপূর্ণ বাঁকগুলোতে ঝোপঝাড় পরিষ্কার করার উদ্যোগ নিয়েছে। এরই মধ্যে চার-পাঁচ কিলোমিটার এলাকার ঝোপঝাড় পরিষ্কার করা হয়েছে।

এলাকার কয়েকজন বাসিন্দার সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, কালিয়াকৈর উপজেলার বাজার বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে ফুলবাড়িয়া হয়ে যাওয়া যায় শ্রীপুরের মাওনা পর্যন্ত। আর মাওনা হয়ে ময়মনসিংহে যাওয়া যায় খুব সহজে। এই সড়ক আঞ্চলিক হলেও সড়কটি ২০ থেকে ২৫ ফুট প্রশস্ত। ফলে প্রতিদিন শত শত যানবাহন এ সড়ক দিয়ে চলাচল করে। তবে সড়কটি দিয়ে যাওয়ার সময় ১৮টি ঝুঁকিপূর্ণ বাঁক রয়েছে। এসব বাঁকে শালবন ও ঝোপঝাড় থাকায় এক পাশ থেকে অন্য পাশের যানবাহন দেখা যায় না। এতে রাতের বেলায় প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটছে। প্রাণহানিও হয় কয়েকজনের। গত এক মাসে ১০ থেকে ১২টি দুর্ঘটনা ঘটেছে।

এদিকে ফুলবাড়িয়া বাঁশাকৈর গ্রামের বাসিন্দা আল ইমরানের নেতৃত্বে স্থানীয় ছাত্র-জনতা সড়কের ঝুঁকিপূর্ণ বাঁকগুলোর আশপাশের ঝোপঝাড় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার উদ্যোগ নিয়েছে। গত শুক্রবার সকালে উপজেলার বাঁশাকৈর এলাকা থেকে শুরু করে কালিয়াকৈরের দিকে চার থেকে পাঁচ কিলোমিটার সড়কের বাঁকে থাকা ঝোপঝাড় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করছে তারা।

চালকদের ভাষ্যমতে, এ সড়কে দুর্ঘটনায় বাঁকগুলোর এক পাশ থেকে অন্য পাশে দেখা যায় না। এতে অটোরিকশা, মোটরসাইকেল চালিয়ে যাওয়ার সময় চালকেরা অনেক সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। দুই পাশে ঝোপঝাড়গুলো পরিষ্কার থাকলে দুর্ঘটনা অনেকটাই কমে যাবে।

সরেজমিনে দেখা যায়, সকাল থেকে সড়কে বিভিন্ন এলাকায় ১৫-১৬ জন যুবক ঝোপঝাড় পরিষ্কার করছেন। তাঁরা যেসব এলাকা পরিষ্কার করছেন, সেখানে বাঁক রয়েছে। ঝোপঝাড়গুলো কেটে দেওয়ায় এক পাশ থেকে অন্য পাশ দেখা যাচ্ছে।

গাজীপুর জজকোর্টের আইনজীবী মো. আল ইমরান বলেন, 'প্রায়ই সড়কটিতে দুর্ঘটনা ঘটে। তাই স্থানীয় ছাত্র-জনতাকে নিয়ে এই সড়কের বাঁকের দুই পাশের ঝোপঝাড়গুলো পরিষ্কার করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি।'

কালিয়াকৈর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. কাউছার আহাম্মেদ জানান, 'এলাকাবাসীর এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। এতে দুর্ঘটনা অনেক কমে যাবে বলে মনে করছি।'

শ্রমিক কুয়াশাজড়ানো সাতসকালে সাইকেলে করে কাজে ছুটছেন শ্রমিকেরা। তাঁদের শ্রম বিক্রির টাকায় ঘোরে সংসারের চাকা। গতকাল রংপুরের হরিরাম পিরোজে। মঈনুল ইসলাম

মোজাম্মেল হকসহ ৪০০ জনকে আসামি করে মামলা

প্রতিনিধি, *গাজীপুর*

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় এক যুবক গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনায় গাজীপুরের কাশিমপুর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলায় প্রধান আসামি করা হয়েছে সাবেক মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হককে।

এ ছাড়া মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি আজমত উল্লাহ খান, কাশিমপুর থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি আনোয়ার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক মীর আসাদুজ্জামানসহ ১০১ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতনামা ২০০ থেকে ৩০০ জনকে আসামি করা হয়েছে।

গত শনিবার রাতে গাজীপুর মহানগরীর জিরানী মাজার রোড এলাকার বাসিন্দা মো. এসিন (২২) বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন।

ময়মনসিংহে সাংবাদিক হত্যায় গ্রেপ্তার তরুণের দায় স্বীকার

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ময়মনসিংহ*

স্বপন কুমার ভদ্র

ময়মনসিংহে সাংবাদিক স্বপন কুমার ভদ্র (৭০) হত্যার দায় স্বীকার করে আদালতে জবানবন্দী দিয়েছেন গ্রেপ্তার তরুণ সাগর মিয়া। গত শনিবার রাত আটটার দিকে ময়মনসিংহ চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের জ্যেষ্ঠ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট শাহাদাত হোসেন তাঁর জবানবন্দী গ্রহণ করেন।

ময়মনসিংহ কোতোয়ালি মডেল থানার ওসি মো. শফিকুল ইসলাম খান প্রথম আলোকে এই তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, স্থানীয়ভাবে পূর্ববিরোধের জের ধরে সাগর মিয়া একাই সাংবাদিক স্বপন ভদ্রকে হত্যা করেন বলে আদালতে দেওয়া স্বীকারোক্তিতে উল্লেখ করেছেন। গত শনিবার সন্ধ্যার পর আদালতে জবানবন্দি দেওয়ার পর তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়।

সাংবাদিক স্বপন ভদ্র হত্যার ঘটনায় তাঁর স্ত্রী সবিতা ভদ্র বাদী হয়ে কোতোয়ালি মডেল থানায় গত শনিবার সন্ধ্যায় একটি মামলা করেন। মামলায় সাগর মিয়ার নাম উল্লেখ করা হয়। এ ছাড়া অজ্ঞাত পরিচয় আরও কয়েকজনকে আসামি করা হয়েছে। ওই মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে সাত দিনের রিমান্ড চেয়ে সাগরকে গত শনিবার সন্ধ্যায় আদালতে সোপর্দ করা হয়। সাগর তখন আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন।

গত শনিবার বেলা ১১টার দিকে ময়মনসিংহ সদর উপজেলায় শম্ভুগঞ্জের রঘুরাম টানপাড়া এলাকায় নিজ বাসার সামনে সাংবাদিক স্বপন কুমার ভদ্রকে দা দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। তিনি তারাকান্দা প্রেসক্লাবের সহসভাপতি ছিলেন। আগে ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত দৈনিক *স্বজন* পত্রিকার তারাকান্দা উপজেলা প্রতিনিধি ছিলেন। বর্তমানে তিনি কোনো গণমাধ্যমে কর্মরত ছিলেন না। তবে এলাকার বিভিন্ন ঘটনা ও বিষয় নিয়ে ফেসবুকে নিয়মিত লেখালেখি করতেন।

এ ঘটনায় গত শনিবার দুপুরে গৌরীপুর উপজেলার সহনাটী ইউনিয়নের পাছার গ্রাম থেকে সাগর মিয়াকে (১৮) আটক করে পুলিশ। তিনি ওই গ্রামের বাসিন্দা। তবে শম্ভুগঞ্জের টানপাড়া এলাকায় নানাবাড়িতে থাকতেন।

জরিমানা | বাঁশখালীতে অবৈধভাবে মাটি কাটার দায়ে গত শনিবার দুজনকে তিন মাসের কারাদণ্ড ও পাঁচ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। প্রতিনিধি, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম

সংক্ষেপে

আদালত

কারাগারে সাবেক সংসদ সদস্য রহিম উল্যাহ

ফেনীতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালে টমটমের (ইজিবাইক) এক চালককে পিটিয়ে ও কুপিয়ে হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার হওয়া ফেনী-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও সোনাগাজী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি রহিম উল্যাহকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। গতকাল রোববার দুপুরে আদালতের নির্দেশে তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়। এর আগে গত শনিবার বিকেলে তাঁকে ঢাকার ধানমন্ডি এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে র‍্যাব-২। পরে তাঁকে গতকাল ফেনী সদর মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়। এরপর পুলিশ তাঁকে আদালতে সোপর্দ করে। মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, ফেনীতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকে গত ৩ আগস্ট ফেনী শহরের ট্রাংক রোডের খেজুর চত্বরে ছাত্র-জনতার সমাবেশের আয়োজন করা হয়। এতে জাফর উল্যাহ (৫০) নামের ওই টমটমচালক অংশগ্রহণ করেন। পরদিন ৪ আগস্ট দুপুরে তাঁকে শহরের জেল রোড এলাকায় পেয়ে আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা পিটিয়ে ও কুপিয়ে হত্যা করেন।

প্রতিনিধি, *ফেনী*

পুলিশ সদর দপ্তর

আন্দোলনে তৈরি জন-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে পুলিশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ফলে তৈরি জন-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ পুলিশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে জানিয়েছে পুলিশ সদর দপ্তর। ছাত্র-জনতা ও আপামর জনসাধারণের এ ক্ষেত্রে শঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই।

পুলিশের সেবা হবে হয়রানিমুক্ত, জনবান্ধব। কেউ যেন অযথা হয়রানির শিকার না হয়, তা বাংলাদেশ পুলিশ নিশ্চিত করবে। গতকাল রোববার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায়। পুলিশ সদর দপ্তর বলছে, ছাত্র-জনতার ওপর হামলাকারী, হত্যার ইন্ধনদাতা ও নির্দেশ প্রদানকারীদের বিরুদ্ধে ১ হাজার ৬৯৫টি মামলা হয়েছে।

গত সরকারি দলের নেতৃস্থানীয় ৭৪ জনসহ চলতি অক্টোবর মাসে ৩ হাজার ১৯৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ ছাড়া বিগত সময়ে রাজনৈতিক দলের ছত্রচ্ছায়ায় যাঁরা চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডসহ বিভিন্ন ধরনের অপকর্মে লিপ্ত ছিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধেও মামলা, গ্রেপ্তারসহ আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

নির্বাচনের জন্য কত সময় লাগবে, জানাতে হবে : গয়েশ্বর

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় অন্তর্বর্তী সরকারকে নির্বাচনের সময়সীমা স্পষ্ট করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, নির্বাচনের জন্য কত সময় লাগবে, তা জানাতে হবে।

গতকাল রোববার জাতীয় প্রেসক্লাবে জহুর হোসেন চৌধুরী মিলনায়তনে জাতীয়তাবাদী প্রচার দলের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস উপলক্ষে 'দুর্যোগ প্রশমনে বিএনপির ভূমিকা' শীর্ষক এই আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন গয়েশ্বর রায়।

বিএনপির এই নেতা বলেন, 'নির্বাচনের জন্য কতটুকু সময় লাগবে, বলেন না কেন? সেনাবাহিনী প্রধান বলেছেন ১৮ মাস...তাঁর কথা বলেছেন বলুক। পরের দিন সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়, এটা সরকারের কথা না।'

নির্বাচন প্রসঙ্গে গয়েশ্বর রায় বলেন, এখনো নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করা হয়নি। ফলে নির্বাচন হবে কি না, সে বিশ্বাস কীভাবে করবেন।

অভিযোগ রিজভীর

ছাত্রলীগ-যুবলীগের যারা গুলি চালিয়েছে, তাদের ধরা হচ্ছে না

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী অভিযোগ করেছেন, ছাত্রদের আন্দোলনে ছাত্রলীগ-যুবলীগের যেসব নেতা-কর্মী বন্দুক দিয়ে গুলি চালিয়েছে, তাদের এখনো গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না।

গতকাল রোববার বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের কবরে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে এ কথা বলেন রিজভী। যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এম এ মালেক দেশে ফিরলে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে তিনি জিয়াউর রহমানের কবরে যান এবং সেখানে ফাতেহা পাঠ করেন।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উদ্দেশে রিজভী প্রশ্ন রাখেন, যারা আবু সাঈদ, মুগ্ধকে হত্যা করেছে, তাদের আপনারা খুঁজে পাবেন না, এটা কেমন কথা?

বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব বলেন, আওয়ামী লীগের অনেক নেতা ভারতে গিয়েছেন। ভারত তাঁদের পাসপোর্ট চেক করেনি। তাঁদের ভিসাও লাগেনি। অথচ বাংলাদেশের অন্য মানুষ ভারতে গেলে তাঁদের তো পাসপোর্ট-ভিসা লাগে। তিনি আরও বলেন, 'ভারত আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ। সে দেশে গণতন্ত্র আছে। তারা কী করে বাংলাদেশে এক চোখে দেখে?'

দুর্ভোগ পুরো দক্ষিণখান এলাকার সড়ক কেটে এক বছরের বেশি সময় ধরে চলছে পয়োনিষ্কাশনব্যবস্থার কাজ। এতে বাসিন্দারা দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন। উন্নয়নকাজের ধীরগতির কারণে ব্যাহত হচ্ছে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা। গতকাল মাদারটেক এলাকায়। ছবি : সাজিদ হোসেন

মামলা-গ্রেপ্তার আতঙ্কে আমলারা

জনপ্রশাসন

আওয়ামী লীগ সরকারের সময় যাঁরা সীমা লঙ্ঘন করেছেন, বাড়াবাড়ি করেছেন, তাঁদের অবশ্যই বিচার হতে হবে।

> সরকার আসবে, সরকার যাবে। আমলাদের নিরপেক্ষ থাকতে হবে। কিন্তু গত ১৫ বছরে দলীয় আমলাতন্ত্র হয়েছে।
>
> **এ কে এম আবদুল আউয়াল মজুমদার**, সাবেক সচিব

আরিফুর রহমান, *ঢাকা*

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর জনপ্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তাদের নামে একের পর এক মামলা হচ্ছে। এর মধ্যে বেশির ভাগই হত্যা মামলা। এতে কর্মকর্তাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ছে।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় কিছু কর্মকর্তার বিতর্কিত ভূমিকার কারণে এভাবে ঢালাও মামলা দেওয়া ঠিক হচ্ছে না। যাঁরা সীমা লঙ্ঘন করেছেন, বাড়াবাড়ি করেছেন, তাঁদের অবশ্যই বিচার হতে হবে। অযথা কেউ যেন হয়রানির শিকার না হন, তা-ও নিশ্চিত করতে হবে।

গত ৫ আগস্ট ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পাঁচ মুখ্য সচিবের বিরুদ্ধে এরই মধ্যে মামলা হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, সাবেক মুখ্য সচিব কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, আবুল কালাম আজাদ ও নজিবুর রহমান গ্রেপ্তার হয়েছেন। অন্য দুই মুখ্য সচিব তোফাজ্জল হোসেন মিয়া ও আহমেদ কায়কাউসের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। একজন দেশের বাইরে, অন্যজন আত্মগোপনে।

প্রশাসনের আরেক শীর্ষ পদ মন্ত্রিপরিষদ সচিব। আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে দায়িত্বে থাকা দুই মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম ও কবির বিন আনোয়ারের বিরুদ্ধেও মামলা হয়েছে। আরেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব মাহবুব হোসেনের নামে যাত্রাবাড়ী থানায় হত্যা মামলা নিয়ে বিভ্রান্তি রয়েছে। অবশ্য মামলার বাদী বলছেন, 'ভুলবশত' তাঁকে আসামি করা হয়েছে। তিনি গত বুধবার শেষ অফিস করে অবসরে গেছেন।

এ ছাড়া বেশ কয়েকজন সচিবের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা হয়েছে। ৮ আগস্ট অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে দুই মাসে বেশ কয়েকজন সচিবকে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) এবং বেশ কয়েকজনকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হয়েছে। তাঁদের নামেও মামলা হচ্ছে। এর মধ্যে গ্রেপ্তার হয়েছেন চারজন। তাঁরা হলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব মো. জাহাংগীর আলম ও একই মন্ত্রণালয়ের আরেক সাবেক জ্যেষ্ঠ সচিব আমিনুল ইসলাম খান, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সাবেক জ্যেষ্ঠ সচিব শাহ কামাল এবং সাবেক যুব ও ক্রীড়াসচিব মেজবাহ উদ্দীন আহমেদ।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাবেক জ্যেষ্ঠ সচিব মেজবাহ উদ্দিন চৌধুরী ও ফয়েজ আহমেদ এবং সাবেক সচিব আনিসুর রহমানের বিরুদ্ধেও মামলা হয়েছে।

তবে ঢালাওভাবে মামলা করার বিষয়ে উদ্বেগ জানিয়ে আইনবিশেষজ্ঞরা বলছেন, হত্যা মামলা করার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকতে হয়। থানায় মামলা নেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের দিক থেকে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা থাকা দরকার।

মামলা-গ্রেপ্তার নিয়ে ভিন্নমত

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমলাদের বিরুদ্ধে এমন মামলা ও গ্রেপ্তারের ঘটনা ঘটেনি। প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তাদের নামে মামলা ও গ্রেপ্তার নিয়ে সাবেক পাঁচজন সচিব, একজন জনপ্রশাসন বিশেষজ্ঞ, দুজন সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব ও বর্তমানে বিভিন্ন পদে কর্মরত পাঁচজন কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলেছে *প্রথম আলো*। এতে দুই ধরনের মত উঠে এসেছে।

একপক্ষের যুক্তি, বিগত ১৫ বছরে আমলারা রাজনীতিবিদদের মতো আচরণ করেছেন। তাঁরা আওয়ামী লীগের মন্ত্রী কিংবা সংসদ সদস্যের মতো কথা বলতেন। তা ছাড়া তিনটি বিতর্কিত জাতীয় নির্বাচন তাঁদের মাধ্যমে হয়েছে। এতে আমলাদের ওপর মানুষের অনাস্থা তৈরি হয়েছে।

এই পক্ষ আরও বলছে, রাজনৈতিক বিবেচনায় অনেক যোগ্য কর্মকর্তাকে পদোন্নতিবঞ্চিত করা হয়েছে। এর দায় তৎকালীন মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মুখ্য সচিব ও জনপ্রশাসন সচিবেরা এড়াতে পারেন না। তাঁদের কর্মকাণ্ডের খেসারত এখন পুরো আমলাতন্ত্রকে দিতে হচ্ছে।

আরেক পক্ষের ভাষ্য, আমলারা কেবল সরকারের আদেশ বাস্তবায়ন করেছেন। তবে যাঁরা সীমা লঙ্ঘন করেছেন, বাড়াবাড়ি করেছেন, তাঁদের বিচার হওয়া উচিত। কিন্তু যেভাবে শীর্ষ কর্মকর্তাদের নামে ঢালাও মামলা হচ্ছে, গ্রেপ্তার করা হচ্ছে তাতে অন্য কর্মকর্তাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে। এতে প্রশাসনের কাজে স্থবিরতা দেখা দিচ্ছে।

তবে সবাই মোটামুটি একমত, ঢালাওভাবে আমলাদের বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে অপরাধ গৌণ করে ফেলা হচ্ছে। এতে মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হতে পারে। প্রকৃত অপরাধীরা পার পেয়ে যেতে পারেন।

সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম *প্রথম আলোকে* বলেন, তাঁর নামে যে এলাকায় মামলা হয়েছে, তিনি সেখানে কখনো যাননি। মামলার বাদী অজ্ঞতাবশত কিংবা না বুঝে অথবা প্রতারণার উদ্দেশ্যে তাঁর নামে মামলা করেছেন। কখনো রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না বলে দাবি করেন এই আমলা।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, ২০০৭ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ও আমলাদের এমন কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়নি। তখন কিছু আমলার বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) মামলা করেছিল। দু-একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

পদোন্নতিবঞ্চিত একজন কর্মকর্তা *প্রথম আলোকে* বলেন, গত ১৫ বছরে যাঁরা মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মুখ্য সচিব ও জনপ্রশাসন সচিব হয়েছেন, তাঁরা বৈষম্যমূলক আচরণ করেছেন। তাঁরা রাজনৈতিক বিবেচনায় যোগ্য কর্মকর্তাদের পদোন্নতি দেননি। বিগত সরকারকে ফ্যাসিস্ট হতে সহায়তা করেছিলেন আমলারা। এখন তাঁদের চড়া মূল্য দিতে হচ্ছে।

'পেশাদারত্বের সঙ্গে কাজ করতে হবে'

গত ১৫ বছরে আমলারা যেভাবে খবরদারি করেছেন, কখনো কখনো রাজনীতিবিদদের মতো আচরণ করেছেন, তা বিভিন্ন সময় রাজনৈতিক নেতাদের মুখে উঠে এসেছে। ২০২১ সালে এক অনুষ্ঠানে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের বলেছিলেন, রাজনীতির মাঠে রাজনীতিবিদেরা নেই। রাজনীতির মাঠে খেলছেন আমলারা। একই বছর আমলাদের খবরদারি ও কর্তৃত্ববাদী ভূমিকা নিয়ে বেশ কয়েকজন সংসদ সদস্যও সংসদে বক্তব্য দেন।

বরিশাল সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার বাসভবনে হামলার ঘটনার পর প্রশাসন ক্যাডারদের সংগঠন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের দেওয়া বিবৃতি নিয়েও ২০২১ সালে ব্যাপক সমালোচনা হয়। তৎকালীন মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম নিজেই বলেছিলেন, এভাবে বিবৃতি দেওয়া ঠিক হয়নি।

সাবেক সচিব ও বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণকেন্দ্রের (বিপিএটিসি) রেক্টর এ কে এম আবদুল আউয়াল মজুমদার গত মঙ্গলবার *প্রথম আলোকে* বলেন, সরকার আসবে, সরকার যাবে। আমলাদের নিরপেক্ষ থাকতে হবে। কিন্তু গত ১৫ বছরে দলীয় আমলাতন্ত্র হয়েছে। এখন যাঁরা দায়িত্বে আছেন, তাঁদের সেখান থেকে শিক্ষা নিয়ে পেশাদারত্বের সঙ্গে কাজ করতে হবে।

সড়ক সংস্কারের সুফল পাওয়া যাবে নভেম্বর থেকে

ঢাকা দক্ষিণ সিটি

গতকাল সন্ধ্যায় ঢাকা দক্ষিণ সিটির জনসংযোগ শাখা থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

খানাখন্দে ভরা গেন্ডারিয়া নতুন সড়কে ঘটছে দুর্ঘটনা। সম্প্রতি তোলা। ছবি : প্রথম আলো

- আগস্ট-সেপ্টেম্বরে অতিবৃষ্টিতে বিভিন্ন সড়কে সৃষ্ট খানাখন্দের ফলে জনগণ দুর্ভোগে পড়েন।
- স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা সংশ্লিষ্ট সড়কসহ সব গর্ত ও খানাখন্দ দ্রুত মেরামতের নির্দেশনা দেন।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের আওতাধীন সড়কে সৃষ্ট গর্ত ও খানাখন্দের মধ্যে অনেক সড়কের সংস্কারকাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে এবং চলতি অক্টোবরের মধ্যে বাকি সড়কগুলোর সংস্কারও শেষ হবে। আগামী নভেম্বর থেকে নগরবাসী এসব সংস্কারকাজের সুফল পাবেন।

গতকাল রোববার সন্ধ্যায় ঢাকা দক্ষিণ সিটির জনসংযোগ শাখা থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা এ এফ হাসান আরিফের দিকনির্দেশনা এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটির প্রশাসক নজরুল ইসলামের সার্বিক তত্ত্বাবধানে নভেম্বর মাসে যেন মানুষ সুফল পান, সেই লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করছে সংস্থার প্রকৌশল বিভাগ।

গত আগস্ট-সেপ্টেম্বরে অতিবৃষ্টির ফলে ঢাকা দক্ষিণ সিটির আওতাধীন বিভিন্ন সড়কে সৃষ্ট গর্ত ও খানাখন্দের ফলে জনগণ দুর্ভোগে পড়েন। ২৮ সেপ্টেম্বর এ এফ হাসান আরিফ লালবাগ এলাকা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা নগর কর্তৃপক্ষকে লালবাগের সংশ্লিষ্ট সড়কসহ সব সড়কে সৃষ্ট গর্ত ও খানাখন্দ দ্রুত মেরামতের নির্দেশনা দেন।

এর পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা দক্ষিণ সিটির নবনিযুক্ত প্রশাসক মো. নজরুল ইসলাম দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে সংস্থার প্রকৌশল বিভাগকে নির্দেশ দেন। এসব সংস্কারকাজ বাস্তবায়ন তদারকিতে নবনিযুক্ত প্রশাসক দাপ্তরিক কর্মদিবস ছাড়া ছুটির দিনেও দপ্তরে উপস্থিত থেকে তদারকি করছেন এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিয়ে চলেছেন।

এরই ধারাবাহিকতায় ইতিমধ্যে সচিবালয়সংলগ্ন সড়ক, সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি, মিরপুর রোড, ঢাকেশ্বরী প্রধান সড়ক, শিক্ষা বোর্ড এলাকা, লালবাগ রোড, নীলক্ষেত রোড, কাঁটাবন সড়ক ও বাবুপাড়া রোড, হাতিরপুল বাজারসংলগ্ন সড়ক, শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি, শাহবাগ মোড়, পলাশী থেকে শহীদ মিনার, সাইন্সল্যাব মোড়, টিএসসি, দোয়েল চত্বর, বেইলি রোড, শান্তিনগর, ধানমন্ডি ১৩/এ, ৫/এ, পলাশী এলাকা, রাজারবাগ রোড, শাহজাহানপুর মোড়, ফকিরাপুল, দৈনিক বাংলা, আউটার সার্কুলার রোড, জিরো পয়েন্ট থেকে বঙ্গভবন, মতিঝিল শাপলা চত্বর থেকে ইত্তেফাক মোড়, যাত্রাবাড়ী থেকে ধোলাইপাড় রোড, ধলপুর থেকে সায়েদাবাদ এলাকা, জয়কালী মন্দির, হাটখোলা রোডসহ বেশ কিছু এলাকার সড়কে সৃষ্ট গর্ত ও খানাখন্দ মেরামত করা হয়েছে। অন্যান্য সড়কগুলোতে সৃষ্ট গর্ত ও খানাখন্দ মেরামতের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে ঢাকা দক্ষিণ সিটির প্রশাসক মো. নজরুল ইসলাম বলেন, 'নগরবাসীর ভোগান্তি লাঘব করা আমাদের অন্যতম লক্ষ্য। যেসব সড়কে মেরামতের কাজ বাকি আছে, সেসব সড়কের মেরামতের কাজ এ মাসের মধ্যেই শেষ হবে এবং আগামী মাস থেকে নগরবাসী আমাদের এসব কার্যক্রমের সুফল ভোগ করবে।'

প্রসঙ্গত, ১২ অক্টোবর *প্রথম আলোতে* 'ঢাকা দক্ষিণ সিটির সড়ক : একটু পরপর গর্ত, খানাখন্দ' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয়, দক্ষিণ সিটির প্রকৌশল বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, ৩০ শতাংশ সড়কে গর্ত-খানাখন্দ তৈরি হয়েছে।

ঝুঁকি মহাসড়কে অটোরিকশা চলাচল সম্পূর্ণ নিষেধ। এরপরও ঝুঁকি নিয়ে নিয়ম আমান্য করে দূরপাল্লার যানবাহনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছে এসব অটোরিকশা। গতকাল গাবতলীর আমিন বাজার এলাকায়। ছবি : আশরাফুল আলম

'দেশে আসেন ভাই, গুলির হিসাব দিয়ে যান'

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গুলি

আত্মগোপনে থাকার দুই মাস পর ফেসবুকে লক্ষ্মীপুরের সালাহ উদ্দিনের পোস্টের পর মন্তব্যে ক্ষোভ।

প্রতিনিধি, *লক্ষ্মীপুর*

সালাহ উদ্দিন

লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান ও জেলা যুবলীগের সাবেক সভাপতি এ কে এম সালাহ উদ্দিন (টিপু) ফেসবুক পোস্টে সৌদি আরবের একটি ছবি দিয়েছেন। গত শনিবার ছবিটি দিয়ে তিনি ক্যাপশনে লেখেন, 'দোয়ার দরখাস্ত'। সরকার পতনের পর আত্মগোপনে যাওয়ার পর এটাই তাঁর প্রথম ফেসবুক পোস্ট। বিষয়টি নিয়ে এলাকায় আলোচনা-সমালোচনা চলছে।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে গত ৪ আগস্ট লক্ষ্মীপুর শহরের বিভিন্ন স্থানে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ওপর গুলি বর্ষণ করেন সালাহ উদ্দিন ও তাঁর সহযোগীরা। এতে ঘটনাস্থলে নিহত হন চার শিক্ষার্থী, আহত হন শতাধিক।

পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গুলিবিদ্ধ আরও আটজনের মৃত্যু হয়। ৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করে শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে চলে যান। এরপর সালাহ উদ্দিনও আত্মগোপন চলে যান।

সালাহ উদ্দিন লক্ষ্মীপুর পৌরসভার সাবেক আলোচিত মেয়র প্রয়াত আবু তাহেরের ছেলে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে চার শিক্ষার্থী হত্যা মামলার প্রধান আসামি তিনি। এ ছাড়া তিনি পুলিশের ওপর হামলায় দায়ের করা মামলায় এজাহারভুক্ত আসামি।

আত্মগোপনে যাওয়ার দুই মাস আট দিন পর ফেসবুকে পোস্ট দেন সালাহ উদ্দিন। ওই ফেসবুক পোস্টের মন্তব্যের ঘরে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অনেকে। গতকাল রোববার সকাল পর্যন্ত ওই পোস্টে মন্তব্য হয়েছে সাত হাজারের বেশি। অনেকেই তাঁর ফাঁসি দাবি করেছেন। অনেকে কটাক্ষ করে সমালোচনাও করেছেন। মাকসুদ খান নামের একজন মন্তব্য করেছেন, 'বাহ্ বাহ্। এত মানুষের রক্তের জবাব দেওয়া ছাড়াই দোয়া?' মো. শাকিল লিখেছেন, 'দেশে আসেন ভাই, গুলির হিসাব দিয়ে যান।'

শাহাদাত হোসেন লিখেছেন, 'পাখির মতো গুলি করে মানুষ মেরে এখন সাধু সাজেন।' রায়হান লিখেছেন, 'মানুষ মেরে ওমরাহ পালন, সৃষ্টিকর্তার সাথে দারুণ অভিনয়।' গাজী সাব্বির আহমেদ লিখেছেন, 'পীর সাহেব, আপনি পালাইছেন কবে?'

গত শনিবার দুপুরে মেসেঞ্জারে কথা হয় সালাহ উদ্দিনের সঙ্গে। এ সময় তিনি বলেন, 'আমি সৌদি আরবে আছি। ছাত্রদের ওপর আমি গুলি করিনি। গুলি করেছি ওপরের দিকে। আত্মরক্ষার্থে ও পরিবার-পরিজনকে হেফাজতের জন্য লাইসেন্স করা অস্ত্র দিয়ে গুলি করেছি। হত্যার সঙ্গেও আমি জড়িত নই। রাজনৈতিকভাবে আমি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাচ্ছি, এ কারণে দলের ভেতরের ও বাইরের লোকজন অপপ্রচার চালাচ্ছেন। আমি কোনো অপকর্মের সঙ্গে জড়িত ছিলাম না।' কীভাবে সৌদি আরব এলেন, এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'অনেক কথা হয়েছে, এবার রাখি।' এই বলে দ্রুত লাইন কেটে দেন তিনি।

জানতে চাইলে লক্ষ্মীপুর সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবদুল মোন্নাফ *প্রথম আলোকে* বলেন, 'শিক্ষার্থী হত্যা মামলার গুরুত্বপূর্ণ আসামিরা যাতে দেশের বাইরে যেতে না পারেন, সে জন্য ইমিগ্রেশনকে জানানো আছে। আমরা জেনেছি, সালাহ উদ্দিন বৈধভাবে দেশ ত্যাগ করেননি। আর সৌদি আরবে অবস্থানের যে ছবিটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট দিয়েছেন, সেটি বর্তমানের না আগের, তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য সাইবার সিকিউরিটি বিভাগকে জানানো হয়েছে। তবে পুলিশের ধারণা, আগের ছবি পোস্ট দিয়ে তিনি ধূম্রজাল সৃষ্টি করছেন।'

তাঁতীবাজারে পূজামণ্ডপের সামনে ছিনতাইয়ের ঘটনায় তিনজনের রিমান্ড

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রাজধানীর পুরান ঢাকার তাঁতীবাজারে পূজামণ্ডপের সামনে এক নারীর স্বর্ণালংকার ছিনতাইয়ের অভিযোগে করা মামলায় গ্রেপ্তার তিনজনের এক দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র বলছে, গত শুক্রবার পূজামণ্ডপে একটি 'পেট্রলবোমা' নিক্ষেপের সময় ওই ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে।

গতকাল রোববার ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট মোশাররফ হোসেন এ আদেশ দেন। রিমান্ডের আদেশ পাওয়া তিনজন হলেন আকাশ (২৩), জীবন (১৯) ও হৃদয় (২৩)।

ঢাকার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এনামুল হক খান এসব তথ্য নিশ্চিত করে প্রথম আলোকে বলেন, স্বর্ণালংকার ছিনতাইয়ের মামলায় গ্রেপ্তার তিনজনকে আদালতে হাজির করে তিন দিন রিমান্ডের আবেদন করা হয়। আদালত প্রত্যেকের এক দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

গত শুক্রবার সন্ধ্যায় পুরান ঢাকার তাঁতীবাজারে পূজামণ্ডপে একটি 'পেট্রলবোমা' নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। সেটিতে সামান্য আগুন ধরলেও কেউ হতাহত হননি। পরে কালো হয়ে যাওয়া সলতেসহ পেট্রলভর্তি কাচের বোতলটি উদ্ধার করে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রগুলো বলছে, পূজামণ্ডপের পাশের একটি গলি থেকে কয়েকজন যুবক পূজার মঞ্চ লক্ষ্য করে একটি বোতল ছুড়ে মারেন। স্বেচ্ছাসেবকেরা হামলাকারীদের ধরতে গেলে তাঁরা ছুরিকাঘাত করেন। এতে অন্তত পাঁচজন আহত হন। একই সময় পূজামণ্ডপের সামনে এক নারীর স্বর্ণালংকার ছিনিয়ে নেওয়ার সময় তিনজনকে আটক করা হয়।

এদিকে তাঁতীবাজারে পূজামণ্ডপে হামলার ঘটনায় মামলা হয়নি বলে জানিয়েছেন কোতোয়ালি থানার ওসি এনামুল হক খান। তিনি বলেন, পূজামণ্ডপে হামলার ঘটনায় পূজা কমিটির পক্ষ থেকে কোনো মামলা হয়নি। পূজা কমিটি অভিযোগ দিলে মামলা নেওয়া হবে। পূজা কমিটি যদি অভিযোগ জমা না দেয়, তাহলে পুলিশ বাদী হয়ে মামলা করবে।

জনগণের রায়কে সম্মান জানান।

জম্মু-কাশ্মীরের নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে *দ্য হিন্দুর* সম্পাদকীয় মন্তব্য

সম্পাদকীয়

ডেঙ্গুতে মৃত্যু ২০০ ছাড়াল

কামান না দেগে স্থানীয়দের যুক্ত করুন

চলতি বছর ডেঙ্গুতে মৃত্যুর সংখ্যা ২১০-এ পৌঁছানোতে সরকারের নীতিনির্ধারকদের টনক কতটা নড়েছে জানি না, তবে দেশবাসী এ খবরে খুবই বিচলিত। ডেঙ্গুতে গত বছর ১ হাজার ৭০৫ জন মারা গেছেন। এবারের সংখ্যা অনেক কম। এ নিয়ে সরকারের আত্মতুষ্টি লাভের সুযোগ নেই। প্রতিটি মৃত্যুই বেদনাদায়ক ও অপূরণীয়।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, চলতি মাসের ১২ দিনে ডেঙ্গুতে ৪৭ জনের মৃত্যু হলো। আর চলতি বছর মৃত্যু হলো মোট ২১০ জনের। গত বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা থেকে গতকাল সকাল ৮টা পর্যন্ত সারা দেশে ৪৯০ জন নতুন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। চলতি বছর হাসপাতালে ভর্তি ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা প্রায় ৪১ হাজার।

সিটি করপোরেশনভিত্তিক হিসাবে এ বছর ঢাকা দক্ষিণ সিটিতে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু ও আক্রান্তের খবর পাওয়া গেছে। যে সিটি করপোরেশনের মেয়র দুপুরের ভাত আনার জন্য লাখ লাখ টাকা খরচ করেন সরকারি কোষাগার থেকে, সেই সিটি করপোরেশনে ডেঙ্গুর প্রকোপ বাড়বে, এটাই স্বাভাবিক। তাই বলে উত্তর সিটি করপোরেশন ডেঙ্গু দমনে সাফল্য দেখিয়েছে, তার প্রমাণ নেই। বিগত সরকারের আমলে ব্যতিক্রম বাদে স্থানীয় সরকার সংস্থার প্রায় সব জনপ্রতিনিধি জনসেবার চেয়ে আত্মসেবায় নিয়োজিত ছিলেন।

হাসপাতাল ও সিটি করপোরেশন সূত্রে পাওয়া খবর দিয়ে প্রকৃতপক্ষে ডেঙ্গুতে কতজন আক্রান্ত হয়েছেন, সে তথ্য পাওয়া যাবে না। ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হওয়ার পরও অনেকে চিকিৎসকের কাছে যান না সচেতনতার অভাবে। আবার অনেকের সামর্থ্যই নেই চিকিৎসকের কাছে যাওয়া বা হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার। এসব ক্ষেত্রে কেউ মারা গেলে হিসাবের বাইরেই থেকে যান।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে প্রথম ও প্রধান কাজ হলো এডিস মশার প্রজননক্ষেত্র ধ্বংস করা। বাড়ির কাছাকাছি কোথাও এডিস মশার বংশবিস্তারের উপযোগী পানি জমতে দেওয়া যাবে না। এসি, ফুলের টব, ফ্রিজের নিচসহ বাসায় যেসব স্থানে পানি জমে থাকতে পারে, সেগুলো থেকে নিয়মিত পানি সরিয়ে ফেলতে হবে। পানি জমে থাকতে পারে, এমন জিনিস, যথা বালতি, খালি বোতল, মগ, পাতিল—এগুলো উল্টে রাখতে হবে। বাড়ির আশপাশ ও বারান্দা-করিডর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে, প্রয়োজনে ব্লিচিং পাউডার ছড়ানো গেলে মশার উৎপাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

মশা মারার কাজ করার দায়িত্ব সিটি করপোরেশন ও পৌরসভার। কিন্তু এ মুহূর্তে স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোয় নির্বাচিত প্রতিনিধি নেই। অন্তর্বর্তী সরকার প্রশাসক দিয়ে এসব সংস্থা পরিচালনা করছে, যাদের পক্ষে মশকনিধনসহ বিশাল কর্মযজ্ঞ সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। ক্ষমতার পালাবদলের আগেই ঢাকার দুই মেয়র পলাতক। কাউন্সিলররাও নিষ্ক্রিয়। সরকারের পক্ষ থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বরখাস্ত করার পর এসব প্রতিষ্ঠান অনেকটাই অথর্ব। এ অবস্থায় সরকার স্থানীয় তরুণদের যুক্ত করে সমন্বিত কর্মসূচি নিতে পারে, যাতে সব শ্রেণি ও পেশার মানুষ সক্রিয়ভাবে অংশ নেবে।

ভারতের কলকাতা নগরীতে একসময় ডেঙ্গুর ব্যাপব প্রাদুর্ভাব ছিল। সেই কলকাতা এখন অনেকটাই ডেঙ্গুমুক্ত। সেখানকার সরকার ও জনপ্রতিনিধিরা ডেঙ্গুবিরোধী কার্যক্রমে সর্বস্তরের মানুষকে সম্পৃক্ত করতে পেরেছে। কিন্তু আমাদের এখানে পূর্বাপর সরকার সেদিকে নজর দেননি। ডেঙ্গু নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে, অনেক কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে। কিন্তু সফল না হওয়ার পেছনে কারণটা খুঁজে বের করা দরকার। মশা মারতে কামান না দেগে স্থানীয়দের যুক্ত করুন।

উল্টো পথে যান চলাচল

নয়াবাড়ির সড়কে বিশৃঙ্খলা দূর করুন

দেশে সড়ক দুর্ঘটনা কোনোভাবেই রোধ করা যাচ্ছে। এটি রীতিমতো মহামারি আকার ধারণ করেছে। নিরাপদ সড়কের দাবিতে একাধিকবার আন্দোলন হয়েছে। এরপরও সড়ক নিরাপদ করার আন্তরিক উদ্যোগ তেমন দেখা যায়নি কোনো সরকারের আমলেই। আইন থাকলেও তা যথাযথ প্রয়োগ হয় না। ফলে সড়কের মৃত্যুর সারি দিন দিন লম্বাই হচ্ছে। আইন প্রয়োগের পাশাপাশি আইন না মানার প্রবণতাও আমরা দেখি। এর মধ্যে অন্যতম, সড়কে উল্টো পথে গাড়ি চালানো। সেটিই চরমভাবে ভোগাচ্ছে নারায়ণগঞ্জে।

প্রথম আলোর প্রতিবেদন জানাচ্ছে, গত ২৮ আগস্ট একটি বাসের ধাক্কায় নিহত হয়েছেন হারিস আলী নামের একজন নিরাপত্তাকর্মী। সড়কটিতে উল্টো পথে আসা ইজিবাইকের কারণেই বাসের নিচে চাপা পড়ে মারা যান তিনি। সংসারের অভাব ঘোচাতে সদ্য তরুণ ছেলেকেও নিজের পেশায় নিয়ে এসেছিলেন হারিস। নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ নয়াবাড়ি এলাকার রহিম স্টিল মিলসে কাজ করতেন তিনি। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পাশের এ কারখানার সামনেই তিনি নিহত হন। এখন তাঁর সাত সদস্যের সংসারের বোঝা এসে পড়েছে সেই তরুণ ছেলের কাঁধে।

দুই লেনের এ মহাসড়কের চট্টগ্রামগামী লেনের পাশে ৫০০ মিটারের মধ্যে অন্তত ১২টি বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং সড়কের উভয় পাশে ২টি উচ্চবিদ্যালয়, ৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৫টি মাদ্রাসা ও ২টি কিন্ডারগার্টেন অবস্থিত। ব্যস্ততম মহাসড়কটির উভয় পাশেই হরদম উল্টো পথে ইজিবাইক, সিএনজিচালিত অটোরিকশা ও ব্যাটারিচালিত রিকশা, এমনকি বাস চলাচল করছে। উল্টো পথে বেশি যান চলাচল করে নয়াবাড়ি গ্রিন লাইন পরিবহনের ডিপো থেকে কাঁচপুর হাইওয়ে থানা পর্যন্ত। এসব যান চলাচল বন্ধে হাইওয়ে পুলিশের তেমন কোনো তৎপরতাও নেই।

স্থানীয় লোকজন বলছেন, মহাসড়কের নয়াবাড়ি এলাকা একটি মৃত্যুফাঁদ। প্রতি সপ্তাহেই এখানে ছোট-বড় দুর্ঘটনা ঘটে। এর প্রধান কারণ উল্টো পথে যান চলাচল ও পথচারী পারাপারে পদচারী-সেতু না থাকা। নয়াবাড়ি এলাকায় একটি পদচারী-সেতু নির্মাণের জন্য এলাকাবাসী বছর দুয়েক আগে আবেদন করেছিলেন; কিন্তু সেতু হয়নি। ফলে মৃত্যুর মিছিলও থামেনি। আরও দুঃখজনক হচ্ছে বিভিন্ন কারখানায় কর্মরত শ্রমিকেরাই বেশি ভুক্তভোগী হচ্ছেন।

কাঁচপুর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ভাষ্য, কাঁচপুর থেকে মেঘনা পর্যন্ত বিভিন্ন সড়কের অলিগলি থেকে হঠাৎ ইজিবাইক ও রিকশাগুলো প্রধান সড়কে চলে আসে। চেষ্টা করেও সব সময় উল্টো পথে যান চলাচল আটকানো যায় না। নয়াবাড়ি এলাকাটি শ্রমিক-অধ্যুষিত হওয়ায় এখানে দুর্ঘটনা বেশি হয়। এখানে একটি পদচারী-সেতু খুবই জরুরি। উল্টো পথে যান চলাচল বন্ধে আরও সক্রিয় ভূমিকা রাখবেন বলে তিনি জানান।

আমরা আশা করি, হাইওয়ে থানা সত্যিকার অর্থেই সেখানে সক্রিয় ভূমিকা রাখবে। এ ছাড়া সেখানে একটি পদচারী-সেতু নির্মাণ করা হোক। নয়াবাড়ি এলাকায় সড়কে মৃত্যুর ঘটনা থামাতেই হবে।

চিঠিপত্র

ভবদহে জলাবদ্ধতা

যশোর জেলার দক্ষিণ-পূর্ব অংশে অভয়নগর, মনিরামপুর, কেশবপুর, ডুমুরিয়া ও ফুলতলার কিছু অংশ নিয়ে ভবদহের অবস্থান। চার দশক ধরে এখানকার ৩৩০ কিলোমিটার এলাকার ৩ লাখ মানুষ জলাবদ্ধতায় ভুগছে। চলতি মৌসুমি ভারী বৃষ্টির কারণে জলাবদ্ধতার বিস্তৃতি আরও প্রকট আকার ধারণ করেছে। অভয়নগর, মনিরামপুর, কেশবপুর অঞ্চলের ৩৫টি গ্রাম পানির নিচে তলিয়ে গেছে। হাজার হাজার কৃষকের ২৫ হাজার হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়ে গেছে। এ ছাড়া কয়েক হাজার মাছের ঘের বন্যার পানিতে প্লাবিত হয়েছে। ভবদহের জলাবদ্ধতার দীর্ঘ এ সমস্যার স্থায়ী সমাধান হচ্ছে না। জলাবদ্ধতা সমস্যার সমাধানকল্পে সবুজায়ন নামে পানি উন্নয়ন বোর্ড ১৯৬১ সালে পাঁচটি স্থানে ৪৪টি স্লুইসগেট স্থাপন করে। বর্তমানে ২১টি কপাটের মধ্যে ১৮টি পলি জমে বন্ধ হয়ে গেছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভবদহ বিলের এ জলাবদ্ধতা সমাধানের জন্য টিআরএম স্থাপন, আমডাঙ্গা খাল খনন, ২৭ বিল এলাকার অকাল জলাবদ্ধতা নিরসনে দ্রুত বিল খুকশিয়ার ওয়াপদার স্লুইসগেটের পলি অপসারণ জরুরি। ষাটের দশকে ভবদহ থেকে বারোহাটি নদীটি ১৫০ থেকে ২০০ মিটার প্রস্থ ছিল; কিন্তু বিগত কয়েক বছরে সেটি এখন মাত্র ১৫ থেকে ২০ মিটারে নেমে এসেছে, এর গভীরতা ৩ থেকে ৫ ফুট। বিগত সরকারের আমলে ডেলটা ২১ প্রকল্প হাতে নিলেও তার কোনো সুফল ভবদহে মেলেনি। এটির অন্যতম কারণ ছিল লালফিতার দৌরাত্ম্য ও স্থানীয় প্রভাবশালীদের প্রভাবে জলাবদ্ধতা নিরসন হয়নি। স্বাধীনতার পরে অনেকবার ভবদহ বিলের জলাবদ্ধতা নিরসনে প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে; কিন্তু সেটি ছিল অপরিকল্পিত ও ত্রুটিপূর্ণ, যেখানে ছিল শুভংকরের ফাঁকি। কাজেই ভবদহ বিল এখন যশোরের মরণফাঁদ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মো. তুহিন হোসেন
শিক্ষার্থী, ঢাকা কলেজ

ভারত

মোদি আপাতত ব্যর্থ, কাশ্মীর কি মর্যাদা ফিরে পাবে

সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়

কাশ্মীরের শ্রীনগরে একটি ভোটকেন্দ্রের দৃশ্য। ছবি : রয়টার্স

কাশ্মীর নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখেছিলেন নরেন্দ্র মোদি। সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ খারিজের পর তিনি চেয়েছিলেন জম্মু-কাশ্মীরকে প্রথমবারের মতো কোনো হিন্দু মুখ্যমন্ত্রী উপহার দিতে। স্বপ্ন সাকার করতে চেষ্টার ত্রুটি রাখেননি তিনি।

জম্মুজুড়ে প্রচার চলেছে কোনো ডোগরার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার কথা। উপত্যকার জনতা তা ব্যর্থ করে দিল। এই অতৃপ্তি নিশ্চিতভাবেই তাঁকে বহুদিন হতাশাচ্ছন্ন রাখবে।

জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভার ভোট হলো ১০ বছর পর। এ সময়ে ঝিলম দিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে। পিডিপির সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিজেপি চার বছর রাজত্ব করেছে। তারপর জোট ভেঙে রাজ্যটাকেই ভেঙে দিলেন মোদি। লাদাখকে আলাদা করে দুটি পৃথক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গড়ার পাশাপাশি কেড়ে নিলেন জম্মু-কাশ্মীরের সংবিধান প্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতা। খারিজ করলেন সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ।

সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ না দিলে আরও কত দিন সেখানে কেন্দ্রের শাসন চলত, কেউ জানে না। যেমন এখনো জানা নেই, প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা কবে পাবে। কবে প্রতিষ্ঠা পাবে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের পূর্ণ হুকুম।

ভাবী মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ জানিয়েছেন, রাজ্যের মর্যাদা ফেরতের দাবিই হবে নতুন মন্ত্রিসভার প্রথম প্রস্তাব। যদিও তা যে শর্তসাপেক্ষ, সে ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন বিজেপি নেতা রাম মাধব, যাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ভোট পরিচালনার। তিনি বলেছেন, রাজ্যের মর্যাদা ফেরতের আগে কেন্দ্রকে নিশ্চিত হতে হবে, সেই সব ভয়ংকর দিন ভূস্বর্গে আর ফেরত আসবে না। কে জানে, ভোট হলেও এটা দিল্লি-শ্রীনগরের নতুন রাজনৈতিক ঠোকাঠুকি পর্ব হতে চলেছে কি না।

ন্যাশনাল কনফারেন্স (এনসি) ও কংগ্রেসের জোট জম্মু-কাশ্মীরে সরকার গড়ুক, নিশ্চিতভাবেই মোদি তা চাননি। চাননি বলেই বিধানসভার বহর বাড়ানো হয়েছে। কেন্দ্রগুলোর সীমানা নতুনভাবে এঁকে হিন্দুপ্রধান জম্মুতে বাড়ানো হয়েছে ৬টি আসন, মুসলমানপ্রধান কাশ্মীরে ১টি। ওখানেই তিনি থেমে থাকেননি। আইন করে উপরাজ্যপালকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে বিধানসভায় পাঁচজনকে মনোনীত করার, যাঁদের ভোটাধিকারও থাকবে।

২০১৯ সালে জম্মু-কাশ্মীর পুনর্গঠন আইনে বলা হয়েছিল, উপরাজ্যপাল যদি মনে করেন বিধানসভায় পর্যাপ্ত নারী নির্বাচিত হননি, তাহলে তিনি দুজন নারীকে মনোনয়ন করতে পারবেন। ২০২৩ সালে সেই আইনও সংশোধন করা হয়। উপরাজ্যপালকে অধিকার দেওয়া হয় আরও তিনজনকে মনোনীত করার, যাঁদের মধ্যে দুজন হবেন উদ্বাস্তু কাশ্মীরি পণ্ডিত (একজন নারী), অন্যজন পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের উদ্বাস্তু। এর ফলে বিধানসভার বহর বেড়ে হয় ৯৫।

ভোটের ফল বেরোনোর আগেই বিজেপি সেই পাঁচজনের নাম ভাসিয়ে সগর্ব ঘোষণা করে, পাঁচজনই দলের পদাধিকারী। এর বিরুদ্ধে এনসি, পিডিপি, কংগ্রেস, সিপিএম সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার হুমকি শুনিয়ে রেখেছে। তাদের কথায়, মন্ত্রিসভার সঙ্গে আলোচনা না করে একতরফা মনোনয়নের অধিকার অনির্বাচিত উপরাজ্যপালের থাকতে পারে না। আশঙ্কা, এই মনোনয়ন মুখ্যমন্ত্রী ও উপরাজ্যপালের সংঘাতের দ্বিতীয় হেতু হতে পারে। দিল্লিতে যা আকসার হচ্ছে। ক্ষমতা দখলে এত কিছুর পরও নরেন্দ্র মোদির স্বপ্ন অধরা থেকে গেল উপত্যকাবাসী বিজেপির দিক থেকে মুখ ফেরানোয়!

কাশ্মীর উপত্যকায় ৪৭ আসনের মধ্যে এনসি জিতেছে ৩৫টি। জোট শরিক কংগ্রেস ৯ আসন। সিপিএম তার একমাত্র আসনটি এবারও হাতছাড়া করেনি। কুলগামে এ নিয়ে টানা পাঁচবার জিতলেন ইউসুফ তারিগামি।

উপত্যকা ও জম্মুর সংযোগকারী পুঞ্চ, রাজৌরি জেলায় ১৬ আসনে লড়ে এনসি ৭টি দখল করলেও তাদের চূড়ান্ত হতাশ করেছে কংগ্রেস। জম্মু অঞ্চলে ৩০টি আসনে প্রার্থী দিয়ে কংগ্রেস জিততে পেরেছে মাত্র ১টি আসনে। অথচ ২০১৪ সালের প্রবল মোদি-হাওয়াতেও জম্মু এলাকায় কংগ্রেস ৫টি আসন জিতেছিল।

বলতেই হবে, হরিয়ানায় কংগ্রেস যেমন নিশ্চিত জয়ের মুখ থেকে হার ছিনিয়ে ফিরেছে, জম্মুতেও তেমনই তারা নিজেদের মুখ পুড়িয়েছে। অথচ ৩৭০-পরবর্তী জম্মুতে অসন্তোষের আগুন দাউ দাউ না হলেও ধিকিধিকি জ্বলছিল। বিশেষ মর্যাদা প্রত্যাহারের ফলে স্থানীয় হিন্দু-শিখ ব্যবসায়ীরা কোণঠাসা হচ্ছিল। বহিরাগত গুজরাটি, পাঞ্জাবি শিল্পপতিদের কাছে হারাচ্ছিল জমির অধিকার। সংকুচিত হচ্ছিল সরকারি ও বেসরকারি চাকরির বাজার। বেড়ে যাচ্ছিল অসম প্রতিযোগিতা।

একদিকে হিন্দুত্ববাদ প্রতিষ্ঠা ও সন্ত্রাসবাদ দমনের অভীপ্সা, অন্যদিকে অর্থনীতি ও কর্মসংস্থানের প্রতিযোগিতায় ক্রমে কোণঠাসা হওয়া—এই দুই সংঘাতে জম্মুর হিন্দুসমাজ যে দোলাচলের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল, তাতে ঘা মারার ক্ষেত্রে কংগ্রেস চূড়ান্ত ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে।

জম্মু, সাম্বা, কাঠুয়া, উধমপুর জেলাগুলোয় রাহুল একবারের জন্যও প্রচারে যাননি। উপযুক্ত প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রেও দল করে গেল একের পর এক ভুল। সেই সুযোগ হাতছাড়া করেনি বিজেপি। তাদের ২৯টি আসনের প্রতিটিই জম্মুর। উপত্যকায় তারা খাতা খুলতে ব্যর্থ।

এই ব্যর্থতার প্রধান কারণ যদি হয় মোদি সরকারের ২০১৯ সালের ৫ আগস্টের যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত, দ্বিতীয় কারণ তাহলে ভোটে জিততে তাদের হীন চাতুরী। ৩৭০ অনুচ্ছেদ রদ উপত্যকার মানুষ শুধু যে মন থেকে মেনে নেয়নি, তা-ই নয়, বিজেপির ছল, বল, কৌশলকেও এই ভোটে তারা সমবেতভাবে পরাজিত করেছে।

তা করতে গিয়ে উপত্যকাবাসী চোখ বন্ধ করে বেছে নিয়েছে পরিচিত ঘরের দল এনসিকে। আবদুল্লাহ পরিবারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ-অসন্তোষ থাকা সত্ত্বেও এই ভোটে তারা নির্দ্বিধায় তাদেরই কোল পেতে দিয়েছে বহিরাগত আগ্রাসী বিজেপির উগ্র হিন্দুত্ববাদী জাতীয়তাবাদ রুখতে।

তারা বুঝেছে, ৩৭০ অনুচ্ছেদ লোপ পেলেও ‘কাশ্মীরিয়ৎ’-এর অহংবোধ কেউ যদি রক্ষা করতে পারে, তাহলে এনসিই পারবে।

বিজেপি যতই আসন প্রাপ্তির বড়াই করুক, ২৯ আসন জেতার কৃতিত্ব (২০১৪ সালে পেয়েছিল ২৫টি) যতই বিজ্ঞাপিত হোক, এই ফল ৩৭০-এর বিরুদ্ধে উপত্যকাবাসীর গণভোট বলেই পরিচিতি পাচ্ছে।

একই রকমভাবে এই ফল বোঝাল, উপত্যকাবাসী নীতির ক্ষেত্রে বিজেপির দ্বিচারিতারও বিরুদ্ধে। তাদের সব আয়োজনই তাই বৃথা।

বিজেপির অঙ্ক ছিল জম্মুর সিংহভাগ আসন জিতে উপত্যকার মুসলমান ভোটে বিভাজন ঘটানো। সে জন্য প্রথম ভরসা ছিল দলছুটদের নিয়ে তৈরি আপনি পার্টি ও আজাদ পার্টি।

পিডিপির শীর্ষ নেতা আলতাফ বুখারি ও কংগ্রেসের গুলাম নবী আজাদ লোকসভা ভোটে সেই লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থ হওয়ায় বিজেপি কাছে টানে বিচ্ছিন্নতাবাদী জেলবন্দী সংসদ সদস্য ইঞ্জিনিয়ার রশিদকে। পাশাপাশি মদদ দিতে থাকে নিষিদ্ধ সন্ত্রাসবাদী জামায়াতে ইসলামিকে।

এই চার শক্তিকে নানাভাবে মদদ দিয়েও বিজেপি নিজেদের চূড়ান্ত ব্যর্থ প্রতিপন্ন করল। তাদের কারিকুরি বুঝতে উপত্যকার মানুষের দেরি হয়নি। এরা বিজেপির ‘বি-টিম’ বলে এনসির প্রচার বিনা বাক্যে তারা গ্রহণ করেছে। বিজেপি এখন সাফাই গাইছে এই বলে যে বিচ্ছিন্নতাবাদী বা সন্ত্রাসবাদীদের গণতান্ত্রিক পথে ফেরত আনার সুযোগ করে দেওয়াটা কম কথা নয়।

সহমরণে যাওয়া আর্তনাদ চাপা দিতে প্রবলভাবে সতীর জয়গান করা হতো। হরিয়ানার জয় উদ্‌যাপনে বিপুল ঢক্কানিনাদ কাশ্মীরে বিজেপির ব্যর্থতা চাপা দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। দেশে তো বটেই, আন্তর্জাতিক স্তরেও নরেন্দ্র মোদির কাশ্মীর নীতি নতুন প্রশ্ন তুলবে। প্রধানমন্ত্রী নিজেকেও দাঁড় করাচ্ছেন অন্য এক পরীক্ষার মুখে। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কত দ্রুত জম্মু-কাশ্মীরকে তিনি রাজ্যের পরিচিতি ফিরিয়ে দেন, তা দেখতে উন্মুখ থাকবে সবাই। ওমর আবদুল্লাহর দশা অরবিন্দ কেজরিওয়ালের মতো হয় কি না, আপাতত সেটাই মূল আকর্ষণ।

● **সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়** *প্রথম আলোর* নয়াদিল্লি প্রতিনিধি

নিরাপত্তা হেফাজত

‘সময় পেলে সেফ হোম নিয়েও কথা কয়েন’

গওহার নঈম ওয়ারা

দুজন বন্দীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল কথিত এক সেফ হোমে। সেখানে আটক এই দুই মেধাবী কিশোরীর সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা হয় সেবার। শিরোনামের অনুরোধটা ছিল তাদেরই।

দুই বোন—দুজনই এসএসসিতে সর্বোচ্চ গ্রেড পেয়ে ভালো কলেজে ভর্তি হয়েছিল। পাঠক্রমের বাইরেও তাদের অনেক জানাশোনা। প্রমিত বাংলার পাশাপাশি ইংরেজিতেও ভালো বলে। উচ্চমাধ্যমিক পড়তে পড়তে দুই বোনের ‘মতিভ্রম’ (তাদের অভিভাবক এবং সেফ হোমের কর্মকর্তাদের মতে) ঘটে। দুই বোন তাদের পরিবারের ধর্ম ত্যাগ করে। এর ফলে তাদের লেখাপড়া বন্ধ আর সেফ হোমে প্রেরণ। সেফ হোমটিতে বেশির ভাগই হচ্ছে সরকার নির্ধারিত বয়সের আগে বিয়ে করে ফেঁসে গেছে এমন। পরিবার দিয়েছে অপহরণ ও ধর্ষণের মামলা। ছেলেটি ধরা পড়ে জামিন অযোগ্য হাজতবাসে আছে। আর কিশোরীটির দিন কাটছে অসহ্য এক বন্দিখানায়। এদের কয়েকজন সদ্য মা হয়েছে এমনও আছে।

মাঝেমধ্যেই সেফ হোমের কথা পত্রপত্রিকায় ছাপা হয়। তবে বেশির ভাগ খবরে থাকে সেফ হোম থেকে কিশোরীদের ‘পালিয়ে’ যাওয়ার ঘটনা। সম্প্রতি ছাপা হওয়া একটা খবর পড়ে মনে হতে পারে, এটা একটা ‘বিচ্ছিন্ন ঘটনা’। কিন্তু তিন-চারটা দপ্তরের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ঘটা সে ঘটনা কতটা তাৎক্ষণিক অথবা কতটা নিয়মিত, সেটা খতিয়ে দেখা দরকার। অপহরণ থেকে উদ্ধারের পর ঠাকুরগাঁওয়ের এক কিশোরীকে নিরাপত্তার কারণে রাজশাহী সেফ হোমে রাখা হয়। সেই কিশোরীকে সম্প্রতি সরকারি ব্যবস্থাপনায় ঠাকুরগাঁওয়ে নিয়ে গিয়ে আসামিদের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেওয়া হয়। পুলিশ, রাজশাহীর সেফ হোমের সুপারিনটেনডেন্ট এবং ঠাকুরগাঁও সমাজসেবা দপ্তরের প্রবেশন অফিসারদের চতুর সমন্বয় ছাড়া এ ধরনের দেখাসাক্ষাৎ একেবারেই অসম্ভব। বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পর ভুল স্বীকার করে নিঃশর্ত ক্ষমা চেয়েছেন রাজশাহীর সেফ হোমের ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট। যাঁর কথায় তিনি কিশোরীটিকে ঠাকুরগাঁও পাঠিয়েছিলেন, সেই প্রবেশন অফিসার (সমাজসেবা কার্যালয় ঠাকুরগাঁও) কিংবা পুলিশ, যাঁদের চাঁদোয়ার নিচে আসামিরা কাণ্ডটা ঘটাল, তাদের কোনো কৈফিয়ত কি চাওয়া উচিত নয়?

এ ঘটনা থেকে বোঝা যায়, সেফ হোম কতটা অনিরাপদ। সম্প্রতি একটি কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে গবেষণার কাজ করতে এসেছিলেন বিদেশের এক বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক। নিবাসীদের সঙ্গে একান্তে কথা বলে তিনি সেখানকার একশ্রেণির কর্তাদের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ শুনেছেন, তার সিকি ভাগও যদি সত্য হয়, তবে বলতে হবে কিশোরেরা নরকে আছে। যেকোনো কিছুর বিনিময়ে এর দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরা নিবাসীদের যেকোনো ঝুঁকিতে ফেলতে পরোয়া করে না।

বাংলাদেশে বর্তমানে সমাজসেবা অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে গাজীপুর সেফ হোম ছাড়া আরও ছয়টি সেফ হোম আছে। সেগুলোতে মোট ৩০০ জন থাকতে পারেন। সেখানে আছেন মোট ৪৩৩। এর প্রায় অর্ধেকই প্রতিবন্ধী নারী ও মেয়েশিশু। দেশের বাইরেও ছয়টি (রিয়াদ, জেদ্দা, মদিনা, ওমান, জর্ডান, লিবিয়া ও লেবানন) সেফ হোম আছে। সেগুলোকে অবশ্য সেফ হাউস বলা হয়। হোম আর হাউস যা-ই হোক, উভয় জায়গায় নারীদের সর্বাধিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই হচ্ছে রাষ্ট্রের প্রধান লক্ষ্য।

প্রথম আলোয় রাফসান গালিব গত ২৬ জুলাই ২০২৩ তাঁর এক লেখায় রিয়াদের সেফ হাউস নিয়ে বিস্তারিত লিখেছিলেন। সেখানে একজন উপসচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা দিনের পর দিন আশ্রিত নারীদের হেনস্তা ও ধর্ষণ করছেন। প্রমাণিত হওয়ার পরও তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা হয়নি। তাঁকে আইনে সোপর্দ করা হয়নি। সেফ হোমের গরিব-অসহায় নিবাসীদের পক্ষে আওয়াজ তোলার যে কেউ নেই। রাষ্ট্র আর তার আমলাতন্ত্র চোখ বন্ধ করে থাকে।

> দেশের সব প্রতিষ্ঠান ধ্বংসের সময় এই ব্যবস্থাপনারও বারোটা বাজানো হয়েছে। জেল কোডের আদলে প্রতিটি আটক কেন্দ্রে (সেফ হোম, কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র, ভবঘুরে পুনর্বাসন কেন্দ্র ইত্যাদি) নিরপেক্ষ পরিদর্শক দল গঠন এখন সময়ের দাবি

সেফ হোম বা নিরাপদ আবাসনকেন্দ্রে রাখা হয় বিভিন্ন স্পর্শকাতর মামলার ভুক্তভোগী নারী-শিশু-কিশোরীদের। আসলে এই হোমগুলো তৈরি করা হয়েছিল প্রবীণ নিবাস হিসেবে। তখন নাম দেওয়া হয়েছিল ‘শান্তিনিবাস’। পরে এক অজানা কারণে এগুলো সেফ হোম করা হয়। বলা হয়েছিল, আইনের সংস্পর্শে আসা মেয়েশিশু, কিশোরী ও নারীরা জেলখানায় ‘অপরাধী’দের সংস্পর্শে শারীরিক বা মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তাই তাঁদের সেফ হোমে রাখার ব্যবস্থা। প্রতিষ্ঠানগুলোর একটিও প্রতিবন্ধীদের কথা ভেবে বানানো হয়নি। পরে তাঁদের জন্য আলাদা কোনো সুযোগ-সুবিধাও গড়ে তোলা হয়নি। কিন্তু প্রতিবন্ধীদেরও রাখা হচ্ছে এখানে।

একবার এক বন্দী কিশোরী খুবই কাতরভাবে বলেছিলেন, ‘কিছু না পারলে আমাকে জেলখানায় রাখার ব্যবস্থা করুন, কিন্তু এখানে আর নয়।’ ‘খাওয়াদাওয়া-থাকার অসুবিধা ছাড়াও সেফ হোমের সবচেয়ে কষ্টের বিষয় হচ্ছে আত্মীয়স্বজনের বা সাক্ষাৎপ্রার্থীর সঙ্গে দেখা করা। জেলখানায় ভালো হোক-মন্দ হোক একটা ‘সিস্টেম’ দাঁড়িয়ে গেছে। যেটাই হোক, ‘ওয়ান-স্টপ’ সার্ভিস সেখানে গড়ে উঠেছে। খরচ করলে কম সময়ের জন্য হলেও দেখা করা সম্ভব। তা ছাড়া সব জেলা সদরেই জেলখানা আছে কিন্তু সেফ হোম বিভাগে একটা।

কুষ্টিয়ার প্রত্যন্ত এলাকা ফিলিপনগর চরের কোনো পিতা যদি সেফ হোমের হেফাজতে থাকা তাঁর কন্যাকে দেখতে খুলনা বিভাগের সেফ হোম বাগেরহাটে আসেন, তবে সেদিনই তাঁর ফেরা সম্ভব নয়। তা ছাড়া দেখা করার অনুমতি দেওয়ার মালিক জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা জেলা প্রশাসক। পৃথিবীতে তাঁর মতো ব্যস্ত অফিসার আর নেই। ফলে দিনের পর দিন সেই হতভাগ্য পিতাকে অপেক্ষা করতে হয়। ইচ্ছা থাকলেও আর্থিক কারণে সেটা সম্ভব হয় না।

সমস্যাগুলো নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে। ব্রিটিশদের প্রণয়ন করে যাওয়া কারাবিধিতে কারাগার পরিদর্শনের জন্য জেলার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে কারা পরিদর্শক কমিটি গঠনের ব্যবস্থা আছে। দেশের সব প্রতিষ্ঠান ধ্বংসের সময় এই ব্যবস্থাপনারও বারোটা বাজানো হয়েছে। জেল কোডের আদলে প্রতিটি আটক কেন্দ্রে (সেফ হোম, কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র, ভবঘুরে পুনর্বাসন কেন্দ্র ইত্যাদি) নিরপেক্ষ পরিদর্শক দল গঠন এখন সময়ের দাবি। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশা থেকে নেওয়া পরিদর্শকেরা নিবাসীদের সঙ্গে নিয়মিত দেখা করে তাদের অভিযোগের সুরাহা করার ব্যবস্থা নিতে পারেন।

● **গওহার নঈম ওয়ারা** গবেষক
nayeem5508@gmail.com

ফিলিস্তিন

‘যেন গণকবরে আটকে রাখা হয়েছে আমাদের’

আনাস আবু সরর

২৮ নভেম্বর, ইসরায়েলি সৈন্যরা অধিকৃত পশ্চিম তীরের জাবা চেকপয়েন্টে আমার গাড়ি থামিয়ে আমাকে অপহরণ করে। আমি ২৫৩ দিন বন্দী অবস্থায় কাটিয়েছি কোনো অভিযোগ ছাড়াই। আমি একটা পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফিরছিলাম। স্ত্রীকে ফোন করে জানালাম যে খাবার নিয়ে আসছি। ফোনে তখন আমার ছেলের কান্নার শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। তার কান্না আমার মাথায় ছিল পরের আট মাস।

চেকপয়েন্টে ইসরায়েলি সৈন্যরা আমাকে গাড়ি থেকে বের করে হাতকড়া পরিয়ে ও চোখ বেঁধে একটি সামরিক ক্যাম্পের ভেতরে পাঁচ ঘণ্টা হাঁটু গেড়ে বসিয়ে রাখে। হেবরনের অবৈধ ইহুদি বসতিতে এক আটক কেন্দ্রে পাকাপাকি স্থানান্তর করা না পর্যন্ত আমাকে ক্যাম্প থেকে ক্যাম্পে স্থানান্তর করা হয়েছিল।

বারবার বলা সত্ত্বেও আইনজীবী বা পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের অনুমতি দেওয়া হয়নি। দুই মাস আটক থাকার পর অবশেষে একজন আইনজীবীর সঙ্গে কথা বলতে পেরেছিলাম। উকিলের কাছে জানতে পেরেছিলাম যে আমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। আমি প্রশাসনিক বন্দী! ইসরায়েলি দখলদার বাহিনী এই নতুন আইন ব্যবহার করে ফিলিস্তিনিদের ইচ্ছেমতো আটকে রাখতে পারে। ৭ অক্টোবর ২০১৩ থেকে এই আইনে এখন পর্যন্ত তিন হাজার তিন শর বেশি ফিলিস্তিনিকে বিচার বা অভিযোগ ছাড়াই ইসরায়েলি কারাগারে বন্দী রাখা হয়েছে।

আট মাসের বেশি সময় ধরে আমি ইসরায়েলি বাহিনীর হাতে ক্ষুধার্ত আর অপমানিত হয়ে মার খেয়েছি। একটি ছোট কংক্রিটের সেলে আরও ১১ বন্দীর সঙ্গে রাখা হয়েছিল আমাকে। এতটা ছোট সেই সেল যে মনে হচ্ছিল, আমাদের গণকবরে রাখা হয়েছে। পৃথিবীতে নরক ভোগ করেছি আমরা।

রক্ষীরা ভারী প্রতিরক্ষামূলক গিয়ার নিয়ে ঘুরে বেড়াত। নিয়মিত লাঠি দিয়ে হাত ও পায়ে মারত আমাদের। আতঙ্কিত করার জন্য বড় পুলিশ কুকুরগুলোকে ছেড়ে দিত আমাদের ওপর। ধাতব লাঠি দিয়ে সেলের গায়ে ক্রমাগত আঘাত করত, যেন একমুহূর্ত আমরা শান্তিতে থাকতে না পারি। প্রতিদিন মৌখিক অপমান, আমাদের মা, স্ত্রী ও কন্যাদের নিয়ে যাচ্ছেতাই বলা, এসব তো ছিল প্রতিমুহূর্তের ব্যাপার। ফিলিস্তিনি নেতাদের, আমাদের পতাকা নিয়ে কুৎসিত কথা চলত অবিরাম।

শৌচাগার ব্যবহারের সময় ছাড়া আমাদের কোনো গোপনীয়তা ছিল না। প্রথম ছয় মাস দেওয়া হয়নি শেভ করার অনুমতি। যে খাবার দেওয়া হতো, তা দিয়ে প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের বেঁচে থাকা কঠিন। আটক থাকার সময় আমি ২০ কেজির বেশি ওজন হারিয়েছি। প্রতিনিয়ত আসতে থাকা নতুন বন্দীরাই ছিল বাইরের দুনিয়ার খবরের একমাত্র উৎস। আমি নিজেকেই দেখে চিনতে পারতাম না। ভাবতাম, যদি বের যেতে পারি কোনো দিন, তাহলে আমার ছেলেকে চিনতে পারব তো? আমি শুধু চোখ বুজে কল্পনা করতাম, আমার ছেলে বড় হচ্ছে। ভাবার চেষ্টা করতাম, সে দেখতে কেমন হচ্ছে। আমার অসুস্থ বৃদ্ধ বাবার জন্য চিন্তা হতো। বাবা বেঁচে আছেন তো? অসুস্থতা বেড়ে গেলে কে বাবাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়?

রামাল্লাহর কাছে এক ইসরায়েলি সামরিক আটক কেন্দ্র। ছবি : রয়টার্স

ইসরায়েলি কারাগারে কাটানোর সময়ে একটা ব্যাপার আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে। ইসরায়েলিরা আমাদের বন্দী করে অত্যাচার করে মনোবল ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। আর তা করতে চায় এমনভাবে, যেন মুক্তি পাওয়ার পর অপমান-অত্যাচারে আমরা ভুলে যাই যে আমরা কারা। আমরা ভেঙে পড়লে তা হবে ফিলিস্তিনি জনগণের কাছে ইসরায়েলিদের বার্তা।

কিন্তু ইসরায়েলিদের এই অশুভ কৌশল প্রতিরোধের মুখোমুখি হচ্ছে। আমাদের আটকে রাখা সেলের কংক্রিট আমাদের কোষে কোষে এসে ঠাঁই নিয়েছে। আমরা তাদের চেষ্টা দেখে হাসি। ইসরায়েলি রক্ষীদের বর্বরতার বিরুদ্ধে হাসি আমাদের অস্ত্র। আশা আমাদের ঢাল।

একদিন আমাকে ছেড়ে দেওয়া হলো। আমি আমার স্ত্রীকে ফোন করলাম। ভিডিও কল। ফোনের ক্যামেরা ঘোরানো হলো আমার ছেলের দিকে। এত দিন পর আর আমি নিজেকে সামলে রাখতে পারলাম না। আমার চোখের জল পড়তে লাগল। আমি বারবার শুধু একটা কথাই বলতে লাগলাম, ‘আমি তোমার বাবা, আমি তোমার বাবা।’

ইসরায়েল আমাকে ভেঙে ফেলতে চেয়েছে। আমার আত্মাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছে; কিন্তু আমি এই কঠিন সময় পার হয়ে আরও কঠিন, আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছি। আমার কারাবাসের ক্ষত মিলিয়ে যাবে না। আমি তাঁকে মিলিয়ে যেতে দেব না।

আটক হওয়ার আগে আমি পাঁচ বছর এইডা যুবকেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক হিসেবে কাজ করেছি। ছাড়া পেয়ে এখন আমি কেন্দ্রে ফিরে এসেছি। একজন পিতা হিসেবে, একজন ফিলিস্তিনি হিসেবে আমি জানি, আমাকে কাজ করতে হবে ফিলিস্তিনি শিশুদের জন্য, যুবকদের জন্য। তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্য আমি এখন আরও বেশি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

● **মো. আনাস আবু সরর** আইডা যুবকেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক

আল-জাজিরা থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনুবাদ **জাভেদ হুসেন**

প্রথম আলো
রেজি. নং ডিএ ১৮৮০

সম্পাদক ও প্রকাশক : মতিউর রহমান
মিডিয়াস্টার লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক কর্তৃক গুলশান টাওয়ার (ষষ্ঠ তলা), প্লট ৩১, রোড ৫৩, গুলশান নর্থ বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১২ থেকে প্রকাশিত

নির্বাহী সম্পাদক : সাজ্জাদ শরিফ
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক : আনিসুল হক

ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা ১২০৮, ১২-১৩ কালুরঘাট ভারী শিল্প এলাকা চট্টগ্রাম ৪২০৮ এবং ফুলদীঘি, বগুড়া ৫৮০০ থেকে মুদ্রিত

প্রধান কার্যালয় : প্রথম আলো ভবন
১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।
ফোন : ৫৫০১৩৪৩০-৩৩, ০৯৬১৩১১৩৩৬৬

বার্তা বিভাগ ফ্যাক্স : ৫৫০১২২০০, ৫৫০১২২১১
ই-মেইল : news@prothomalo.com
সম্পাদকীয় ই-মেইল : editorial@prothomalo.com

বিজ্ঞাপন : ৫৫০১২২১২
ই-মেইল : ad@prothomalo.com

কাম্য জনসংখ্যা: যখন একটি দেশের মোট জনসংখ্যা ও কার্যকর ভূমির অনুপাতে ভারসাম্য থাকে, তখন তাকে 'কাম্য জনসংখ্যা' বলে।

৯ম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা : শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি

ডিজিটাল প্রযুক্তি
নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

প্রকাশ কুমার দাস, *সহকারী অধ্যাপক*
মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

শিখন অভিজ্ঞতা ২, সেশন ৫

 # বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. টু ফ্যাক্টর অথেন্টিফিকেশন কোনটি?
ক. 2 AF　খ. 2 FAF
গ. 2 FA　ঘ. FA2

২. 2 FA এর পূর্ণরূপ কী?
ক. Two-Function Authentication
খ. Two-Factor Authentication
গ. Two-Fast Authentication
ঘ. Two-Fact Authentication

৩. সব ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে কী রকমের পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা উচিত?
ক. একই পাসওয়ার্ড ব্যবহার না করা
খ. একই পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা
গ. পাসওয়ার্ড ব্যবহার না করা
ঘ. সিনট্যাক্স ব্যবহার করা

৪. কম্পিউটার সফটওয়্যার ও মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার (Apps) গুলো কী করা উচিত?
ক. নিয়মিত কেনা
খ. মাঝেমধ্যে আপডেট করা
গ. নিয়মিত আপডেট করা
ঘ. বিপদে পড়লে আপডেট করা

৫. সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারে কী নিয়ম মানা ভালো?
ক. তথ্য শেয়ার করা থেকে বিরত থাকা
খ. অতিরিক্ত তথ্য শেয়ার করা
গ. অতিরিক্ত তথ্য পড়া
ঘ. অতিরিক্ত তথ্য শেয়ার করা থেকে বিরত থাকা

৬. ব্যক্তিগত গোপনীয় তথ্য কোনটি?
ক. নাম
খ. পিন কোড বা পাসওয়ার্ড
গ. ঠিকানা　ঘ. পিন সেট

৭. ব্যক্তিগত গোপনীয় তথ্য শেয়ারের ব্যাপারে কী করা উচিত?
ক. শুধু বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করা
খ. শিক্ষকদের সঙ্গে শেয়ার করা
গ. কারও সঙ্গে শেয়ার না করা
ঘ. নিজস্ব বন্ধুর সঙ্গে শেয়ার করা

৮. ওটিপি কী?
ক. ওয়ান টাইম পাসিং
খ. ওয়ান টিম পাসওয়ার্ড
গ. ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড
ঘ. ওপেন টাইম পাসওয়ার্ড

সঠিক উত্তর
সেশন ৫ : ১. গ ২. খ ৩. ক ৪. গ ৫. ঘ ৬. খ ৭. গ ৮. গ

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান
নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

মিজানুর রহমান, *শিক্ষক*
ধানমন্ডি সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

শিখন অভিজ্ঞতা ৪

 # বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৮. কোন চুক্তি অনুসারে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক. মস্কো চুক্তি　খ. বলশেভিক চুক্তি
গ. ভার্সাই চুক্তি　ঘ. তাসখন্দ চুক্তি

২৯. কত সালে বঙ্গীয় স্থানীয় আইন পাস হয়?
ক. ১৮৮৫ সালে　খ. ১৮৮৬ সালে
গ. ১৮৮৭ সালে　ঘ. ১৮৮৮ সালে

৩০. গ্রামাঞ্চলের স্থানীয় সরকার কোনটি?
ক. পঞ্চায়েত　খ. ইউনিয়ন পরিষদ
গ. পৌরসভা
ঘ. সিটি করপোরেশন

৩১. জেলা পরিষদের কার্যকাল কত বছর?
ক. ২ বছর　খ. ৪ বছর
গ. ৫ বছর　ঘ. ৬ বছর

৩২. বাংলাদেশের মোট পৌরসভার সংখ্যা কত?
ক. ৩৩০টি　খ. ৩৩১টি
গ. ৩৩২টি　ঘ. ৩৩৩টি

৩৩. কত তারিখে অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্যের যুবরাজকে গুলি করে হত্যা করা হয়?
ক. ২৬ জুন ১৯১৪　খ. ২৮ জুন ১৯১৪
গ. ২৬ জুন ১৯১৬　ঘ. ২৮ জুন ১৯১৬

সঠিক উত্তর
২৮. গ ২৯. ক ৩০. খ ৩১. গ ৩২. ক ৩৩. খ।

 # সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

প্রশ্ন : স্থানীয় সরকার বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : দেশের তৃণমূল বা প্রান্তিক পর্যায়ের শাসন ও কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য জনগণের প্রত্যক্ষ গোপন ভোটে নির্বাচিত সরকার ব্যবস্থাকে স্থানীয় সরকার বলে। সাধারণত এলাকার জনগণের স্থানীয় প্রয়োজন মেটানোর জন্য স্থানীয় সরকার গঠিত হয়। আমাদের দেশে তিন স্তরবিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা রয়েছে। এগুলো হলো জেলা পর্যায়ে জেলা পরিষদ, উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা পরিষদ ও গ্রাম পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ। এ ছাড়া ছোট শহরগুলোয় পৌরসভা এবং বড় শহরগুলোয় সিটি করপোরেশন রয়েছে। এ ছাড়া তিনটি পার্বত্য জেলায় জেলা পরিষদের পাশাপাশি আঞ্চলিক স্থানীয় সরকার পরিষদও রয়েছে।

বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল

এইচএসসি পরীক্ষার প্রস্তুতি-২০২৫

বাংলা ১ম পত্র
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মো. সুজাউদ দৌলা, *সহকারী অধ্যাপক*
রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা

কবিতা : বিদ্রোহী

৩৪. কাজী নজরুল ইসলামের পরিবার চরম দারিদ্র্যে পতিত হওয়ার কারণ কী?
ক. পিতার মৃত্যু　খ. মাতার মৃত্যু
গ. প্রথম বিশ্বযুদ্ধ　ঘ. দেশভাগ

৩৫. কাজী নজরুল ইসলাম কীভাবে সৃষ্টিশীল সত্তার অধিকারী হয়ে ওঠেন?
ক. 'বিদ্রোহী' কবিতা রচনার মাধ্যমে
খ. সৈনিক হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে
গ. প্রাইমারি শিক্ষকতার মাধ্যমে
ঘ. লেটোর দলে পালাগান রচনার মাধ্যমে

৩৬. কাজী নজরুল ইসলাম যত বন্ধন নিয়মকানুন দলে যান কেন?
ক. ভয় পান না বলে
খ. শোষণের আইন মানেন না বলে
গ. মানবতার মুক্তি চান বলে
ঘ. সমাজের সংস্কার চান বলে

৩৭. কবি বীরকে চির উন্নত মম শির বলার কারণ কী?
ক. সমাজে উর্ধ্ব অবস্থান বোঝাতে
খ. বীর যোদ্ধা বলে
গ. প্রতিবাদে অবিচল বোঝাতে
ঘ. প্রতিবাদে উন্নত বোঝাতে

কবি কাজী নজরুল ইসলাম

৩৮. শিব বা মহাদেবকে ধূর্জটি বলার কারণ কী?
ক. কপালে আগুন বলে
খ. শ্মশানে থাকে বলে
গ. সিদ্ধি খায় বলে
ঘ. ধূম্ররূপী জট বলে

৩৯. 'আমি ইস্রাফিলের শিঙ্গার মহা হুংকার।' এখানে 'ইস্রাফিলের শিঙ্গার' সঙ্গে কোন ধর্মের সম্পর্ক বিদ্যমান?
ক. ইসলাম　খ. হিন্দু
গ. বৌদ্ধ　ঘ. খ্রিষ্ট

৪০. 'লেনিন ভেঙেছে রুশে জনস্রোতে অন্যায়ের বাঁধ, অন্যায়ের মুখোমুখি লেনিন প্রথম প্রতিবাদ।'
উদ্দীপকের চরণদ্বয় 'বিদ্রোহী' কবিতার সঙ্গে কোন দিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ?
ক. সত্য প্রকাশের চেতনা
খ. প্রতিবাদী চেতনা
গ. মানবমুক্তির প্রয়াস
ঘ. সংগ্রামী চেতনা

৪১. 'মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী, আর হাতে রণতূর্য।'এখানে 'বাঁকা বাঁশের বাঁশরী' কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
ক. বাঁশিবিশেষ
খ. সৌন্দর্যের প্রতীক
গ. ভালোবাসা
ঘ. শখ

সঠিক উত্তর
বিদ্রোহী : ৩৪. ক ৩৫. ঘ ৩৬. খ ৩৭. গ ৩৮. ঘ ৩৯. ক ৪০. খ ৪১. গ

বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল

৮ম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা

বাংলা | বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

খন্দকার আতিক, *শিক্ষক*
উইল্‌স লিট্‌ল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

অধ্যায় ২

১. আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ জন্মগ্রহণ করেন—
ক. ১৯৩১ সালে　খ. ১৯৩২ সালে
গ. ১৯৩৩ সালে　ঘ. ১৯৩৪ সালে

২. 'মাগো ওরা বলে' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে?
ক. সাত নরী হার
খ. আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি
গ. হলুদ বালির পাহাড়　ঘ. প্রতিক্ষা

৩. চিঠিটা কোথায় ছিল?
ক. পকেটে　খ. শার্টের পকেটে
গ. প্যান্টের পকেটে　ঘ. বালিশের নিচে

৪. খোকার জন্য কে অপেক্ষা করে?
ক. বাবা　খ. মা
গ. ভাই　ঘ. বোন

৫. চিঠির অবস্থা কেমন ছিল?
ক. পানিতে ভেজা　খ. ঘামে ভেজা
গ. ছেঁড়া আর রক্তে ভেজা
ঘ. ছেঁড়া আর পানিতে ভেজা

৬. খোকা কী নিয়ে বাড়ি ফিরবে?
ক. কথার ঝুড়ি　খ. ভাষার স্বাধীনতা
গ. কথার মুক্তি　ঘ. ভাষার মুক্তি

৭. 'মা পড়ে আর হাসে'—কী পড়ে?
ক. বই　খ. চিঠি
গ. গল্প　ঘ. কবিতা

৮. কোনটি শুকিয়ে গেছে?
ক. শাপলা ফুল　খ. পাটশাক
গ. কুমড়ো ফুল　ঘ. লালশাক

৯. শকুনিরা কী ব্যবচ্ছেদ করে?
ক. মুক্তিযোদ্ধার লাশ খ. ভাষাশহীদের লাশ
গ. ভাসমান মৃতদেহ　ঘ. খোকার শব

১০. মায়ের চোখে কী আছে?
ক. চৈত্রের রোদ　খ. সকালের রোদ
গ. ভাদ্রের রোদ　ঘ. সোনালি রোদ

১১. দাওয়ায় বসে মা কী করে?
ক. কাঁথা সেলাই করে খ. ধান ভানে
গ. চিড়ে কোটে　ঘ. মুড়কি ভাজে

১২. মা কী ধানের খই ভাজে?
ক. উড়কি ধানের　খ. চিকন ধানের
গ. বিন্নি ধানের　ঘ. আউশ ধানের

১৩. ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে স্বরযন্ত্রে বায়ুর কম্পন কমবেশি হওয়ার ভিত্তিতে ব্যঞ্জনধ্বনিকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?
ক. ২ ভাগে　খ. ৩ ভাগে
গ. ৪ ভাগে　ঘ. ৫ ভাগে

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ২ : ১. ঘ ২. ক ৩. ক ৪. খ ৫. গ ৬. ক ৭. খ ৮. গ ৯. ঘ ১০. ক ১১. খ ১২. গ ১৩. ক

এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫ : পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস

পৌরনীতি ও নাগরিকতা
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

আমিনুল ইসলাম, *প্রভাষক*
উত্তরা মডেল স্কুল, ঢাকা

অধ্যায় ৩

১৯. আইনের শাসন বলতে বোঝায়—
i. আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান
ii. প্রভাবশালী ব্যক্তিরা আইনের উর্ধ্বে
iii. সবাই সমানভাবে আইনের অধীন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii　খ. i ও iii
গ. ii ও iii　ঘ. i, ii ও iii

২০. ফৌজদারি আইন প্রণয়ন করা হয় কেন?
ক. রাষ্ট্রের বিচারকাজ পরিচালনার জন্য
খ. ব্যক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক রক্ষার জন্য
গ. প্রশাসনিক কাজ পরিচালনার জন্য
ঘ. অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষার জন্য

২১. ব্যক্তির অধিকার ভঙ্গ হলে কোন আইনের সাহায্যে তা রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়?
ক. সাধারণ আইনের
খ. প্রশাসনিক আইনের
গ. ফৌজদারি আইনের
ঘ. সাংবিধানিক আইনের

২২. এক রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক রক্ষার জন্য কোন আইন প্রণয়ন করা হয়?
ক. সাধারণ আইন
খ. সাংবিধানিক আইন
গ. আন্তর্জাতিক আইন
ঘ. সরকারি আইন

২৩. রাষ্ট্র সৃষ্টির আগে কী দ্বারা মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রিত হতো?
ক. প্রথা　খ. সনদ
গ. সংবিধান　ঘ. ন্যায়বোধ

২৪. যুক্তরাজ্যের অনেক আইন কিসের ওপর ভিত্তি করে সৃষ্টি হয়েছে?
ক. প্রথা　খ. ধর্ম
গ. আইন গ্রন্থ　ঘ. সংবিধান

২৫. 'সবার ওপর আইন'-এর অর্থ কী?
ক. আইনের গতিশীলতা
খ. আইনের বৈধতা
গ. আইনের প্রাধান্য
ঘ. আইনের গ্রহণযোগ্যতা

২৬. 'কেউ আইনের উর্ধ্বে নয়, সবাই আইনের অধীন'—এটি নিচের কোনটির অর্থ?
ক. সাম্য　খ. স্বাধীনতা
গ. আইনের শাসন　ঘ. ন্যায়বিচার

২৭. সমাজে অনাচার ও অরাজকতা সৃষ্টি হয় কিসের অভাবে?
ক. আমলাতন্ত্র　খ. অর্থ ও সম্পদ
গ. আইনের শাসন　ঘ. তথ্যপ্রযুক্তি

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ৩ : ১৯. খ ২০. ক ২১. গ ২২. গ ২৩. ক ২৪. ক ২৫. গ ২৬. গ ২৭. গ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি | বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মো. আবু সুফিয়ান, *শিক্ষক*
আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

অধ্যায় ৩

৬৫. কম্পিউটার প্রোগ্রামিংয়ের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে—
i. অফিসে বসেই ঘরের টিভি
ii. মুঠোফোনের মাধ্যমে মানুষের রোগ নির্ণয়
iii. রান্না থেকে স্যাটেলাইট পরিচালনা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii　খ. i ও iii
গ. ii ও iii　ঘ. i, ii ও iii

৬৬. শিক্ষার ব্যাপারে ইন্টারনেট যেভাবে ভূমিকা রাখতে পারে—
i. বিনা মূল্যে শিক্ষার্থীদের বই সরবরাহ করে
ii. সাহিত্যের ক্লাব খোলার মাধ্যমে
iii. ই-লার্নিং ব্যবস্থার মাধ্যমে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii　খ. i ও iii
গ. ii ও iii　ঘ. i, ii ও iii

৬৭. জুম সফটওয়্যারের মাধ্যমে জনপ্রিয় হচ্ছে নিচের কোনটি?
ক. গেম খেলা　খ. গান শোনা
গ. হিসাব-নিকাশ　ঘ. লেখাপড়া

৬৮. ট্যাবলেট পিসির সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে—
i. দ্রুতগতির ইন্টারনেট সংযোগ প্রয়োজন
ii. কম খরচে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ থাকতে হবে
iii. ইংরেজি ভাষার দক্ষতা বাড়াতে হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii　খ. i ও iii
গ. ii ও iii　ঘ. i, ii ও iii

৬৯. ট্যাবলেট কী?
ক. ডেস্কটপ কম্পিউটারের চেয়ে বড়
খ. ল্যাপটপের চেয়ে বড়
গ. ল্যাপটপ ও স্মার্টফোনের মাঝামাঝি
ঘ. স্মার্টফোনের চেয়ে ছোট

৭০. ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের মধ্যে বেশির ভাগ মানুষ কোন যন্ত্রে ইন্টারনেট ব্যবহার করে?
ক. কম্পিউটারে　খ. স্মার্টফোনে
গ. ল্যাপটপে　ঘ. আইপ্যাডে

৭১. একজন শিক্ষক আসলে কিসের মতো?
ক. আলোর মতো
খ. মোমের মতো
গ. আলোকশিখার মতো
ঘ. বাতির মতো

৭২. আইসিটির ব্যবহার কীরূপ?
ক. একমুখী　খ. দ্বিমুখী
গ. ত্রিমুখী　ঘ. সর্বমুখী

৭৩. E-mail এর পূর্ণরূপ কোনটি?
ক. Electronic Mail
খ. Emergency Mail
গ. Electro Mail
ঘ. Earning Mail

৭৪. কোনটি বিশেষায়িত কাজের ক্ষেত্র?
ক. ই-মেইল
খ. ইন্টারনেট
গ. সাধারণ অফিস সফটওয়্যারের ব্যবহার
ঘ. প্রোগ্রামিং

৭৫. বিশ্বব্যাপী ক্যারিয়ার গঠনের একটি বড় ক্ষেত্র কোনটি?
ক. কম্পিউটার
খ. জব সাইট
গ. তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি
ঘ. পত্রিকা

৭৬. আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কোন ধরনের ক্যারিয়ার?
ক. কম্পিউটার　খ. ওয়েবসাইট নির্মাণ
গ. ইন্টারনেট　ঘ. আইসিটি

৭৭. কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং কোন ধরনের ক্যারিয়ার?
ক. আইসিটি　খ. রোবোটিক
গ. ব্যবসা　ঘ. ইন্টারনেট

৭৮. প্রোগ্রামিং করতে হলে অবশ্যই কোন বিষয়টি জানা প্রয়োজন?
ক. ইন্টারনেট　খ. ওয়েব
গ. কম্পিউটার　ঘ. প্রোগ্রামিং ভাষা

৭৯. আইসিটিতে মোট কয়টি ক্যারিয়ারের ক্ষেত্র রয়েছে?
ক. ৫০টি　খ. ১০০টি
গ. শত শত　ঘ. হাজার হাজার

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ১ : ৬৫. ঘ ৬৬. ঘ ৬৭. ঘ ৬৮. ঘ ৬৯. গ ৭০. খ ৭১. গ ৭২. ঘ ৭৩. ক ৭৪. ঘ ৭৫. গ ৭৬. ঘ ৭৭. ক ৭৮. ঘ ৭৯. ঘ

ভূগোল ও পরিবেশ
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মো. শাকিরুল ইসলাম, *প্রভাষক*
ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

অধ্যায় ৪

৭৫. কোনটি রূপান্তরিত শিলা?
ক. মার্বেল　খ. কয়লা
গ. ব্যাসল্ট　ঘ. চুনাপাথর

৭৬. 'আল্পস' পর্বত কোন প্রক্রিয়ায় গঠিত হয়েছে?
ক. লাভা জমাট বেঁধে
খ. নদী মোহনায় অবক্ষেপণের মাধ্যমে
গ. পাললিক শিলায় ভাঁজ পড়ে
ঘ. ভূত্বকের নিচে ম্যাগমা সঞ্চিত হয়ে

৭৭. রংপুর ও দিনাজপুরের অধিকাংশ স্থান কোন ধরনের ভূমিরূপ?
ক. ব-দ্বীপ
খ. পলল কোণ
গ. পাদদেশীয় পলল সমভূমি
ঘ. প্লাবন

৭৮. দুই বা ততোধিক নদীর মিলনস্থলকে কী বলে?
ক. নদীগর্ভ　খ. নদী সংগম
গ. নদী উপত্যকা　ঘ. নদী অববাহিকা

৭৯. কোনটি 'ব্যাসল্ট' শিলা?
ক. অন্তরীভূত　খ. জীবাশ্ম দেখা যায়
গ. নরম ও হালকা　ঘ. ছিদ্র দেখা যায়

৮০. 'মাওনালোয়া' কোন ধরনের আগ্নেয়গিরি?
ক. সুপ্ত　খ. সক্রিয়
গ. মৃত　ঘ. সিন্ডার কোণ

৮১. কোনটি পাললিক শিলা?
ক. রায়োলাইট　খ. ল্যাকোলিথ
গ. কেওলিন　ঘ. ডাইক

৮২. জাপানের ফুজিয়ামা কোন ধরনের আগ্নেয়গিরি?
ক. মৃত　খ. সক্রিয়
গ. শিল্ড　ঘ. সুপ্ত

৮৩. কলোরাডো মালভূমি কোথায় অবস্থিত?
ক. এশিয়ায়
খ. আফ্রিকায়
গ. উত্তর আমেরিকায়
ঘ. দক্ষিণ আমেরিকায়

৮৪. কোন খনিজ দ্বারা গুরুমণ্ডল গঠিত?
ক. কার্বন ডাই-অক্সাইড
খ. সিলিকন ডাই-অক্সাইড
গ. লোহা
ঘ. নিকেল

৮৫. নিচের কোনটি আগ্নেয় পর্বত?
ক. হেনরি　খ. সাতপুরা
গ. বিন্ধ্যা　ঘ. পিনাটুবো

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ৪ : ৭৫. ক ৭৬. গ ৭৭. গ ৭৮. খ ৭৯. ক ৮০. খ ৮১. গ ৮২. ঘ ৮৩. গ ৮৪. খ ৮৫. ঘ

আগামীকাল থাকবে

- **নবম শ্রেণি :** ডিজিটাল প্রযুক্তি, ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান
- **এইচএসসি পরীক্ষা-২০২৫ :** বাংলা ১ম পত্র
- **অষ্টম শ্রেণি :** বাংলা
- **এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫ :** পৌরনীতি ও নাগরিকতা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, ভূগোল ও পরিবেশ
- **নোটিশ বোর্ড :** এসএসসি ও এইচএসসি উত্তীর্ণদের জন্য সিলেট জেলা পরিষদের বৃত্তি

নোটিশ বোর্ড

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল পেতে

■ ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইট www.dhakaeducationboard.gov.bd, www.educationboardresults.gov.bd ও www.eduboardresults.gov.bd-এ Result কর্নারে ক্লিক করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের EIIN এন্ট্রি করে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক Result sheet download করা যাবে এবং রোল ও রেজিস্ট্রেশন নম্বরের মাধ্যমে Result sheet download করতে পারবে।
পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর SMS-এর মাধ্যমে নিচের নিয়মে ফল সংগ্রহ করা যাবে :
HSC Board name (first 3 letters) Roll Year টাইপ করে 16222 নম্বরে পাঠাতে হবে।
উদাহরণ : HSC Dha 123456 2024 লিখে 16222-তে পাঠাতে হবে।
ওয়েবসাইট ভিজিট করে বোর্ড ও প্রতিষ্ঠানের EIIN-এর মাধ্যমে ফল ডাউনলোড করা যাবে।

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

আলিম পরীক্ষার ফলাফল পেতে

■ বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটে www.bmeb.gov.bd অনলাইন সেবা-১ কর্ণারে আলিম পরীক্ষা- ২০২৪ এ ক্লিক করে জেলার কেন্দ্রভিত্তিক মাদ্রাসার Result sheet download করা যাবে।
www.educationboardresults.gov.bd ওয়েবসাইটের মাধ্যমে রোল ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর অনুযায়ী Result sheet download করা যাবে।
যাঁরা SMS-এর মাধ্যমে ফলাফল পেতে চান তাঁদেরকে ফলাফল প্রকাশের আগেই নিচের পদ্ধতিতে প্রি-রেজিস্ট্রেশন করতে হবে :
Alim<>Board Name [First 3 Latter]<> Roll<> Year টাইপ করে 16222 নম্বরে পাঠাতে হবে।
উদাহরণ : বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের জন্য Alim<space>Mad<space>123456<space>2024 Send to 16222
ফলাফল প্রকাশের সঙ্গে প্রি-রেজিস্ট্রেশন করা পরীক্ষার্থীদের মোবাইল নম্বরে তাঁদের ফল স্বয়ংক্রিয়ভাবে পৌঁছে যাবে।
সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে অনলাইনের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল ডাউনলোড করে প্রকাশ করার জন্য নিচের Web Address https://eboardresults.com/v2/home এ প্রবেশ করে Institution Result Select করে বোর্ড ও প্রতিষ্ঠানের EIIN এর মাধ্যমে ফল ডাউনলোড করতে হবে।
প্রতিষ্ঠান প্রধান এবং পরীক্ষার্থীদের https://eduboardresults.gov.bd/ Web Address এ প্রবেশ করে ফল ডাউনলোড করতে হবে।
ফলাফল পুনর্নিরীক্ষণ : ১৬/১০/২০২৪ থেকে ২২/১০/২০২৪ পর্যন্ত পুনর্নিরীক্ষণের জন্য মোবাইলে এসএমএস দিয়ে আবেদন করা যাবে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

অনার্স ১ম বর্ষ পরীক্ষার ফরম পূরণের সময় বৃদ্ধি

■ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ২০২৩ সালের অনার্স ১ম বর্ষ পরীক্ষার শিক্ষার্থীদের আবেদন ফরম পূরণ, ডাটা এন্ট্রি নিশ্চয়ন ও সোনালী সেবার মাধ্যমে টাকা জমাদানের শেষ তারিখ ২২/০৯/২০২৪ ছিল। যেসব পরীক্ষার্থী নির্ধারিত সময়ে ফরম পূরণ করতে পারেননি, তাঁদের জন্য বিলম্ব ফিসহ সময় বাড়ানো হয়েছে।
আবেদন ফরম, বিবরণী ফরম পূরণ, ডাটা এন্ট্রি ও নিশ্চয়নের তারিখ : ১৯/১০/২০২৪।
সোনালী সেবার মাধ্যমে টাকা জমা দেওয়ার তারিখ : ২০/১০/২০২৪ (সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা) পর্যন্ত।

প্রয়োজনীয় শর্তাবলি
২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষে এক বা একাধিক কোর্সে (F) গ্রেড প্রাপ্ত (অকৃতকার্য) শিক্ষার্থীরা সর্বমোট পাঁচ হাজার টাকা ফি প্রদান করে শুধু ২০২৩ সালের অনার্স ১ম বর্ষ পরীক্ষার ফরম পূরণের সুযোগ পাবেন। এ ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন নবায়নের কোনো প্রয়োজন হবে না। কোনো শিক্ষার্থী ফরম পূরণ/পরীক্ষায় অংশগ্রহণ/অকৃতকার্য হলে কোনো অবস্থাতেই পরবর্তী সময়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন না।
ব্যবহারিক পরীক্ষায় গ্রেড উন্নয়নের কোনো সুযোগ নেই।

ধর্মঘটে বোয়িংয়ের ক্ষতি ৫০০ কোটি ডলার | ধর্মঘটে এক মাসে যুক্তরাষ্ট্রের উড়োজাহাজ নির্মাতা বোয়িংয়ের ৫০০ কোটি ডলার ক্ষতি হয়েছে। সিএনএন

শ্রমের হাটে দিনমজুর প্রতিদিন ভোরবেলায় এভাবে কাজ পাওয়ার অপেক্ষায় লাইন ধরে বসে থাকেন দিনমজুরেরা। দৈনিক ৪০০ থেকে ৭০০ টাকা নেন তাঁরা। পুরো দিনের কাজ না পেলে তাঁরা কম সময়ের ঠিকা কাজও করেন। গতকাল বগুড়ার শেরপুর উপজেলার সকাল বাজার এলাকায়। ছবি : সোয়েল রানা

মোকাম্মেল হক চৌধুরীও পি কে হালদারের পথে

এস আলম-কাণ্ড

এমডি পদে থেকেই নিজস্ব ও অন্য ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে নামে-বেনামে ঋণ বের করে নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে তাঁদের বিরুদ্ধে।

- পি কে হালদার ও মোকাম্মেল হক চৌধুরী—দুজনই এস আলমের ঘনিষ্ঠ ও তাঁর ব্যাংকের শীর্ষ নির্বাহী ছিলেন।
- গত বুধবার থেকে আত্মগোপনে আছেন মোকাম্মেল চৌধুরী, নতুন এমডি শফিউদ্দিন আহমেদ।
- দুটি গাড়ি বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করেও পারেনি ইউনিয়ন ব্যাংক।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বহুল আলোচিত প্রশান্ত কুমার (পি কে) হালদার শীর্ষ পদে থেকে যেভাবে কমপক্ষে পাঁচটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান লুট করে পালিয়েছেন, ঠিক একই পথে হেঁটেছেন ইউনিয়ন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) এ বি এম মোকাম্মেল হক চৌধুরীও। তাঁরা দুজনই বিতর্কিত এস আলম গ্রুপের মালিকানাধীন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের এমডি ছিলেন। এই পদে থেকেই নিজস্ব ও অন্য ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে নামে-বেনামে ঋণ বের করে নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে তাঁদের বিরুদ্ধে। তাঁরা দুজনই সুযোগ বুঝে আলাদা সময়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যান।

চট্টগ্রামভিত্তিক এস আলম গ্রুপের কর্ণধার সাইফুল আলম পতিত আওয়ামী লীগ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। আবার এস আলমের খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন পি কে হালদার। সম্পত্তির মালিকানা নিয়ে তাঁদের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হলে পি কে হালদার ২০১৯ সালে ভারতে পালিয়ে যান। এখন অবৈধভাবে নাগরিকত্ব নেওয়াসহ নানা অভিযোগে ভারতের কারাগারে আটক আছেন তিনি। সরকার পরিবর্তনের পর মোকাম্মেল হক চৌধুরীও পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। এতে সফল না হয়ে গত বুধবার থেকে আত্মগোপনে রয়েছেন তিনি। এখন হয়তো দেশ ছাড়ার পথ খুঁজছেন। ব্যাংকের এমডি পদে থেকে নিরুদ্দেশ হওয়ার ঘটনা দেশে খুব বিরল।

এ বি এম মোকাম্মেল হক চৌধুরী নিরুদ্দেশ হওয়ায় ইউনিয়ন ব্যাংকের এমডি পদে চলতি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) শফিউদ্দিন আহমেদকে। পাশাপাশি এমডি 'নিখোঁজ' হওয়ার ঘটনায় ব্যাংক সাধারণ ডায়েরি করতে চাইলেও পুলিশ তা গ্রহণ করেনি; বরং পরিবারকে তা করতে পরামর্শ দিয়েছে।

মোকাম্মেল হক চৌধুরীর ব্যবহৃত দুটি গাড়ি এখনো তাঁর বনানীর বাসার গ্যারেজে পড়ে রয়েছে। দুটি গাড়িই ব্যাংকের মালিকানাধীন বলে জানা গেছে। ব্যাংকের চালকেরা সেই গাড়ি নিতে গেলে তা বুঝিয়ে দেয়নি ভবনটির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ।

এমডি মোকাম্মেল এখন কোথায়

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একটি সূত্র জানায়, মোকাম্মেল হক চৌধুরীর বিরুদ্ধে কোনো মামলা না থাকলেও বেশ আগে থেকেই তিনি অন্ধকার জগতের সঙ্গে পরিচিত। এ জন্য আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের আগমুহূর্তে ও পরে তাঁর সঙ্গীরা অনেকেই পালিয়ে যান। তবে মোকাম্মেল হক পালাতে পারেননি। ইউনিয়ন ব্যাংকের ভুতুড়ে হিসাবে নির্বাচনের আগে অস্বাভাবিক অর্থ উত্তোলন এবং ব্যাংকের অর্থসংকট থাকার পরও তিনি নিজের হিসাব থেকে পুরো অর্থ তুলে নেন। এটি আলোচনায় এলে তাঁকে নজরদারিতে রাখা শুরু করে একটি সংস্থা। এরপরই তিনি আত্মগোপনে চলে যান।

আরেকটি সূত্র জানায়, নির্বিঘ্নে দেশ ছাড়তে মঙ্গলবার ঢাকার বনানীতে একজন ব্যবসায়ীর সঙ্গে বৈঠক করেন মোকাম্মেল হক। তাঁর সঙ্গে বড় অঙ্কের লেনদেনও হয়। তবে তিনি সফল হননি। এরপর মোকাম্মেল হক চৌধুরী নির্বিঘ্নে দেশ ছাড়তে আরও কয়েকজনের সঙ্গে আলোচনা করেন। তাঁদেরও বড় অঙ্কের অর্থ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি।

জানা গেছে, স্থল, নৌ ও বিমানপথে মোকাম্মেল হক চৌধুরীর দেশ ছাড়ার ওপর লিখিত নিষেধাজ্ঞা না থাকলেও তাঁকে যেতে দেওয়া হবে না। কারণ, তাঁর অনিয়ম নিয়ে ইতিমধ্যে আলোচনা শুরু হয়েছে। দেশ ছেড়ে চলে গেলে এসবের সত্যতা জানা এবং তাঁকে বিচারের আওতায় আনা কঠিন হয়ে পড়বে। এ ছাড়া এস আলমের লুণ্ঠিত অর্থের খোঁজ পাওয়ার অন্যতম মাধ্যম হতে পারেন মোকাম্মেল হক চৌধুরী।

এ বি এম মোকাম্মেল হক চৌধুরী

সম্প্রতি ইউনিয়ন ব্যাংকের একটি রহস্যময় হিসাব থেকে নগদ টাকা উত্তোলন ও মোকাম্মেল হকের নিজের হিসাব থেকে পুরো অর্থ তুলে নেওয়ার বিষয়ে *প্রথম আলোতে* প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এরপর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বাসা থেকে নির্বিঘ্নে বেরিয়ে চলে যান মোকাম্মেল হক চৌধুরী। এর আগে সোমবার দুপুরে তাঁর স্ত্রী নাজনীন আকতার দুই ছেলে-মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে বিমানবন্দরের উদ্দেশে বাসা ছাড়েন। পরিবার ইতিমধ্যে দেশ ছেড়েছে বলে একটি সূত্র জানিয়েছে।

এস আলমই নিয়েছে ৬৫% ঋণ

ইউনিয়ন ব্যাংক হলো আওয়ামী লীগ সরকারের ঘনিষ্ঠ এস আলম গ্রুপের মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর একটি। ব্যাংকটির প্রায় ৬৫ শতাংশ ঋণ একাই নিয়েছে এই গ্রুপ, যা পরিমাণে প্রায় ১৮ হাজার কোটি টাকা। এসব ঋণ নেওয়া হয়েছে কাল্পনিক লেনদেনের মাধ্যমে, যার বিপরীতে কোনো জামানতও নেই। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিদর্শনে এ তথ্য উঠে এসেছে। আবার ব্যাংকটির মোট ঋণের ৪২ শতাংশ খেলাপি হয়ে পড়ছে বলে ব্যাংকটির অভ্যন্তরীণ নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও কেন্দ্রীয় ব্যাংককে তারা জানিয়েছে, খেলাপি ঋণ ৪ শতাংশের কম।

নানা অনিয়মের কারণে আর্থিক বিপর্যয়ে পড়া এই ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ গত আগস্ট মাসে পুনর্গঠন করে বাংলাদেশ ব্যাংক। এতে ব্যাংকটি এস আলমমুক্ত হয়। ব্যাংকটিতে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে পাঁচজন স্বতন্ত্র পরিচালক। এরপরও ব্যাংকটিতে এস আলমের প্রভাব কমেনি। কারণ, মোকাম্মেল হক চৌধুরীর প্রভাবে অন্যরা ভূমিকা রাখতে পারছিলেন না। ব্যাংকটিতে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, বিনিয়োগ, ট্রেজারি, শাখা কার্যক্রম পরিচালনাসহ কয়েকটি বিভাগের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের নিয়ে তিনি বিশেষ সিন্ডিকেট তৈরি করে রেখেছেন। ফলে পরিচালকেরা ব্যাংকের প্রকৃত চিত্র জানতে পারছেন না।

জানা গেছে, ব্যাংকটি স্বয়ংক্রিয় তথ্যভান্ডার থেকে এস আলমসহ কিছু প্রতিষ্ঠানের ঋণ ও লেনদেনের তথ্য সরিয়ে ফেলেছে। ফলে প্রকৃত তথ্য বের করা কঠিন হয়ে পড়বে বলে মনে করছেন নতুন পরিচালক ও কর্মকর্তারা।

ইউনিয়ন ব্যাংকের চেয়ারম্যান ফরীদউদ্দীন আহমদ বলেন, 'বাংলাদেশ ব্যাংক কাজ করছে। তারাই বের করবে কে কত টাকা নিয়েছে। ব্যাংক তারল্যসংকট মেটানোর চেষ্টা করছে। এমডিকে খুঁজে না পাওয়ায় অন্য একজনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।'

ক্ষুদ্রঋণ হয়ে যাচ্ছে ক্ষুদ্র অর্থায়ন

পরিবর্তন আসছে আইনে

এখন থেকে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে বছরে একবারের পরিবর্তে দুবার ঋণ সংক্রান্ত তথ্য দিতে হবে।

ফখরুল ইসলাম, *ঢাকা*

সময়ের পরিবর্তনে পাল্টে যাচ্ছে ক্ষুদ্রঋণসংক্রান্ত আইন। আইনে 'ক্ষুদ্রঋণ' শব্দটিই আর থাকছে না। বদলে হচ্ছে 'ক্ষুদ্র অর্থায়ন'। বিদ্যমান ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য যে ক্ষুদ্রঋণ নিয়ন্ত্রক সংস্থা (মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি-এমআরএ) রয়েছে, সেই নামেরও বদল হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটির নতুন নাম হতে যাচ্ছে ক্ষুদ্র অর্থায়ন নিয়ন্ত্রক সংস্থা। তবে সংক্ষিপ্ত নাম আগেরটাই থাকছে। সংস্থাটির প্রধান পদ এখন নির্বাহী ভাইস চেয়ারম্যান, 'ভাইস' শব্দটি বাদ দিয়ে পদটির নাম হচ্ছে নির্বাহী চেয়ারম্যান।

এসব পরিবর্তনসহ আরও কিছু পরিবর্তন নিয়ে এমআরএ আইন-২০০৬ এবং এমআরএ বিধিমালা-২০১০ নতুন করে সাজানো হচ্ছে। এ বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের তৈরি খসড়ার অনুমোদন দিয়েছিল সাবেক সরকারের মন্ত্রিসভা। আইন মন্ত্রণালয়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে জাতীয় সংসদে বিল আকারে উত্থাপনের সময়ে এসে সরকারের পরিবর্তন হয়। জানা গেছে, যেসব ধারায় পরিবর্তন আনা জরুরি, লম্বা সময় ধরে যাচাই-বাছাই করে সেগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। এখন যেহেতু সংসদ নেই, তাই অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে আইন সংশোধন হবে।

এমআরএর সদ্য বিদায়ী নির্বাহী ভাইস চেয়ারম্যান মো. ফসিউল্লাহ *প্রথম আলোকে* বলেন, ক্ষুদ্রঋণ আর আগের জায়গায় নেই, অনেক বড় হয়েছে। ধারণাটি এখন ক্ষুদ্র অর্থায়নের। এ কারণেই প্রয়োজন দেখা দেয় আইন সংশোধনের। তা হয়ে গেলে খাতটির জন্য ইতিবাচক হবে।

আইনে বলা ছিল, এমআরএর নির্বাহী ভাইস চেয়ারম্যান হবেন অন্যূন যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার কেউ। অভিজ্ঞতার কথা বলা ছিল না। খসড়ায় বলা হয়েছে, 'সরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রশাসনিক ও নির্বাহী কাজের অভিজ্ঞতাসহ নির্বাহী চেয়ারম্যানের অন্যূন ২৫ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।'

বিদ্যমান আইনে বলা আছে, কোনো ব্যক্তি একই সময়ে একাধিক ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানে বেতনভোগী কর্মকর্তা থাকতে পারবেন না। এ ধারারও সংশোধন হচ্ছে। খসড়ায় বলা হয়েছে, 'কোনো ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা একই সময়ে অন্য প্রতিষ্ঠান বা ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানে বেতনভোগী কর্মকর্তা থাকতে পারবেন না।'

এমআরএর নতুন নির্বাহী ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন গত বুধবার বিকেলে সংস্থাটিতে যোগ দিয়েছেন। এরপর পূজার ছুটি শুরু হয়ে যায়। গতকাল রোববার মুঠোফোনে তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, আইন ও বিধিমালা সংশোধনের উদ্যোগকে তিনি স্বাগত জানাচ্ছেন। তিনি বলেন, ক্ষুদ্র গ্রাহকেরা ঋণের জন্য ব্যাংকে অতটা যেতে পারেন না। ক্ষুদ্রঋণের বদলে ক্ষুদ্র অর্থায়ন এখন বাস্তবতা। আবার সঞ্চয়কারীদের অর্থ বড় বড় গ্রাহকদের ঋণ দিয়ে ব্যাংক খাত এখন ভুগছে। সময় এসেছে ক্ষুদ্র অর্থায়ন খাতটিকে ঢেলে সাজানোর।

আইনের পাশাপাশি বেশ কিছু পরিবর্তন আসছে বিধিমালায়ও। বিদ্যমান বিধিমালায় ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন বাতিলের জন্য সনদে উল্লিখিত শর্ত ভঙ্গের কথা বলা আছে। খসড়ায় বলা হয়েছে, সনদ নেওয়ার সময় উল্লেখ করা শর্তগুলোর যেকোনো একটা ভঙ্গ করলেও ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানের সনদ বাতিল হবে। সনদ বাতিলের পর বর্তমানে ১৫ দিন সময় পাওয়া যায় আপিলের জন্য। এ সময় বাড়িয়ে ৩০ দিন করা হচ্ছে।

আগের বিধিমালায় ছিল, প্রতি মেয়াদে পরিচালনা পর্ষদে এমনভাবে নতুন সদস্য নিতে হবে, যাতে পর্ষদে নতুন সদস্যসংখ্যা অর্ধেকের কম না হয়। নতুন বিধিমালায় বলা হয়েছে, কোনো মেয়াদে মোট সদস্যসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের বেশি পরিবর্তন করা যাবে না।

বর্তমানে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের উদ্বৃত্ত অর্থের ১০ শতাংশ দিয়ে একটি সংরক্ষিত তহবিল গঠনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। নতুন বিধিতে অর্থের পরিমাণ কমিয়ে ৫ শতাংশ করা হচ্ছে। গৃহনির্মাণ, যানবাহন, দুর্যোগকালীন বা গুরুতর অসুস্থ থাকার কারণে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বেতনের বিপরীতে ও ভবিষ্য তহবিল থেকে ঋণ নিতে পারেন। ধারাটির সঙ্গে শিক্ষাঋণ যুক্ত হয়েছে।

ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের ঋণস্থিতিকে বর্তমানে নিয়মিত, পর্যবেক্ষণযোগ্য, নিম্নমান, সন্দেহজনক ও মন্দ ঋণ ইত্যাদি শ্রেণিতে বার্ষিক ভিত্তিতে দেখানো হয়। নতুন বিধিমালার খসড়ায় এসব তথ্য জানাতে হবে ষাণ্মাসিক ভিত্তিতে বা বছরে দুবার।

জানতে চাইলে ইনস্টিটিউট অব মাইক্রোফিন্যান্সের (আইএনএম) সাবেক নির্বাহী পরিচালক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স বিভাগের সাবেক অধ্যাপক এম এ বাকী খলীলী *প্রথম আলোকে* বলেন, 'বহু বছর ধরেই বলে আসছিলাম, ক্ষুদ্রঋণের বদলে ক্ষুদ্র অর্থায়নের যুগে এসেছি আমরা। আইন ও বিধিমালা পরিবর্তনের এ উদ্যোগ হচ্ছে ক্ষুদ্র অর্থায়নের চাহিদা বৃদ্ধির প্রতিফলন। ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো শুধু ক্ষুদ্রঋণ দেওয়ার মধ্যে আটকে না থেকে এখনই বহুমাত্রিক কাজ করছে। সরকারের এ উদ্যোগ প্রশংসনীয়।'

বাকী খলীলী আরও বলেন, নতুন নির্বাহী ভাইস চেয়ারম্যান হেলাল উদ্দিন নিয়োগ পাওয়ার আগে পর্যন্ত এমআরএ পরিচালিত হয়ে আসছিল অবসরপ্রাপ্ত আমলাদের দিয়ে। এ ধরনের আমলাদের মাধ্যমে এমআরএর মতো সংস্থা কার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে না।

দেশে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম

দেশে মোট ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান	৭২৪
মোট গ্রাহক ও সদস্য	৪ কোটি ১৯ লাখ
মোট ঋণী সদস্য	৩ কোটি ২৩ লাখ
মোট নারী ঋণী সদস্য	৩ কোটি ১৮ লাখ
মোট ঋণ বিতরণ	২ লাখ ৬৩ হাজার ৮২৪ কোটি টাকা
মোট ঋণ আদায়	২ লাখ ৬১ হাজার ৭০৫ কোটি টাকা
সঞ্চয় স্থিতি	৬৬ হাজার ৮৭৬ কোটি টাকা
ঋণ স্থিতি	১ লাখ ৫৬ হাজার ২৭৮ কোটি টাকা
কর্মরত জনবল	২ লাখ ৬ হাজার (জুন ২০২৩)
মোট শাখা	২৫ হাজার ৩৩৬ (জুন ২০২৩)

তথ্য ২০২৪ সালের জুন পর্যন্ত, সূত্র: এমআরএ

ট্রাম্পের অর্থনৈতিক নীতিমালায় শুল্ক বৃদ্ধিসহ কী থাকছে

যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাচন

রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প গত সপ্তাহে মিশিগানে এক জনসভায় বলেন, 'আমার কাছে সবচেয়ে সুন্দর শব্দ হলো শুল্ক।'

অর্থ-বাণিজ্য ডেস্ক

আবারও প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প দেশেই পণ্য উৎপাদনের জন্য নানা রকম ব্যবস্থা নেবেন, উৎপাদন খরচ কমাবেন, রাজকোষ ভরিয়ে তুলতে আমদানি শুল্ক বাড়াবেন এবং অন্যান্য দেশের ওপর চাপ বাড়িয়ে চলবেন। কিন্তু বাস্তবতা সম্ভবত এতটা সোজাসাপটা নয়।

আগামী নভেম্বর মাসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে অর্থনীতিবিদেরা সতর্ক করে বলেছেন যে ট্রাম্পের নীতিমালা পণ্যমূল্য বাড়িয়ে দিতে পারে। একই সঙ্গে তা পুরো বিশ্ববাণিজ্যকেই ওলট-পালট করতে পারে। তবে এর বিপরীতে যুক্তরাষ্ট্রের পণ্য উৎপাদনব্যবস্থা কতটা সুবিধা পাবে, সে বিষয়টি একেবারেই স্পষ্ট নয়।

বার্তা সংস্থা এএফপির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ডোনাল্ড ট্রাম্পের লক্ষ্য হলো শুল্কের মাধ্যমে শত শত কোটি ডলার আয় করা। তাঁর মতে, চীন 'আমাদের শেষ করে দিচ্ছে', তাই চীনের মতো দেশগুলোকে তিনি লক্ষ্যবস্তু বানাতে চান। পাশাপাশি তিনি মার্কিন কোম্পানিগুলোকে চাপ দেবেন, যাতে তারা তাদের উৎপাদন কর্মকাণ্ড যুক্তরাষ্ট্রে ফিরিয়ে আনে।

সেপ্টেম্বর মাসে তিনি কমলা হ্যারিসের সঙ্গে যে বিতর্ক করেছেন, তাতে ট্রাম্প বলেছেন, 'দীর্ঘ ৭৫ বছর পর অন্য দেশগুলো শেষ পর্যন্ত আমাদের পাওনা বুঝিয়ে দেবে। কারণ, আমরা বিশ্বের জন্য অনেক কিছুই করেছি।' গত সপ্তাহে মিশিগানে এক জনসভায় তিনি বলেন, 'আমার কাছে সবচেয়ে সুন্দর শব্দ হলো শুল্ক।'

সাবেক এই প্রেসিডেন্ট যেকোনো আমদানির ওপর ১০ থেকে ২০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করতে চান। আর চীনের পণ্যের ওপর তিনি চান ৬০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করতে। অতি সম্প্রতি তিনি বলেছেন, মেক্সিকোতে তৈরি গাড়ির ওপর ২০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করার ইচ্ছা আছে তাঁর।

ট্রাম্প মনে করেন, বিদেশি সরকারগুলো শুল্ক পরিশোধ করে। তবে আমদানি শুল্ক পরিশোধ করে মূলত মার্কিন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান। সে কারণে আমদানি করা পণ্যের দাম বেড়ে যেতে পারে, ফলে বাড়তে পারে মূল্যস্ফীতি। শুল্ক বাড়ানোর পাশাপাশি ট্রাম্প কর হ্রাসের সুবিধা সম্প্রসারণ করা ও করপোরেট আয়কর আরও কমাতে চাইছেন।

মূল্যবৃদ্ধির শঙ্কা

পিটারসন ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিকস বলছে, ডোনাল্ড ট্রাম্প যদি সব পণ্যের ওপর ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেন এবং অন্যান্য দেশ যদি একই রকম প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা নেয়, তাহলে যুক্তরাষ্ট্রে আগামী বছর মূল্যস্ফীতি বর্তমানের তুলনায় ১ দশমিক ৩ শতাংশ বাড়তে পারে। আর চীনা পণ্যে বেশি শুল্ক আরোপ করা হলে মূল্যস্ফীতি আরও বাড়তে পারে। তবে অক্সফোর্ড ইকোনমিকসের বার্নার্ড ইয়ারোস ধারণা করছেন, ট্রাম্পের প্রেসিডেন্ট থাকার মেয়াদে মূল্যস্ফীতি সর্বোচ্চ শূন্য দশমিক ৬ শতাংশ বাড়তে পারে।

সান ডিয়েগোতে অবস্থিত ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার অধ্যাপক কাইল হ্যান্ডলি বলেন, আমদানি করা পণ্য বেশি দামি হয়ে গেলে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোকেই সবচেয়ে বেশি ভুগতে হয়। অল্প দিনের নোটিসে বিভিন্ন পণ্য যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদন করা যাবে বলেও মনে হয় না।

কাইল হ্যান্ডলি বলেন, 'বেশ কয়েক দশক ধরে আমরা যুক্তরাষ্ট্রে টেলিভিশন বানাই না।' তিনি মনে করেন, ভোক্তাদের চাহিদা পূরণ করতে যে বিপুল উৎপাদন কর্মকাণ্ড চালানোর প্রয়োজন, যুক্তরাষ্ট্রের কারখানাগুলোতে সেটা সম্ভব নয়। ট্রাম্প এর আগে দাবি করেন যে চীন ও অন্যান্য দেশের পণ্যে শুল্ক আরোপ করা হলে মূল্যস্ফীতি বাড়বে না। তবে কাইল হ্যান্ডলি এই দাবির সঙ্গে একমত নন।

বাণিজ্যে গতি পরিবর্তন

ডোনাল্ড ট্রাম্প যে শুল্কনীতি গ্রহণ করতে চান, তার ফলে মার্কিন-চীন দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য প্রায় ৭০ শতাংশ কমে যেতে পারে। অক্সফোর্ড ইকোনমিকস মনে করে, এর ফলে শত শত কোটি ডলারের ব্যবসা ভিন্ন দেশে চলে যেতে পারে।

মার্কিন বৈশ্বিক বাণিজ্য কমতে পারে ১০ শতাংশ। পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের নির্ভরতা বাড়বে উত্তর আমেরিকা ও তাদের সঙ্গে মুক্তবাণিজ্য চুক্তি আছে, এমন দেশগুলোর ওপর। অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ হলে বার্ষিক ৫০ হাজার কোটি ডলার বাড়তি রাজস্ব আদায় হবে। কিন্তু চীন থেকে ভিন্ন দেশে ব্যবসা চলে গেলে রাজস্ব আয় ২০ হাজার কোটি ডলারে নামতে পারে।

খাদ্য ও জ্বালানি

ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রায়ই প্রতিশ্রুতি দেন যে তিনি নির্বাচিত হলে মূল্যস্ফীতি হটাবেন। মূল্যস্ফীতি নিয়ে মার্কিন ভোটারদের উদ্বেগ রয়েছে। রিপাবলিকান এই প্রার্থী প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি এক বছরের মধ্যে ভোটারদের জ্বালানি খাতের খরচ অর্ধেকে নামিয়ে আনবেন।

ব্যবসায়ীদের আরও দায়িত্বশীল হতে বলল এফবিসিসিআই

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

নিত্যপ্রয়োজনীয় বিভিন্ন পণ্যের দাম যৌক্তিক পর্যায়ে রাখতে ব্যবসায়ীদের আরও দায়িত্বশীল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের শীর্ষ সংগঠন বাংলাদেশ শিল্প ও বণিক সমিতি ফেডারেশন (এফবিসিসিআই)।

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও বাজার স্থিতিশীল রাখতে গতকাল রোববার সকালে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে কাঁচাবাজার পরিদর্শন করেছে এফবিসিসিআইয়ের বাজার তদারকি দল। এ তদারকি কার্যক্রমে নেতৃত্ব দেন সংগঠনটির প্রশাসক মো. হাফিজুর রহমান।

এ নিয়ে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এফবিসিসিআই জানায়, বাজার পরিদর্শনকালে ব্যবসায়ী সংগঠনটির প্রতিনিধিদল পণ্যের দাম ও সরবরাহব্যবস্থার বিষয়ে খোঁজখবর নেন। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য স্বাভাবিক রাখা, সরবরাহব্যবস্থা সচল রাখা ও বাজার সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণে রাখতে কাজ করছে সংগঠনটি।

এফবিসিসিআইয়ের বাজার তদারকিতে দেখা গেছে, গতকাল রোববার কারওয়ান বাজারে প্রতি কেজি ব্রয়লার মুরগি ২০০ টাকা ও সোনালি মুরগি ২৮০-৩০০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। এ ছাড়া প্রতি কেজি গরুর মাংস ৭৫০ টাকা ও খাসির মাংস ১ হাজার টাকা রাখা হচ্ছে। কারওয়ান বাজারে ফার্মের মুরগির ডিমের ডজন বিক্রি হয়েছে ১৬৫ টাকায়।

বিভিন্ন সবজির মধ্যে প্রতি কেজি আলু ৫৫ টাকা, বেগুন ৮০ টাকা, কাঁচা মরিচ ২৮০-৩০০ টাকা ও দেশি পেঁয়াজ ১১০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।

বাজার পরিদর্শন শেষে কারওয়ান বাজারে অনুষ্ঠিত এক আলোচনা সভায় অংশ নেন এফবিসিসিআই প্রশাসক মো. হাফিজুর রহমান। এ সময় তিনি পণ্যের দাম যৌক্তিক পর্যায়ে রাখতে খুচরা ও পাইকারি ব্যবসায়ীসহ আড়তদারদের আরও দায়িত্বশীল হওয়ার আহ্বান জানান।

সভায় সভাপতিত্ব করেন কারওয়ান বাজার আড়ত ব্যবসায়ী বহুমুখী সমবায় সমিতির সভাপতি মো. ওমর ফারুক। এফবিসিসিআইয়ের বাজার তদারকি কার্যক্রমে কারওয়ান বাজারের ব্যবসায়ীরা সহযোগিতা অব্যাহত রাখবেন বলে জানান তিনি।

এফবিসিসিআইয়ের বাজার তদারকি দলের পরিদর্শনের সময় আরও উপস্থিত ছিলেন কারওয়ান বাজার আড়ত ব্যবসায়ী বহুমুখী সমবায় সমিতির সাধারণ সম্পাদক সাইফুর রহমান চৌধুরী, কারওয়ান বাজার কিচেন মার্কেট সমিতির মহাসচিব আবু বক্কর সিদ্দিক, বাংলাদেশ কাঁচামাল আড়ত মালিক সমিতির সভাপতি মো. ইমরান মাস্টার, সমিতির মহাসচিব মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম প্রমুখ।

শাপলা ফুল জলাশয় থেকে লাল শাপলা তুলে বিক্রি করতে শহরে নিয়ে যাচ্ছেন আবদুর রহমান। প্রতিটি ফুল ডাঁটাসহ ৫ টাকা করে বিক্রি করছেন। বছরে দুই মাস তিনি এ কাজ করেন। গতকাল রংপুর নগরের পান্ডারদীঘি এলাকায়। ছবি : মঈনুল ইসলাম

চার গোষ্ঠী মিলে দাম বাড়ায়

সবজির বাজার

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বাজারে সবজিসহ বিভিন্ন পণ্যের দাম বৃদ্ধির পেছনে আড়তদারদের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে বলে জানিয়েছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। সংস্থাটি বলেছে, আড়তদারদের যোগসাজশে পাইকারি, ব্যাপারী ও খুচরা ব্যবসায়ী— সবাই একত্র হয়ে দাম বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন এ সংস্থাটি নিয়মিত বাজার তদারকি কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল ও সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে সম্প্রতি সরকার বিশেষ টাস্কফোর্স গঠন করেছে। এই টাস্কফোর্সসহ ভোক্তা অধিকারের কর্মকর্তারা নিয়মিত কাজের অংশ হিসেবে গত শনিবারও ঢাকা মহানগরসহ দেশের সব বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে বাজার তদারকি করেন।

তদারকি দল বাজারগুলোতে সবজি, ডিম, ব্রয়লার মুরগি, আলু, ডাল, পেঁয়াজ, রসুন, আদা, ভোজ্যতেলসহ বিভিন্ন পণ্যের দাম ও সরবরাহের খোঁজ নেয়। ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় শনিবার তাদের মোট ছয়টি দল কাজ করেছে।

গত শনিবার ভোক্তা অধিদপ্তরের ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. আবদুস সালামের নেতৃত্বে কারওয়ান বাজার ও বনানী কাঁচাবাজারে অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে দেখা যায়, দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে কারওয়ান বাজারে সবজির ট্রাক রাত ১২টার দিকে আসে। এরপর ট্রাক থেকে সবজি অন্তত ৬-৭ বার হাতবদল হয়ে তা পাইকারি বিক্রির পর্যায়ে পৌঁছায়।

ভোক্তা অধিদপ্তর জানায়, কারওয়ান বাজারে প্রায় ১ হাজার ২০০ জন অবৈধ ফড়িয়া ব্যবসায়ী আছেন। তাঁদের কোনো ধরনের ব্যবসায় নিবন্ধন, রসিদ বই বা অন্য কোনো অনুমোদন নেই। অভিযানে প্রমাণ পাওয়া গেছে যে সবজির দাম বৃদ্ধিতে আড়তদারদের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। আড়তদারদের যোগসাজশে পাইকারি, ব্যাপারী, খুচরা ব্যবসায়ী— সবাই একসঙ্গে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করছে।

কারওয়ান বাজারে অবৈধভাবে ব্যবসা করা ও দাম বৃদ্ধির কারসাজির অভিযোগে শনিবার ৫ জনকে ৮৮ হাজার টাকা জরিমানা করে ভোক্তা অধিদপ্তর।

এদিকে গতকাল রোববারও ভোক্তা অধিদপ্তরের পাঁচটি দল ঢাকার বিভিন্ন বাজার তদারকি করে।

অন্যদিকে বনানী কাঁচাবাজারে ব্যবসায়ীদের মাঝে দোকান বরাদ্দ দেয় ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন। শনিবার সেখানে গিয়ে দেখা গেছে, দোকান বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে এমন অনেকে নিজে ব্যবসা না করে বরাদ্দ পাওয়া জায়গা অন্যদের কাছে ভাড়া দিয়েছেন। প্রতিটি স্থানের জন্য ভাড়া বাবদ ২৫ থেকে ৩৬ হাজার টাকা নিয়েছেন তাঁরা।

ভোক্তা অধিদপ্তর জানায়, এভাবে দোকান ভাড়ার হাতবদলের ঘটনা খুচরা বাজারে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে।

আজ বিশ্ব মান দিবস | স্বাস্থ্য খাতকে গুরুত্ব দিয়ে আজ সোমবার ৫৫তম বিশ্ব মান দিবস পালন করবে জাতীয় মান সংস্থা বিএসটিআই। প্র-বাণিজ্য প্রতিবেদক

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) তৈরি নতুন বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা বা ড্যাপ গত বছরের আগস্টে কার্যকর হয়। শুরু থেকেই এটি নিয়ে বিতর্ক ও সমালোচনা চলছে। আবাসন ব্যবসায়ীদের সংগঠন রিহ্যাব ও বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউটের নেতারা মনে করেন, নতুন ড্যাপ বৈষম্যমূলক এবং অস্পষ্ট।

ড্যাপ কেন আবাসনের জন্য চাপ

শুভংকর কর্মকার

ঢাকা মহানগর দেশের মোট আয়তনের ১ শতাংশের কাছাকাছি। যদিও শহরটিতে দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১০ শতাংশের বসবাস। ঢাকাকে বাসযোগ্য নগর হিসেবে গড়ে তুলতে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) নতুন বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা বা ড্যাপ (২০২২-২০৩৫) তৈরি করেছে। এটি কার্যকর হয় গত বছরের আগস্ট থেকে। ঢাকা মহানগরসহ আশপাশের ১ হাজার ৫২৮ বর্গকিলোমিটার এলাকা নিয়ে এই মহাপরিকল্পনা করা হয়। যদিও শুরু থেকেই এটি নিয়ে বিতর্ক ও সমালোচনা চলছে।

ড্যাপের খসড়া পরিকল্পনায় জনঘনত্ব ও অন্যান্য নাগরিক সুযোগ-সুবিধা বিবেচনা নিয়ে ভবনের উচ্চতা বেঁধে দেওয়া হয়। এ জন্য বিভিন্ন মহল, বিশেষ করে স্থপতি ও আবাসন ব্যবসায়ীরা তীব্র সমালোচনা করেন। পরে সেই ব্যবস্থা থেকে সরে এসে ফ্লোর এরিয়া রেশিওর (এফএআর) ভিত্তিতে ভবনের আয়তন নির্ধারণের সুপারিশ করে রাজউক। এতে ধানমন্ডি ও গুলশানের মতো পরিকল্পিত এলাকার তুলনায় অন্যান্য এলাকায় ভবনের আয়তন কমে যায়। তখন আবার সমালোচনা হলে কিছু জায়গায় সংশোধন করে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করে রাজউক। তাতেও পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি।

আবাসন ব্যবসায়ীদের সংগঠন রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (রিহ্যাব) নেতারা ড্যাপ সংশোধনের দাবি তোলেন। তাঁরা বলেন, ড্যাপে পরিকল্পিত ও অপরিকল্পিত এলাকার জন্য পৃথকভাবে ভবন নির্মাণের যে এফএআর নির্ধারণ করা হয়েছে, সেটি বৈষম্যমূলক। নির্দিষ্ট কিছু সুবিধাভোগী ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষায় এমনটি করা হয়েছে। এ কারণে বেশির ভাগ এলাকায় আগে ভবনের যে আয়তন পাওয়া যেত, সে তুলনায় এখন ৬০ শতাংশ পাওয়া যাবে। এতে জমির মালিক ও ফ্ল্যাটের ক্রেতা-বিক্রেতা সবাই ক্ষতির মুখে পড়বেন। শুধু তাই নয়, আশপাশের খাল-বিল, জলাশয় ও কৃষিজমি দ্রুত হ্রাস পাবে।

বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউটের নেতারাও ড্যাপ সংশোধনের দাবি জানান। তাঁরা বলেন, ড্যাপে বিদ্যমান বৈষম্য ও ক্ষেত্রবিশেষে অস্পষ্টতার কারণে নতুন ভবনের নকশা অনুমোদনের প্রক্রিয়া চলার সময় রাজউকের অসাধু চক্রের দৌরাত্ম্য মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বেড়েছে সময়ক্ষেপণ, বিভ্রান্তি ও দুর্নীতি। সর্বোপরি, জমির মালিক তথা জনসাধারণের অযাচিত হয়রানি বেড়েছে।

নতুন ড্যাপে মিরপুর ১০ ও ১১, মোহাম্মদপুর, কল্যাণপুর, আগারগাঁও, বাড্ডা, কুড়িল, খিলক্ষেত, নিকেতন, নয়াটোলা, মধুবাগ, গোড়ান, সিপাহীবাগ, মধ্য বাসাবো, আনসারাবাদ, সবুজবাগ, কদমতলা, দক্ষিণগাঁও, মালিবাগ, শান্তিবাগ, শুক্রাবাদ, পশ্চিম রাজাবাজার ও জিগাতলার মতো এলাকায় এফএআর কম দেওয়া হয়েছে। অবশ্য কোনো জমি প্লট আকারে ভাগ না করে একসঙ্গে ‘ব্লক’ তৈরি করে ভবন নির্মাণ করলে অতিরিক্ত সুবিধা পাওয়া যাবে। অন্যদিকে গুলশান, বনানী, বারিধারা ও ধানমন্ডির মতো এলাকায় এফএআর বেশি। সাধারণত যেসব এলাকায় যত বেশি এফএআর, সেখানে ভবনের আয়তন তত বেশি পাওয়া যায়। এ ছাড়া আয়তনের সঙ্গে ভবনের উচ্চতা কিংবা ফ্ল্যাট সংখ্যার বিষয়টিও জড়িত।

এদিকে নতুন ড্যাপের কারণে আবাসন ব্যবসায় নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে বলে দাবি করছেন আবাসন খাতের ব্যবসায়ীরা। তাঁরা বলছেন, ড্যাপ কার্যকর হওয়ার পর থেকে জমির মালিকেরা ভবন করতে আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। নতুন প্রকল্পও নেওয়ার হার কমেছে। ড্যাপ সংশোধন না হলে ফ্ল্যাটের দাম বেড়ে যাবে। এমনকি বিভিন্ন এলাকায় ছোট প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে কম দামের ফ্ল্যাট কেনার সুযোগটি হারাবেন নগরবাসী।

রাজউকের আওতাধীন এলাকায় ভবন নির্মাণ করতে হলে দুই ধরনের অনুমোদন নিতে হয়। প্রথমত, ভূমি ব্যবহারের ছাড়পত্র। দ্বিতীয়ত, নির্মাণের অনুমোদন। ভূমি ব্যবহারের ছাড়পত্র দেওয়া হয় ড্যাপ অনুসরণ করে। অন্যদিকে নির্মাণ অনুমোদন দেওয়া হয় ইমারত নির্মাণ বিধিমালা অনুসারে। নতুন ড্যাপের আলোকে ঢাকা মহানগর ইমারত বিধিমালা করার প্রক্রিয়াটি বর্তমানে চলমান।

রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (রিহ্যাব) প্রস্তাবিত বিধিমালা সংশোধনের একগুচ্ছ প্রস্তাব আনুষ্ঠানিকভাবে রাজউককে দিয়েছে। এতে প্লট-সংলগ্ন রাস্তার প্রশস্ততা সংশ্লিষ্ট অনুমোদনযোগ্য এফএআর সূচক এবং এলাকাভিত্তিক এফএআর বাড়ানোর সুপারিশ করেছে তারা। সেটি বাস্তবায়িত হলে বর্তমানের মতো একই আয়তনের ভবন নির্মাণের সুযোগ তৈরি হবে।

জানতে চাইলে রিহ্যাবের সহসভাপতি আবদুল লতিফ *প্রথম আলোকে* বলেন, ‘আমরা ড্যাপ বাতিল চেয়েছিলাম। তবে সেটি সময়সাপেক্ষ ব্যাপার হওয়ায় সরকারের উচ্চপর্যায়ের পরামর্শে প্রস্তাবিত ইমারত বিধিমালায় বেশ কিছু সুপারিশ করেছি। আমরা ভবনের আয়তন বাড়ানোর পাশাপাশি রাস্তা কমপক্ষে ২০ ফুট করার প্রস্তাব দিয়েছি। ভবনের ওকুপেন্সি সনদ নেওয়ার প্রক্রিয়া সহজ করার পাশাপাশি শহরকে পরিবেশবান্ধব ও জলাবদ্ধতা নিরসনের সুপারিশ করেছি।’ তিনি আরও বলেন, ঢাকাবাসী, জমির মালিক, ফ্ল্যাটের ক্রেতা-বিক্রেতাসহ সবার ভালোর জন্যই ড্যাপ সংশোধন হওয়া প্রয়োজন।

অবশ্য স্থপতিদের কেউ কেউ বলছেন, যে এলাকার রাস্তা সংকীর্ণ, পয়োনিষ্কাশনের ব্যবস্থা ভালো নয়, খেলার মাঠ বা উন্মুক্ত অঞ্চল নেই, কাছে-পিঠে স্কুল বা হাসপাতাল নেই, সেসব জায়গায় যদি সুউচ্চ ভবন নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হয়, তাহলে অবস্থাটা কী দাঁড়াবে? আরও বেশি মানুষ সেখানে বসবাস করবে। বিদ্যমান যে অবকাঠামো, তার ওপর আরও বেশি চাপ পড়বে।

এক নজরে ড্যাপ (২০২২-৩৫)

মোট আয়তন	১,৫২৮ বর্গকিলোমিটার
২০২৫ সালে জনসংখ্যা (প্রাক্কলন)	২.২২ কোটি
২০৩৫ সালে জনসংখ্যা (প্রাক্কলন)	২.৬০ কোটি
নগর এলাকা (প্রস্তাবিত)	৬০.২৫ শতাংশ
কৃষি এলাকা	৮.৮৫ শতাংশ
উন্মুক্ত এলাকা	১.৫৫ শতাংশ
ভারী শিল্প	১.৬৩ শতাংশ
বনভূমি	১.৪১ শতাংশ
সড়কপথ (প্রস্তাবিত)	৩,২০৭ কিলোমিটার
জলপথ	১,১৩৪ কিলোমিটার
বাইসাইকেল লেন	২০২

ড্যাপ নিয়ে কিছু কথা

১৯৫৩ সালের ‘টাউন ইমপ্রুভমেন্ট অ্যাক্টের’ আওতায় ২০১০ সালে প্রথম ড্যাপ প্রণয়ন করা হয়। পাসের পর আবাসন ব্যবসায়ীসহ প্রভাবশালীদের চাপে সেটি চূড়ান্ত করতে মন্ত্রিসভা কমিটি গঠনে বাধ্য হয় সরকার। ওই কমিটি ড্যাপ চূড়ান্ত না করে উল্টো দুই শতাধিক সংশোধনী আনে। এসব সংশোধনীর মাধ্যমে কার্যত জলাভূমি ভরাটের বৈধতা দেওয়া হয়। প্রথম ড্যাপের মেয়াদ ছিল ২০১৫ সাল পর্যন্ত। পরে মেয়াদ বাড়ানো হয়।

রাজউক ২০২০ সালে দ্বিতীয় ড্যাপের (২০২২-২০৩৫) খসড়া প্রকাশ করে। গত বছরের আগস্টে পাস হওয়া এই ড্যাপ ছয়টি স্বতন্ত্র অঞ্চলে বিভক্ত। সেগুলো হচ্ছে কেন্দ্রীয় অঞ্চল : ঢাকা শহর, উত্তর অঞ্চল : গাজীপুর সিটি করপোরেশন, পূর্ব অঞ্চল : কালীগঞ্জ ও রূপগঞ্জ উপজেলা, দক্ষিণ অঞ্চল : নারায়ণগঞ্জ, দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল : কেরানীগঞ্জ উপজেলা এবং পশ্চিম অঞ্চল : সাভার উপজেলা।

নতুন ড্যাপে ৫৪৭ কিলোমিটার জলপথকে ‘নগর জীবনরেখা’ আঙ্গিকে নতুনভাবে সাজানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। এখানে স্বাস্থ্য ও পুষ্টিবান্ধব অবকাঠামো, বিনোদনের স্থান, পরিবেশবান্ধব হাঁটার পথ, জীবন ও জীবিকার ভারসাম্য রক্ষা ইত্যাদি সুবিধা থাকবে। প্রতিটি অঞ্চলে একটি করে আঞ্চলিক পার্কের প্রস্তাব করা হয়েছে। এ ছাড়া ৬২৭টি বিদ্যালয় ও ২৮৭টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রস্তাব করেছে ড্যাপ।

ভবনের আয়তন বাড়ানোয় জোর

নতুন ড্যাপ অনুযায়ী, রাজধানীর মোহাম্মদপুরে (ওয়ার্ড-৩১) ২০ ফুট সড়কের পাশের প্লটের এফএআর ২ দশমিক ৭৫। আর এলাকাভিত্তিক এফএআর ২ দশমিক ৩। সেখানকার কাঠাপ্রতি জনঘনত্ব ১ দশমিক ৯। ফলে ৫ কাঠা জমিতে সর্বোচ্চ ৮ হাজার ২৮০ বর্গফুট আয়তনের ভবন করা যাবে। ফ্ল্যাট করা যাবে ৯-১০টি।

প্রস্তাবিত ইমারত বিধিমালায় রিহ্যাব যে প্রস্তাব করেছে, সেটি বাস্তবায়িত হলে মোহাম্মদপুরের ওই ওয়ার্ডে ২০ ফুট সড়কের পাশের প্লটের এফএআর ৪ দশমিক ২৫, আর এলাকাভিত্তিক এফএআর ৪ দশমিক ০৪ হবে। সেখানকার কাঠাপ্রতি জনঘনত্ব ২ দশমিক ৮৯। ফলে ৫ কাঠা জমিতে সর্বোচ্চ ১৪ হাজার ৫৪৪ বর্গফুট আয়তনের ভবন নির্মাণ করা যাবে। তখন ফ্ল্যাট হবে ১৪-১৫টি।

আবার নতুন ড্যাপ অনুযায়ী, মিরপুর ১০ ও ১১ নম্বর সেকশনে ১৬ ফুটের বেশি ও ২০ ফুটের কম এমন সড়কের পাশের ৩ কাঠা প্লটে সর্বোচ্চ ৪ হাজার ৮৬০ বর্গফুট আয়তনের ভবন নির্মাণ করা যাবে। তার মানে, ভবন হবে ২-৩ তলা। প্রস্তাবিত ইমারত বিধিমালায় রিহ্যাব এই এলাকার জন্য বেশি এফএআর চেয়েছে। সেটি বাস্তবায়িত হলে সেখানে ৮ হাজার ১০০ বর্গফুট আয়তনের ভবন নির্মাণের অনুমতি মিলবে। আর সর্বোচ্চ ফ্ল্যাট করা যাবে ৯টি। অর্থাৎ একই জায়গায় ৩ হাজার ২৪০ বর্গফুট বা ৪টি ফ্ল্যাট বেশি নির্মাণ করা যাবে।

এ ছাড়া বৃষ্টির পানি শোষণের জন্য প্লটভেদে ভূমি আচ্ছাদন ও অনাচ্ছাদিত স্থানেও পরিবর্তন চেয়েছে রিহ্যাব। যেমন ড্যাপে বলা হয়েছে, ২ কাঠা বা তার কম পরিমাণ জমিতে সর্বোচ্চ ৭০ ও সর্বনিম্ন ৫২ দশমিক ৫ শতাংশ ভূমি আচ্ছাদন থাকবে। রিহ্যাব সব জমির ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ভূমি আচ্ছাদনের বিষয়টি তুলে দিতে সুপারিশ করেছে।

ভবনের আয়তন বাড়ানো হলে ঢাকাকে বাসযোগ্য হিসেবে গড়ে তোলা যাবে কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে রিহ্যাবের সহসভাপতি লিয়াকত আলী ভূঁইয়া *প্রথম আলোকে* বলেন, ‘বিশ্বের সব দেশেই সুউচ্চ ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। ভবনের বেশি আয়তন বা উচ্চতা দিলে ঢাকা আরও বেশি বাসযোগ্য হবে। অপর্যাপ্ত নাগরিক সুবিধার দোহাই দিয়ে অনেক এলাকায় ভবনের আয়তন কম দেওয়াটা অযৌক্তিক। কারণ, এতে ঢাকার আশপাশের খাল-বিল ও জলাশয় ভরাটের প্রবণতা বাড়বে। তাতে পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়বে। ঢাকাকে পরিকল্পিতভাবে বাসযোগ্য করে গড়ে তুলতে সব দিক বিবেচনা নিয়ে আমরা ভবনের আয়তন বাড়ানোসহ বিভিন্ন সুপারিশ করেছি।’

রাজউকের আওতাধীন এলাকায় ভবন নির্মাণ করতে হলে দুই ধরনের অনুমোদন নিতে হয়। প্রথমত, ভূমি ব্যবহারের ছাড়পত্র। দ্বিতীয়ত, নির্মাণের অনুমোদন। ভূমি ব্যবহারের ছাড়পত্র দেওয়া হয় ড্যাপ অনুসরণ করে। অন্যদিকে নির্মাণ অনুমোদন দেওয়া হয় ইমারত নির্মাণ বিধিমালা অনুসারে। নতুন ড্যাপের আলোকে ঢাকা মহানগর ইমারত বিধিমালা করার প্রক্রিয়াটি বর্তমানে চলমান। রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (রিহ্যাব) প্রস্তাবিত বিধিমালা সংশোধনের একগুচ্ছ প্রস্তাব আনুষ্ঠানিকভাবে রাজউককে দিয়েছে। এতে প্লট-সংলগ্ন রাস্তার প্রশস্ততা সংশ্লিষ্ট অনুমোদনযোগ্য এফএআর সূচক এবং এলাকাভিত্তিক এফএআর বাড়ানোর সুপারিশ করেছে তারা।

উ দ্যো ক্তা

ফরিদপুরের ছেলে পরিতোষ মালো ১৯৯৭ সালে মায়ের জমানো ২৫ হাজার ও মামার কাছ থেকে ধার করা ৫০ হাজার টাকা নিয়ে আর কে মেটাল নামের একটি ঝালাই কারখানা স্থাপন করেন। পরে তিনি আধুনিক কৃষিযন্ত্র তৈরি শুরু করেন।

৩১ ধরনের আধুনিক কৃষিযন্ত্র বানান ফরিদপুরের পরিতোষ

প্রবীর কান্তি বালা

পরিতোষ মালো, চেয়ারম্যান, আর কে মেটাল

পেঁয়াজ সংরক্ষণ নিয়ে প্রতিবছরই কমবেশি সমস্যায় পড়েন দেশের পেঁয়াজচাষিরা। তাঁদের উৎপাদিত অনেক পেঁয়াজ যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে নষ্ট হয়ে যায়। তবে আগের তুলনায় এ হার কমেছে। কারণ, চাষিদের অনেকেই এখন পেঁয়াজ সংরক্ষণ যন্ত্র (ব্লোয়ার) ব্যবহার করছেন। পেঁয়াজচাষিদের মধ্যে সুলভ মূল্যে এই যন্ত্র বিক্রি করছে আর কে মেটাল নামে ফরিদপুরের একটি প্রতিষ্ঠান।

১৪ থেকে ১৬ হাজার টাকা দামে একেকটি ব্লোয়ার যন্ত্র কিনে কৃষকেরা এখন নিজেদের বাসাতেই ২০০ থেকে ৩০০ মণ পর্যন্ত পেঁয়াজ সংরক্ষণ করতে পারছেন। শুধু পেঁয়াজ সংরক্ষণই নয়, মাঠ থেকে পেঁয়াজ কাটা, ফসল মাড়াই, বীজ বপন, ঘাস কাটা, সেচ দেওয়া প্রভৃতি কাজে ব্যবহারের উপযোগী বিভিন্ন যন্ত্রও তৈরি করে আর কে মেটাল। স্থানীয় চাহিদার অনুযায়ী এখন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটি ৩১ ধরনের আধুনিক কৃষিযন্ত্র তৈরি ও বিপণন করেছে। এসব যন্ত্র অনেকটা সুলভ মূল্যেই বিক্রি করা হয় বলে দাবি তাঁদের।

আর কে মেটালের প্রতিষ্ঠাতা ও বর্তমান চেয়ারম্যান পরিতোষ মালো (৪৯)। এই উদ্যোক্তা ফরিদপুর শহরের হাবেলি গোপালপুর এলাকায় প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলেন। তবে অন্য অনেক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার মতো পরিতোষের পথচলাও মসৃণ ছিল না। মৎস্যজীবী পরিবারের এই ছেলে নিজের চেষ্টায় ধীরে ধীরে শিল্পোদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

ফরিদপুর উচ্চবিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা স্থানীয় একটি কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মেকানিক্যাল ট্রেডে ভর্তি হন পরিতোষ। সেখানে দুই বছরের প্রশিক্ষণে ওয়েল্ডিংসহ বেশ কিছু কাজ শেখেন তিনি। এর মধ্যেই একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে মাধ্যমিকের পড়াশোনাও শেষ করেন।

পরিতোষ ১৯৯৭ সালে মায়ের জমানো ২৫ হাজার টাকা ও মামার কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা ধার নিয়ে একটি ওয়েল্ডিং (ঝালাই) কারখানা স্থাপন করেন। তিনি জানান, আসলে কারখানা বলতে শহরের টেপাখোলা এলাকায় নির্বাচন কার্যালয়ের পাশে টিনের একটি ছোট ঘরে চলত কাজ। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ঘুরে ঘুরে কাজ সংগ্রহ করতেন তিনি। এভাবেই ধীরে ধীরে ব্যবসায়ের পরিসর বাড়ে।

পরিতোষ মালোর জীবনে বাঁকবদল ঘটে ২০০০ সালের দিকে। ওই সময় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের এক প্রকল্পের আওতায় একটি ব্রিটিশ উন্নয়ন সংস্থায় টেকনিশিয়ান হিসেবে যুক্ত হন তিনি। সেখানে বিভিন্ন ধরনের কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরির কাজ শেখেন। এই জ্ঞান কাজে লাগিয়ে বছরখানেক পরে ফরিদপুরে নিজের কারখানায় বিভিন্ন ধরনের কৃষি যন্ত্রপাতি বানাতে শুরু করেন। এ কাজে তাঁকে কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তারা সহায়তা করেন।

পরে ফরিদপুর শহরের হাবেলি গোপালপুর এলাকায় ৫ শতাংশ জমিতে আর কে মেটালের কারখানা (ওয়ার্কশপ) গড়ে তোলেন। এই কারখানার তাঁর তৈরি পণ্যের চাহিদা ও কাজের পরিধি বেশ বেড়েছে। সে জন্য জেলা সদরের কানাইপুর ইউনিয়নের মহারাজপুরে ৫০ শতাংশ জমিতে আরেকটি কারখানা নির্মাণ করছেন তিনি। তবে সেখানে এখনো উৎপাদন শুরু হয়নি।

যেসব কৃষিযন্ত্র তৈরি করেন

পরিতোষ মালো *প্রথম আলোকে* জানান, ‘বর্তমান যুগ হচ্ছে আধুনিক প্রযুক্তি ও যন্ত্রের। এ সময় সনাতনী পদ্ধতিতে কাজ করলে আমাদের পিছিয়ে থাকতে হবে। আবার মানুষের বিপুল চাহিদা অনুসারে পণ্যের জোগান দিতে গেলেও যন্ত্রের মাধ্যমে উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের বিকল্প নেই। এসব দিক চিন্তা করেই দেশীয় পরিবেশের উপযোগী আধুনিক কৃষিযন্ত্র বানানোর দিকে মনোনিবেশ করি। তা ছাড়া এ খাতের ব্যবসায়িক সম্ভাবনাও আমাকে উৎসাহিত করেছে।’

বর্তমানে ইঞ্জিন ও বৈদ্যুতিক মোটরনির্ভর ৩১ ধরনের আধুনিক কৃষিযন্ত্র বানাচ্ছেন পরিতোষ। এর মধ্যে রয়েছে ধান, গম, ভুট্টা, ধনিয়া প্রভৃতি ফসল মাড়াইয়ের যন্ত্র; ফসলের খেতে চাষ ও মই দেওয়া এবং বীজ বপনের যন্ত্র; খড় ও ঘাস কাটার যন্ত্র, পেঁয়াজ কাটার যন্ত্র; পেঁয়াজ সংরক্ষণের ব্লোয়ার যন্ত্র প্রভৃতি। এর মধ্যে কিছু পুরোনো যন্ত্রের আধুনিকায়ন করেছেন তিনি। আবার নিজস্ব প্রযুক্তিতে বানিয়েছেন দু-তিনটি নতুন যন্ত্র। যেমন পুরোনো পদ্ধতির অনেক কৃষিযন্ত্রকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিতে ঠেলা-ধাক্কার প্রয়োজন হয়। এসব ক্ষেত্রে তিনি যন্ত্রের সঙ্গে ইঞ্জিন চালিত পরিবহনব্যবস্থা যুক্ত করেছেন।

পরিতোষ মালো জানান, যন্ত্র তৈরিতে তিনি গবেষণা ও উন্নয়নকে (আরঅ্যান্ডডি) সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেন। এ ক্ষেত্রে স্থানীয় কৃষকদের চাহিদা ও প্রয়োজনকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। এর ফলে কৃষকেরা খুব উপকৃত হচ্ছেন। যেমন আর কে মেটালের তৈরি মাড়াই যন্ত্রের মাধ্যমে ফসল মাড়াইয়ের পাশাপাশি ঝাড়া ও বাছাইয়ের কাজও করা সম্ভব হচ্ছে। এতে এক ঘণ্টায় এক থেকে দেড় হাজার কেজি ধান বা গম মাড়াই করা যায়।

ফরিদপুরসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় বিক্রি হয় আর কে মেটালের তৈরি বিভিন্ন যন্ত্র। প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান পরিতোষ মালো বলেন, একেক এলাকায় একেক যন্ত্রের চাহিদা বেশি। যেমন পাবনা ও ফরিদপুরে পেঁয়াজ সংরক্ষণ যন্ত্রের বিক্রি বেশি। মৌসুমভেদে বছরে সব মিলিয়ে ৮০০-৯০০টি কৃষিযন্ত্র বিক্রি হয়। এসব যন্ত্রের দাম সর্বনিম্ন দুই হাজার থেকে সর্বোচ্চ দেড় লাখ টাকা পর্যন্ত। যন্ত্র বিক্রি করে বছরে ১২ থেকে ১৫ লাখ টাকা মুনাফা হয়।

আর কে মেটালের ভাইস চেয়ারম্যানের দায়িত্বে আছেন পরিতোষের স্ত্রী পলি রানী মালো। তাঁদের প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে নিয়মিত কর্মী ১৫ জন। যদিও করোনার আগে কর্মীর সংখ্যা ছিল ২৫। ওই সময় আর্থিক সমস্যার কারণে জনবল কমাতে বাধ্য হন তাঁরা। তবে সম্প্রতি আবার ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছেন বলে জানান পরিতোষ। তিনি বলেন, নতুন কারখানাটি চালু হলে সেখানে শতাধিক লোকের কর্মসংস্থান হবে।

পরিতোষ মালো বলেন, স্থানীয় উদ্যোক্তারা নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে নিজেদের সক্ষমতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছেন। তবে তাঁদের জন্য স্বল্প সুদে ও সহজ শর্তে ঋণ প্রয়োজন। বর্তমান আর্থিক সংকটের এ সময়ে এটি আরও বেশি আবশ্যিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে উদ্যোক্তাদের যদি এককালীন ১ কোটি থেকে ৫ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া যায় এবং এর বিপরীতে সুদ গ্রহণ এক বছর পর থেকে শুরু করা গেলে তাঁরা উপকৃত হবেন।

ফরিদপুরে আর কে মেটালের কারখানায় কাজ করছেন প্রতিষ্ঠানটির কর্মীরা। ছবি : প্রথম আলো

কুমিল্লা-সিলেট মহাসড়কে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল বিশ্বরোড মোড় থেকে ধরখার পর্যন্ত সড়ক ভেঙে উঁচু-নিচু গর্ত সৃষ্টি হয়েছে। বৃষ্টি হলে সড়কে প্রায়ই যানবাহন উল্টে যায়। এতে ভোগান্তিতে পড়েন পরিবহনের যাত্রীরা। গত বৃহস্পতিবার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিসরাসার এলাকায়। ছবি : শাহাদৎ হোসেন

ভাউলাগঞ্জ-দেবীগঞ্জ সড়কটির প্রায় পাঁচ কিলোমিটার পথ খানাখন্দে ভরে গেছে। বৃষ্টির পানি জমে থাকায় ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করেন যানবাহনের চালকেরা। সম্প্রতি পঞ্চগড়ের তিনপুল এলাকায়। ছবি : রাজিউর রহমান

ঢাকা-নারায়ণগঞ্জের এই সড়কের বিভিন্ন স্থানে সৃষ্ট ছোট-বড় গর্তে জমে থাকে বৃষ্টির পানি। যানবাহনের চাকা গর্তে পড়ে প্রায়ই ঘটছে দুর্ঘটনা। ভোগান্তি পোহাচ্ছেন চালক ও যাত্রীরা। গতকাল পঞ্চবটী এলাকায়। ছবি : দিনার মাহমুদ

বন্যার পানিতে ভেঙেছে সড়কটি। বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে যোগাযোগব্যবস্থা। ময়মনসিংহের ধোবাউড়া উপজেলার ঘোষগাঁও থেকে এরশাদ বাজার রাস্তার জিগাতলা এলাকা। ছবি : মোস্তাফিজুর রহমান

কুরস্কে অবস্থান বহাল

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেছেন, রুশ সেনাদের চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁর বাহিনী কুরস্কে অবস্থান ধরে রেখেছে। এএফপি

সংক্ষেপে

ইরান

উড়োজাহাজে নিষিদ্ধ পেজার-ওয়াকিটকি

সব ধরনের উড়োজাহাজে যোগাযোগযন্ত্র পেজার ও ওয়াকিটকি নিষিদ্ধ করেছে ইরান। গত শনিবার স্থানীয় গণমাধ্যমের খবরে এ তথ্য জানানো হয়। লেবাননে সম্প্রতি প্রাণঘাতী পেজার ও ওয়াকিটকি বিস্ফোরণ ঘটে। নাশকতামূলক এ বিস্ফোরণের জন্য ইসরায়েলকে দায়ী করা হয়। এ বিস্ফোরণের ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পর এমন সিদ্ধান্ত নিল ইরান। ইরানের বেসামরিক বিমান সংস্থার মুখপাত্র জাফর ইয়াজেরলোর উদ্ধৃতি দিয়ে দেশটির বার্তা সংস্থা ইসনার প্রতিবেদনে বলা হয়, মুঠোফোন ছাড়া যেকোনো ধরনের ইলেকট্রনিক যোগাযোগযন্ত্র নিয়ে উড়োজাহাজে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সপ্তাহ তিনেক আগে ইরান-সমর্থিত লেবাননের রাজনৈতিক ও সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর সদস্যদের ব্যবহার করা পেজার ও ওয়াকিটকিতে বিস্ফোরণ ঘটে। এতে অন্তত ৩৯ জন নিহত হন। আহত হন লেবাননে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত মোজতাবা আমিনিসহ প্রায় তিন হাজার ব্যক্তি। হিজবুল্লাহর সদস্যদের লক্ষ্য করে এ হামলা চালানো হয়েছিল। এ হামলার জন্য ইসরায়েলকে দায়ী করে হিজবুল্লাহ ও ইরান। হামলার তিন সপ্তাহ পর সব ধরনের উড়োজাহাজে এই দুই ধরনের যোগাযোগযন্ত্র নিষিদ্ধ করল ইরান।

এএফপি, *তেহরান*

তুরস্ক

এরদোয়ান ও তাঁর দলের বিরুদ্ধে নারীদের বিক্ষোভ

তুরস্কে নারী হত্যার প্রতিবাদে গত শনিবার বিক্ষোভ করেছেন দেশটির শতাধিক নারী। সর্বশেষ ইস্তাম্বুলে দুই নারীকে হত্যার প্রতিবাদে এ বিক্ষোভ। ইস্তাম্বুলে জড়ো হওয়া শতাধিক বিক্ষোভকারী তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান ও তাঁর ইসলামপন্থী দল একেপি পার্টির নিন্দা করে স্লোগান দেন। এই বিক্ষোভ আয়োজকদের একজন গুনেস ফাদিমে আকসাহিন। তিনি এরদোয়ানের উদ্দেশে বলেন, 'আপনার সরকার এমন, যারা তরুণীদের খুন হতে দেয়।' এদিন গুলিজার সেজার নামের অপর এক নারীও সমাবেশে বক্তব্য দেন। গুলিজারের মেয়ে খুন হয়েছেন। গত জুনে তাঁর মেয়ের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। মৃতদেহটি কার্পেটে মুড়িয়ে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। ইস্তাম্বুল ছাড়াও রাজধানী আঙ্কারা ও তুরস্কের আরেক বড় নগর ইজমিরে বিক্ষোভ হয়েছে। নারী অধিকারবিষয়ক একটি সংগঠন বিক্ষোভের ছবি পোস্ট করেছে। তুরস্কজুড়ে এক সপ্তাহ ধরে প্রতিদিন এ ধরনের বিক্ষোভ হচ্ছে। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসগুলোতে।

এএফপি, *ইস্তাম্বুল*

রাশিয়া

ইউক্রেনীয় বন্দী নারী সাংবাদিকের মৃত্যু

ভিক্টোরিয়া রোশসিনা ২০২৩ সালের আগস্ট মাসে ইউক্রেন থেকে নিখোঁজ হন। ইউক্রেনের যে অঞ্চল থেকে তিনি নিখোঁজ হয়েছিলেন, সেটি এখন রাশিয়ার দখলে। ভিক্টোরিয়া নিখোঁজ হওয়ার ৯ মাস পর রুশ কর্তৃপক্ষ তাঁকে আটক করার খবর নিশ্চিত করে। তবে তাঁকে আটকের কোনো কারণ তখন জানানো হয়নি। চলতি সপ্তাহে ভিক্টোরিয়ার বাবা মস্কোর প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে একটি সংক্ষিপ্ত চিঠি পান। চিঠিতে ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর খবর জানানো হয়। তাঁর বয়স হয়েছিল ২৭। যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত সেনাদের মৃতদেহ বিনিময় করে রাশিয়া ও ইউক্রেন। এমন একটি বিনিময়ের সময় ভিক্টোরিয়ার মৃতদেহ ফেরত পাঠানো হবে বলে চিঠিতে জানানো হয়েছে। চিঠিতে এই নারী সাংবাদিকের মৃত্যুর তারিখ ১৯ সেপ্টেম্বর বলা আছে। মৃত্যুর কারণ নিয়ে কোনো ব্যাখ্যা নেই। রাশিয়ার সেনারা ইউক্রেনের যেসব অঞ্চলের দখল নিয়েছেন সেখান থেকে সংবাদ সংগ্রহ করা খুবই বিপজ্জনক। ভিক্টোরিয়ার সহকর্মীরা জানিয়েছেন, অধিকৃত অঞ্চলে গিয়ে খবর সংগ্রহ করতে আগ্রহী ছিলেন তরুণ এই সাংবাদিক। এমনকি, আগে একবার আটক হওয়ার পরও তাঁর আগ্রহে ভাটা পড়েনি।

সেবার তাঁকে ১০ দিনের জন্য বন্দী করে রাখা হয়েছিল।

বিবিসি

ভারত

মহারাষ্ট্রে সাবেক মন্ত্রী বাবা সিদ্দিক নিহত

ভারতের রাজনৈতিক দল ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টির (এনসিপি) নেতা ও মহারাষ্ট্র রাজ্যের সাবেক মন্ত্রী বাবা সিদ্দিক (৬৬) আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়েছেন। গুলি করার ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহে দুই ব্যক্তিকে তাৎক্ষণিকভাবে আটক করা হয়েছে। এদিকে বাবা সিদ্দিক হত্যার ঘটনায় গ্রেপ্তার দুজন দাবি করেছেন, তাঁরা লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের সদস্য। পুলিশের একাধিক সূত্র এ তথ্য জানিয়েছে। তবে হত্যার দায় এখনো নেয়নি গ্যাংটি। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, গত শনিবার রাতে মুম্বাইয়ের বান্দ্রা পূর্ব এলাকার নির্মল নগরে কোলগেট মাঠের কাছে ছেলে জিশান সিদ্দিকের অফিস থেকে বের হন বাবা সিদ্দিক। গাড়িতে উঠতে যাবেন, এমন সময় তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে স্থানীয় লীলাবতী হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

এনডিটিভি

যমজ উৎসব

যমজ দুই শিশু কোলে নিয়ে ইগবোরা বিশ্ব যমজ উৎসবে যমজ দুই বোন। গত শনিবার যমজ শহর হিসেবে খ্যাত নাইজেরিয়ার ইগবোরায়। ছবি : এএফপি

গাজায় ইসরায়েলি হামলার প্রতিবাদ ও ফিলিস্তিনিদের প্রতি সংহতি প্রকাশ করে বিক্ষোভ। গতকাল স্বশাসিত অঞ্চল তাইওয়ানের রাজধানী তাইপেতে। ছবি : এএফপি

উত্তর গাজা বিচ্ছিন্নের পরিকল্পনা

ইসরায়েলের আগ্রাসন

উত্তর গাজার সব বেসামরিক লোকজনকে সরিয়ে হামাস যোদ্ধাদের ক্ষুধায় রেখে জিম্মি মুক্তিতে চাপ দিতে চায় ইসরায়েল।

- বেইত হানুন, জাবালিয়া ও বেইত লাহিয়াকে গাজা নগরী থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে ইসরায়েলি বাহিনী।
- ২৪ ঘণ্টায় ইসরায়েলি হামলায় গাজায় আরও ৫২ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ১২৮ জন।

সিএনএন

জিম্মিদের মুক্ত করতে ফিলিস্তিনের গাজার প্রতিরোধ সংগঠন হামাসের নেতা ইয়াহিয়া সিনওয়ারকে চাপে রাখার নতুন পরিকল্পনা নিয়েছে ইসরায়েল। পরিকল্পনা অনুযায়ী উত্তর গাজাকে অবরুদ্ধ করা হচ্ছে। সেখানকার সব বেসামরিক লোকজনকে সরিয়ে হামাস যোদ্ধাদের ক্ষুধায় রেখে জিম্মি মুক্তিতে সিনওয়ারকে চাপ দিতে চায় বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সরকার।

এরই অংশ হিসেবে উত্তর গাজায় বড় পরিসরে স্থল অভিযান চালানো হচ্ছে। সেখানকার নতুন নতুন এলাকা থেকে বাসিন্দাদের সরে যাওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। সেখানে খাদ্য সরবরাহও বন্ধ করে দিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী।

কয়েক সপ্তাহ আগে নেতানিয়াহু ওই এলাকাকে অবরুদ্ধ করে হামাস যোদ্ধাদের না খাইয়ে রাখা এবং জিম্মি মুক্তিতে চাপ দিতে নতুন পরিকল্পনা গ্রহণের কথা ভাবছেন—এমন খবরের মধ্যেই এ অভিযান শুরু হয়েছে।

১ অক্টোবর থেকে গাজায় কোনো ত্রাণ ঢুকতে দেওয়া হয়নি বলে গত শুক্রবার জানিয়েছে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউএফপি)। এতে অবরুদ্ধ এই উপত্যকার ১০ লাখ মানুষ ক্ষুধার শিকার হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছেন।

উত্তর গাজার জাবালিয়ায় হামাস যোদ্ধাদের উপস্থিতি ও তাঁদের অবকাঠামোর বিষয়ে গোয়েন্দা তথ্য পাওয়ার পর গত সপ্তাহে স্থল অভিযান শুরু করে ইসরায়েলি বাহিনী। ওই এলাকায় হামাস নতুন করে হামলা চালানোর সামর্থ্য অর্জনের চেষ্টা করছে বলেও গোয়েন্দা প্রতিবেদনে বলা হয়; কিন্তু বাস্তবে নতুন করে যে স্থল অভিযান চালানো হচ্ছে, তা শুধু জাবালিয়া শরণার্থীশিবিরেই সীমাবদ্ধ নেই।

'দ্য জেনারেলস প্ল্যান'

উত্তর গাজাকে এভাবে অবরুদ্ধ করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল জিওরা আইলান্দ। অবশ্য চারটি সূত্র সিএনএনকে বলেছে, আইলান্দের প্রস্তাব আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করেনি নেতানিয়াহুর মন্ত্রিসভা। তবে আইলান্দের প্রস্তাবের সঙ্গে নেতানিয়াহুর কর্মকাণ্ডের মিল রয়েছে।

নীতিনির্ধারণের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত না হলেও ইসরায়েলি সরকার ও উর্ধ্বতন নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের চিন্তাভাবনার সঙ্গে জানাশোনা আছে, এমন একজন সাবেক সামরিক কর্মকর্তা সিএনএনকে বলেন, হুবহু না হলেও 'আইলান্দের প্রস্তাবের একটি সংস্করণ' গ্রহণ করেছে মন্ত্রিসভা, যা 'দ্য জেনারেলস প্ল্যান' নামে পরিচিত।

আইলান্দ সিএনএনকে বলেছেন, এই দাবি পুরোপুরি সত্য। তবে তিনি বলেন, তাঁর দেওয়া প্রস্তাব এবং বর্তমানে প্রকৃত অর্থে মাঠে যেটা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে।

এমন সময় উত্তর গাজায় এ অভিযান চালানো হচ্ছে, যখন গাজা যুদ্ধ নতুন মাত্রায় শুরু করতে কয়েকটি পরিকল্পনা বিবেচনা করছে ইসরায়েল সরকার।

আইলান্দের গত মাসে দেওয়া প্রস্তাবে গাজা নগরীসহ উত্তর গাজার সব বাসিন্দাকে ওই এলাকা ছাড়তে বাধ্য করার কথা বলা হয়। এরপর সেখানে সব ধরনের সরবরাহব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ারও প্রস্তাব দেওয়া হয়। তিনি বলেন, এর উদ্দেশ্য হলো, যুদ্ধকে নতুন মাত্রায় নিয়ে যাওয়া এবং হামাস নেতা সিনওয়ারের সব হিসাবনিকাশ ওলটপালট করে দেওয়া।

এদিকে উত্তর গাজার বাসিন্দারা বলছেন, বেইত হানুন, জাবালিয়া ও বেইত লাহিয়াকে গাজা নগরী থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে ইসরায়েলি বাহিনী। সেখানে যাওয়া-আসা পুরোপুরি বন্ধ করে দিয়েছে।

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ২৪ ঘণ্টায় ইসরায়েলি হামলায় গাজায় আরও ৫২ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ১২৮ জন। এ নিয়ে গত বছরের ৭ অক্টোবর থেকে গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় ৪২ হাজার ২২৭ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ৯৮ হাজার ৪৬৪ জন।

শান্তিরক্ষী বাহিনীর ফটক ভাঙল ইসরায়েলি ট্যাংক

লেবাননে থাকা জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনীর পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, তাদের চলাচলে বাধা সৃষ্টি করছে ইসরায়েল। গতকাল ইসরায়েলি ট্যাংকগুলো শান্তিরক্ষীদের অবস্থানগুলোর মধ্যে ঢুকে পড়েছে। এক বিবৃতিতে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনী (ইউনিফিল) বলেছে, ইসরায়েলি বাহিনীর দুটি ট্যাংক তাদের অবস্থান এলাকা রামিয়ার দুটি ফটক ভেঙে ফেলেছে। জোরপূর্বক তাদের অবস্থানে ঢুকে আলো বন্ধ করতে আদেশ করেছে। এর দুই ঘণ্টা পর কাছাকাছি অবস্থানে গোলা নিক্ষেপ করা হয়েছে। দক্ষিণ লেবাননে মোতায়েন করা জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনীর সদস্যদের সরিয়ে নিতে জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের প্রতি ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর আহ্বানের পর এমন ঘটনা ঘটল। এর আগে সম্প্রতি ইসরায়েলের গোলাবর্ষণে পাঁচজন শান্তিরক্ষী আহত হন।

ইসরায়েলে সেনা পাঠাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র

ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরোধীব্যবস্থা (থাড) ও তা চালাতে সেনা পাঠাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্রের গণমাধ্যমে এ তথ্য প্রকাশিত হয়েছিল। পেন্টাগনের পক্ষ থেকে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

জাপানের পরমাণু অস্ত্রবিরোধী সংগঠন নিহন হিদানকায়ো এবার শান্তিতে নোবেল জয়ের পর এক সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দিচ্ছেন সংগঠনটির সহকারী মহাপরিচালক (বাঁ থেকে) তোশিকো হামানাকা, সহযোগী চেয়ারম্যান তেরুমি তানাকা ও সহকারী মহাপরিচালক মাসাকো ওয়াদা। ছবি : এএফপি

বৈশ্বিক সংঘাতের মধ্যে বাড়ছে পারমাণবিক যুদ্ধের ঝুঁকি

শান্তিতে নোবেলজয়ী সংগঠন

আল-জাজিরা

গাজাসহ বিশ্বজুড়ে সংঘাত চলছে। এতে পারমাণবিক যুদ্ধের আশঙ্কা বাড়ছে। চলতি বছর শান্তিতে নোবেল পাওয়া জাপানের পরমাণু অস্ত্রবিরোধী সংগঠন নিহন হিদানকায়োর পক্ষ থেকে বৈশ্বিক সংঘাতের কারণে পারমানবিক যুদ্ধের ঝুঁকি নিয়ে সতর্ক করা হয়েছে। সংগঠনটির পক্ষ থেকে পারমানবিক অস্ত্রের বিলুপ্তির বিষয়ে নতুন করে আহ্বান জানানো হয়েছে।

পরমাণু অস্ত্রমুক্ত একটি বিশ্ব গড়ার প্রচেষ্টা এবং পরমাণু অস্ত্র আর কখনো ব্যবহার করা যে উচিত নয়, সেটি প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যের মাধ্যমে তুলে ধরার জন্য জাপানের সংগঠনটিকে এ বছর শান্তিতে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

জাপানের নাগাসাকিতে ১৯৪৫ সালে বোমা হামলা থেকে বেঁচে যাওয়া শিগেমিতসু তানাকা গত শনিবার বলেন, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ক্রমান্বয়ে খারাপ হচ্ছে এবং এখন যুদ্ধের মধ্যে দেশগুলো পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের হুমকি দিচ্ছে।

নাগাসাকির এ বাসিন্দা আরও বলেন, 'আমার শঙ্কা, মানবজাতি হিসেবে আমরা নিজেদের ধ্বংসের পথে চলেছি। এটি বন্ধ করার একমাত্র উপায় হলো পারমাণবিক অস্ত্র বিলুপ্ত করা।'

নাগাসাকি ছিল দ্বিতীয় জাপানি শহর যেখানে ১৯৪৫ সালের ৯ আগস্ট পারমাণবিক বোমা হামলা চালিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। এতে ৭৪ হাজার মানুষ নিহত হয়। এর তিন দিন আগে হিরোশিমায় চালানো হামলায় ১ লাখ ৪০ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছিল।

নোবেল পুরস্কার জেতার পর গত শনিবার হিরোশিমার বাসিন্দারা বলেন, তাঁরা আশা করেন, বিশ্ব ১৯৪৫ সালের বোমা হামলার কথা ভুলবে না। এখন থেকে আরও বেশি করে মনে রাখবে।

৭৯ বছর আগে হিরোশিমায় যখন বোমা হামলা হয়, তখন সুসুমু ওগায়ার বয়স ছিল পাঁচ বছর। ওই ঘটনায় পরিবারের অনেক সদস্যকে হারিয়েছেন তিনি। ওগায়া বলেন, 'আমার মা, আমার চাচি, আমার দাদা ও দাদি সবাই মারা যান।' তিনি বলেন, 'বিশ্বের সব পারমাণবিক অস্ত্র বাতিল করতে হবে। আমরা পারমাণবিক অস্ত্রের বিভীষিকা সম্পর্কে জানি। কারণ, হিরোশিমায় কী ঘটেছিল তা আমরা জানি।'

এখন মধ্যপ্রাচ্যে যা ঘটছে বিশেষ করে গাজা ও লেবাননে ইসরায়েল যেভাবে হামলা চালাচ্ছে এবং উত্তেজনা ছড়াচ্ছে, তাতে তিনি ব্যথিত।

ওগায়া বলেন, মানুষ কেন একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করে? একে অপরকে আহত করাটা ভালো কিছু বয়ে আনে না।

গত শনিবার জাপানিরা হিরোশিমা পিস মেমোরিয়াল পার্কে গাজায় ফিলিস্তিনিদের সমর্থনে মিছিল করেন। হিরোশিমা বোমা হামলা থেকে বেঁচে যাওয়া ও এই গ্রুপের প্রধান তোশিউকি মিমাকি গত শুক্রবার বলেন, গাজার শিশুদের অবস্থা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাপানের শিশুদের মতোই।

চীনা রণতরি নিয়ে সতর্কাবস্থায় তাইওয়ান

এএফপি, *তাইপে*

চীনের বিমানবাহী রণতরির উপস্থিতি ঘিরে সতর্ক অবস্থান নিয়েছে তাইওয়ান। গতকাল রোববার তাইওয়ানের দক্ষিণের সাগরে ওই রণতরির দেখা মেলে বলে জানিয়েছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ।

তাইওয়ান ঘিরে চীনের 'উসকানিমূলক' তৎপরতার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের হুঁশিয়ারির কয়েক দিন বাদেই এ ঘটনা ঘটল। গতকাল তাইওয়ানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানায়, চীনের 'লিয়াওনিং' মডেলের একটি বিমানবাহী রণতরি তাইওয়ানের দক্ষিণে বাশি চ্যানেলে প্রবেশ করেছে। এই সমুদ্রপথ তাইওয়ানকে ফিলিপাইন থেকে আলাদা করেছে। ধারণা করা হচ্ছে, রণতরিটি সেখান থেকে পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে এগিয়ে যাবে। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, চীনের রণতরির উপস্থিতি টের পাওয়ার পর সেটির কর্মকাণ্ডের ওপর গভীর নজরদারি করছে তাইওয়ানের সামরিক বাহিনী। এ বিষয়ে তারা সতর্ক অবস্থানে রয়েছে। প্রয়োজন পড়লে পাল্টা জবাব দেওয়ার প্রস্তুতিও নেওয়া হয়েছে।

তাইওয়ানকে নিজেদের ভূখণ্ডের অংশ বলে দাবি করে চীন। এ দাবির পরিপ্রেক্ষিতে প্রায়ই দ্বীপটি ঘিরে সামরিক মহড়া চালায় বেইজিং। গত কয়েক বছরে তাদের এ তৎপরতা বেড়েছে।

বিহারে দুর্গাপূজার মণ্ডপে বন্দুকধারীর গুলি, আহত ৪

এনডিটিভি

ভারতের বিহার রাজ্যে দুর্গাপূজার প্যান্ডেলে অজ্ঞাতনামা বন্দুকধারীর গুলিতে চারজন আহত হয়েছেন। গতকাল রোববার সকালে রাজ্যে আরাহ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, অজ্ঞাতনামা বন্দুকধারীরা দুর্গাপূজার প্যান্ডেলে গুলি করে পালিয়ে যায়। তারা দুটি মোটরসাইকেলে করে এসেছিল। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে দুটি গুলির খোসা উদ্ধার করেছে।

আহত ব্যক্তিরা হলেন আরমান আনসারি (১৯), সুনীল কুমার যাদব (২৬), রোশান কুমার (২৫) ও সিপাহি কুমার। তাঁদের দ্রুত স্থানীয় বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হাসপাতালের চিকিৎসক বিকাশ সিং আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসার তত্ত্বাবধান করছেন।

পেনসিলভানিয়ার লড়াইয়ে এগিয়ে থাকলেন কমলা

যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন

নিউইয়র্ক টাইমস ও সিয়েনা কলেজের সাম্প্রতিক জরিপে দেখা গেছে, পেনসিলভানিয়ায় ট্রাম্পের চেয়ে ৩ পয়েন্টে এগিয়ে কমলা।

কমলা হ্যারিস

ডোনাল্ড ট্রাম্প

নিউইয়র্ক টাইমস

পেনসিলভানিয়া অঙ্গরাজ্যে জনসমর্থনে রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের চেয়ে এগিয়ে রয়েছেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী কমলা হ্যারিস। আগামী ৫ নভেম্বরের যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে পেনসিলভানিয়াকে দোদুল্যমান অঙ্গরাজ্য হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। *নিউইয়র্ক টাইমস* ও সিয়েনা কলেজের সাম্প্রতিক জরিপে দেখা গেছে, এ অঙ্গরাজ্যে ট্রাম্পের চেয়ে ৩ পয়েন্টে এগিয়ে রয়েছেন কমলা। জরিপ বিশ্লেষণকারী প্রতিষ্ঠান ফাইভথার্টিফাইভের তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য জরিপ হিসেবে দেখা হয় *নিউইয়র্ক টাইমস* ও সিয়েনা কলেজের জরিপকে।

যুক্তরাষ্ট্রের এবারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জিততে হলে পেনসিলভানিয়া অঙ্গরাজ্যে জয়ী হওয়া এবং এর ১৯টি ইলেকটোরাল কলেজ ভোট পাওয়া গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, আর কোনো দোদুল্যমান অঙ্গরাজ্যে এত বেশি ইলেকটোরাল ভোট নেই।

যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে ইলেকটোরাল কলেজের মোট ভোটসংখ্যা ৫৩৮। প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতে একজন প্রার্থীকে ২৭০টি ইলেকটোরাল কলেজের ভোট পেতে হয়। প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের জন্য নির্দিষ্টসংখ্যক ইলেকটোরাল ভোট রয়েছেন।

নিউইয়র্ক টাইমস, ফিলাডেলফিয়া ইনকোয়ারার ও সিয়েনা কলেজ জরিপে ৮৫৭ জন ভোটারের মতামত নিয়েছে। তাতে দেখা গেছে, কমলা ৩ পয়েন্টে এগিয়ে রয়েছেন। এই জরিপ করা হয়েছে ৭ অক্টোবর থেকে ১০ অক্টোবরের মধ্যে। এ জরিপ অনুযায়ী, কমলার সমর্থন ৫০ শতাংশ আর ট্রাম্পের ৪৭ শতাংশ। তবে কমলা যে ৩ পয়েন্টে এগিয়ে রয়েছেন, তা জরিপের ৩ শতাংশ ত্রুটির সীমার মধ্যে পড়ে। এ ছাড়া জরিপে ৩ শতাংশ ভোটার কাকে ভোট দেবেন, তা ঠিক করেননি এবং তাঁদের অনেকে উত্তর দিতে রাজি হননি।

নারী ভোটারদের সমর্থনের দিক থেকে এগিয়ে রয়েছেন কমলা। তাঁকে ৫৮ শতাংশ নারী সমর্থন দিয়েছেন। অন্যদিকে ট্রাম্পের পক্ষে নারী ভোটারদের সমর্থন ৪০ শতাংশ। এ ছাড়া কৃষ্ণাঙ্গ ভোটারদের মধ্যেও জনপ্রিয়তায় এগিয়ে কমলা। কৃষ্ণাঙ্গ ভোটারদের মধ্যে কমলার সমর্থন ৮১ শতাংশ আর ট্রাম্পের ১৬ শতাংশ।

দোদুল্যমান অঙ্গরাজ্যগুলোতে সাম্প্রতিক সময়ের অধিকাংশ জরিপে কমলা ও ট্রাম্পের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। তবে তাঁদের মধ্যে যে ব্যবধান দেখা যাচ্ছে, তা জরিপের ত্রুটির সীমার মধ্যেই থাকছে।

এদিকে ইমরাসন কলেজ ও দ্য হিল পেনসিলভানিয়ায় এক হাজার ভোটারের মধ্যে জরিপ করেছে। তাতে ট্রাম্প ১ পয়েন্টে এগিয়ে। এতে ট্রাম্পের সমর্থন ৪৯ শতাংশ আর কমলার ৪৮ শতাংশ। ৫ অক্টোবর থেকে ৮ অক্টোবর পর্যন্ত এ জরিপ করা হয়।

সেন্টার ফর ওয়ার্কিং ক্লাস পলিটিকস ও ইউগভের করা এক জরিপে দেখা গেছে, কমলার সমর্থন সেখানে ৪৬ দশমিক ৮ শতাংশ আর ট্রাম্পের ৪৪ দশমিক ৭ শতাংশ। গত ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত এ জরিপ চালানো হয়। *টাইমস*-এর করা সামগ্রিক জরিপে দেখা গেছে, কমলার সমর্থন ৪৯ শতাংশ আর ট্রাম্পের ৪৮ শতাংশ। ফাইভথার্টিফাইভের জরিপে দেখা গেছে, কমলার সমর্থন ৪৭ দশমিক ৯ শতাংশ আর ট্রাম্পের ৪৭ শতাংশ ৫ শতাংশ।

আগামী মাসের নির্বাচনে কমলাকে জিততে হলে পেনসিলভানিয়া, মিশিগান ও উইসকনসিন হাতছাড়া করা চলবে না। এ তিন অঙ্গরাজ্য ডেমোক্র্যাটদের এলাকা হিসেবে পরিচিত। অন্যদিকে ট্রাম্পকে হোয়াইট হাউসে যেতে হলে নর্থ ক্যারোলাইনা, জর্জিয়ার সঙ্গে পেনসিলভানিয়ায় জিততে হবে। এর আগে ২০১৬ সালে হিলারি ক্লিনটনের বিরুদ্ধে পেনসিলভানিয়ায় স্বল্প ব্যবধানে জিতেছিলেন ট্রাম্প। তবে ২০২০ সালে তিনি বাইডেনের কাছে এখানে হেরে যান।

ইতিমধ্যে পেনসিলভানিয়ায় জিততে কমলা ও ট্রাম্প সেখানে ঘন ঘন সমাবেশ করছেন। এর আগে পেনসিলভানিয়ার বাটলারে নির্বাচনী প্রচারের সময় ট্রাম্পকে হত্যাচেষ্টা চালানো হয়েছিল। গত সপ্তাহে আবার সেখানে প্রচার করছেন ট্রাম্প। এর আগে এ সপ্তাহে কমলার পক্ষে প্রচার করেছেন সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা।

দক্ষিণ চীন সাগর নিয়ে দ্রুত আচরণবিধি চান নেতারা

আসিয়ান সম্মেলন

মিয়ানমারে গৃহযুদ্ধ বন্ধে দ্রুত লড়াই থামিয়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক শান্তি আলোচনার দাবি নেতাদের।

- দক্ষিণ চীন সাগরে সার্বভৌমত্ব দাবি করে আসছে চীন।
- দক্ষিণ চীন সাগর দিয়ে প্রতিবছর তিন ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের বাণিজ্য হয়।
- আসিয়ান সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল দক্ষিণ চীন সাগর ঘিরে আচরণবিধির বিষয়টি।

রয়টার্স, *ব্যাংকক*

দক্ষিণ চীন সাগরে আন্তর্জাতিক আইন মেনে দ্রুত একটি আচরণবিধি চুক্তি করার কথা বলেছেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নেতারা। এ ছাড়া মিয়ানমারে গৃহযুদ্ধ বন্ধে দ্রুত লড়াই থামিয়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক শান্তি আলোচনার দাবি জানান তাঁরা। গতকাল রোববার আসিয়ান সম্মেলনে এ বিষয়গুলো উঠে এসেছে।

লাওসে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর জোটের (আসিয়ান) ১০ সদস্যরাষ্ট্রের নেতাদের বৈঠক শেষ হয়েছে গত শুক্রবার। বৈঠক শেষে আসিয়ান চেয়ারম্যানের বিবৃতিতে বৈঠকে ঐকমত্যের বিষয়টি তুলে ধরা হয়।

আসিয়ানভুক্ত ১০টি দেশ মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, লাওস, মিয়ানমার, ব্রুনেই দারুসসালাম ও থাইল্যান্ড ছাড়াও সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চীন, জাপান, ভারত ও দক্ষিণ কোরিয়ার কূটনীতিকেরা উপস্থিত ছিলেন।

দক্ষিণ চীন সাগরে বিরোধপূর্ণ জলসীমা ঘিরে চীনের সঙ্গে আসিয়ান সদস্য ফিলিপাইন ও সম্প্রতি ভিয়েতনাম মুখোমুখি হয়েছে। দক্ষিণ চীন সাগরে সার্বভৌমত্ব দাবি করে আসছে চীন। সেখানকার বিরোধ ঘিরে সৃষ্ট উত্তেজনায় যুক্ত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। কারণ, ফিলিপাইনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা চুক্তি রয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী, ফিলিপাইন আক্রান্ত হলে তাকে প্রতিরক্ষা সহায়তা প্রদানে বাধ্য যুক্তরাষ্ট্র।

দক্ষিণ চীন সাগর দিয়ে প্রতিবছর তিন ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের বাণিজ্য হয়। এবারের আসিয়ান সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল দক্ষিণ চীন সাগর ঘিরে আচরণবিধির বিষয়টি। যুক্তরাষ্ট্রের একজন কর্মকর্তা বলেছেন, দক্ষিণ চীন সাগর ঘিরে এবারের সম্মেলনে চীন ও রাশিয়ার সঙ্গে আসিয়ান সদস্যদের বিতর্ক তৈরি হয়। চীন ও রাশিয়ার পক্ষ থেকে ১৯৮২ সালের জাতিসংঘের কনভেনশন অনুযায়ী সমুদ্রের আইনের বিষয়ে আপত্তি করা হয়।

আসিয়ানের বিবৃতিতে আস্থা তৈরির ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়, যাতে দক্ষিণ চীন সাগরে উত্তেজনা ও দুর্ঘটনার ঝুঁকি কমাতে পারে এবং ভুল-বোঝাবুঝির অবসান হয়। এ সময় বিরোধ নিষ্পত্তিতে আচরণবিধি তৈরির আলোচনা ইতিবাচক অগ্রগতির কথা জানানো হয়। চীন ও আসিয়ানের পক্ষ থেকে এ নিয়ে ২০০২ সালেই সম্মতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ২০১৭ সালের আগে আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়নি।

এদিকে মিয়ানমার নিয়ে আসিয়ানের পক্ষ থেকে দ্রুত সহিংসতা বন্ধ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। এ ছাড়া মানবিক সহায়তা প্রদানে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি ও অন্তর্ভুক্তিমূলক জাতীয় সংলাপের কথা বলা হয়েছে।

রোবট রোবটের সঙ্গে খেলায় ব্যস্ত একটি কুকুরছানা। দাঁড়িয়ে তা দেখছে লোকজন। গতকাল ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে। ছবি : এএফপি

ঘরে নতুন অতিথি

কন্যাসন্তানের মা-বাবা হয়েছেন বলিউড তারকা দম্পতি মাসাবা গুপ্তা ও সত্যদীপ মিশ্র। বিনোদন ডেস্ক

টুকরো খবর

আরেকটি পুরস্কার

মস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের পর আরও একটি জুরি পুরস্কার পেল *নির্বাণ*। সিনেমাটি এবার ফ্রান্সের 'গঞ্জ সুর সেন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব' থেকে পুরস্কার জিতেছে। এ তথ্য জানালেন সিনেমার পরিচালক আসিফ ইসলাম। একটি ফ্যাক্টরির তিন কর্মীর যাপিত জীবনের চিত্র সিনেমাটিতে উঠে এসেছে। কর্মীদের আসা-যাওয়ার মধ্যে অনেক গল্প থাকে, সংলাপ ছাড়াই সেগুলো তুলে ধরেছেন আসিফ। এতে অভিনয় করেছেন প্রিয়াম অর্চি, ফাতেমা তুয জোহরা, ইমরান মাহাথির প্রমুখ।
বিনোদন প্রতিবেদক, *ঢাকা*

নির্বাণ-এর পোস্টার

এ কোন জ্যাকি

মুক্তির অপেক্ষায় থাকা *বেবি জন* সিনেমার নতুন টিজারে চমকে দিয়েছেন জ্যাকি শ্রফ। তাঁর লুক অন্তর্জালে ভাইরাল। অনুরাগীদের প্রশংসা পাচ্ছেন এই অভিনেতা। আলোচিত তামিল ছবি *থেরির* হিন্দি রিমেক *বেবি জন*, কালেস পরিচালিত ছবিটির প্রযোজক অ্যাটলি। ছবির প্রধান চরিত্রে আছেন বরুণ ধাওয়ান। আরও দেখা যাবে কীর্তি সুরেশ, ওয়ামিকা গাব্বিকে। আগামী ২৫ ডিসেম্বর মুক্তি পাবে *বেবি জন*।
বিনোদন ডেস্ক

বেবি জন-এ জ্যাকি শ্রফ। ছবি : এক্স থেকে

এখনো উপভোগ করছেন

বয়স ৮২, তবে এখনো অভিনয় চালিয়ে যাচ্ছেন হ্যারিসন ফোর্ড। *ভ্যানিটি ফেয়ার* সাময়িকীতে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন, সৃজনশীল মানুষদের সঙ্গে কাজটা তিনি খুব উপভোগ করেন। ১৬ অক্টোবর আবার পর্দায় ফিরছেন এই অভিনেতা। অ্যাপল টিভি প্লাসের সিরিজ *শ্রিংকিং*-এর দ্বিতীয় মৌসুমে তাঁকে দেখা যাবে। **বিনোদন ডেস্ক**

হ্যারিসন ফোর্ড। ছবি : রয়টার্স

নতুন পরিচয়ে

নিজের পডকাস্ট 'সো পজিটিভ পডকাস্ট' নিয়ে আসছেন অনন্যা পান্ডে। আগামীকাল মুক্তি পাবে এর প্রথম পর্ব। অভিনেত্রী জানিয়েছেন, **অনলাইন-দুনিয়ায় আজকাল এমন অনেক ঘটনাই ঘটে, যা মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলে, তাঁর পডকাস্টে মূলত এসব নিয়েই আলাপ হবে। বিনোদন ডেস্ক**

অনন্যা পান্ডে। ছবি : এএনআই

বিয়ে করলেন হিয়োন-ইয়ং

বিয়ে করেছেন কে-পপ তারকা হিয়োন আহ ও ইয়ং জুন হিয়োং। দুই পরিবারের সদস্য ও সহকর্মীদের উপস্থিতিতে গত শুক্রবার সিউলের এক রেস্তোরাঁয় বিয়ে সেরেছেন তাঁরা। এ বছরের জানুয়ারিতে প্রেমের সম্পর্ককে প্রকাশ্যে এনেছিলেন এই জুটি।
বিনোদন ডেস্ক

বছরে একসময় যাঁকে মাত্র দু-একটি কাজে দেখা যেত, তিনিই এখন বছরভর ব্যস্ত। গত মাসে মুক্তি পাওয়া ওয়েব ফিকশন *এন্ড কাউন্টার* দিয়ে প্রশংসা পাচ্ছেন। শেষ করেছেন *ফ্রেঞ্জি*, *ফ্যাঁকড়া* নামের দুটি ওয়েব সিরিজের কাজ। মুক্তির অপেক্ষায় আছে তিনটি সিনেমা : *কুরকাব*, *বকুলের বুকে রক্তকরবী*, *জুন*। তরুণ অভিনেতা **মীর রাব্বি**র খোঁজখবর করলেন **মনজুরুল আলম**

দর্শকদের প্রত্যাশাকে গুরুত্ব দিতে হবে

সাম্প্রতিক

কাজের ব্যস্ততা কি হঠাৎ বেড়ে গেছে? প্রশ্ন শুনে রাব্বি জানালেন, ক্যারিয়ারের শুরু থেকেই তাঁকে ভেবেচিন্তে কাজ নিতে হয়েছে। শুরুতে *জিরো ডিগ্রি* সিনেমা মুক্তির পর প্রস্তাব পেয়েও খুব বেশি কাজ করার উপায় ছিল না। 'সে সময়ে চাকরি ছিল আমার প্রধান পেশা। অভিনয় চলত পাশাপাশি। তখন ছুটি পাওয়া সাপেক্ষে খুবই অল্পসংখ্যক কাজে নাম লেখাতে পারতাম। এটাই কাজ কম থাকার কারণ,' বলেন রাব্বি।

নিজেকে আবিষ্কার

শৈশব থেকেই টুকটাক অভিনয়ে যুক্ত ছিলেন। এভাবে অভিনয়ের প্রতি ভালোবাসা। পেশা হিসেবে অভিনয়কে নেওয়ার ইচ্ছা কম ছিল। *তাকদীর*, *ব্রোকার*, *ইন্টার্নশিপ* তাঁর ব্যস্ততা বাড়িয়ে দেয়। পরিচিতি বাড়ায় *বুকের মধ্যে আগুন*, *বুক পকেটের গল্প*। এই অভিনেতা বলেন, 'সিরিয়াসলি অভিনয় করব, এটা তো আগে ভাবিনি। পরে যখন দেখলাম পরপর অনেকগুলো কাজ ভালো হয়ে গেল, দর্শকদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা বাড়তে শুরু করল, তখন মনে হলো, শুধু অভিনয়কেই পেশা হিসেবে নেওয়া যায়। দুই বছর ধরে আমি নিয়মিত। দুই বছর ধরে নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করছি।'

শুধুই থ্রিলারে বিশ্বাসী নন

ওটিটি প্ল্যাটফর্মের সিনেমা-সিরিজ মানেই যেন থ্রিলার। যেখানে থাকবে টান টান উত্তেজনা। তবে রাব্বি আবার শুধু থ্রিলারে বিশ্বাসী নন। এমনকি ওটিটির গল্প, চিত্রনাট্য হাতে পাওয়ার আগে থ্রিলার গল্পের প্রত্যাশাও করেন না। তিনি মনে করেন, থ্রিলার গল্প দর্শক বেশি পছন্দ করলেও কমেডি, সামাজিক গল্পও পছন্দ করেন। এই অভিনেতা বলেন, 'আমাদের *ইন্টার্নশিপ* যেমন গতানুগতিক কাজের বাইরে ছিল। কমেডি ঘরানার ওয়েব সিরিজটির অনেক ভালো ফিডব্যাক পেয়েছি। দিন শেষে মানুষ আসলে চায় ভালো গল্প। ভালো প্রেজেন্টেশন খোঁজ করে, নতুনত্ব খোঁজে। যে কারণে আমি চিত্রনাট্য পেলেই সেটা নিয়ে ডিজাইন কেমন হবে, উপস্থাপনা কেমন হবে, সেগুলোর দিকে মনোযোগ দিই।'

ওটিটির চ্যালেঞ্জ

শুরুর দিকে দেশের ওটিটি প্ল্যাটফর্ম যেভাবে এগিয়েছে, যে মানের গল্প নির্মিত হয়েছে, সেখানে কিছুটা ধীরগতি ছিল বলে মনে করেন রাব্বি। তিনি জানান, দর্শক এখন আগের চেয়ে বেশি ওটিটিমুখী হচ্ছেন। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ওটিটিকে চ্যালেঞ্জিং সময়ের মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে। কারণ, দর্শকদের চোখ এখন নেটফ্লিক্স, অ্যামাজনমুখী। কোন প্ল্যাটফর্মে কী মুক্তি পাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো দেখছেন দর্শক। রাব্বি বলেন, 'ওটিটিতে আগে আরও ভালো গল্প হয়েছে। সেখানে আমরা এখন নানা রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। এমন নয় যে আমাদের বাজেট কমেছে। কিন্তু দিন শেষে দর্শক আমাদের প্রোডাকশন দেখে *দিল্লি ক্রাইম*, *মির্জাপুর*, *পাতাললোক*-এর সঙ্গে তুলনা করে। একটা *মির্জাপুর*-এর বাজেটের সমান বাংলাদেশের প্রায় সব ওটিটির বাজেট। আমাদের যেমন বাজেট দরকার, তেমনি দরকার ভালো গল্প। দর্শক ধরতে হলে গল্পের ট্রিটমেন্টেও পরিবর্তন আনতে হবে।'

যে জন্য অপেক্ষা

সিনেমা দিয়ে ক্যারিয়ার শুরু হলেও সেই সিনেমা নিয়ে মনের কোণে রয়েছে হতাশা। কারণ, দেশের দর্শক এ মুহূর্তে সিনেমামুখী নন। হাতে গোনা কয়েকটি হল। রাব্বি বলেন, 'এমনও অনেক জেলা রয়েছে, যেখানে কোনো সিনেমা হলই নেই। কিন্তু ভালো সিনেমা দেখার দর্শক রয়েছে। প্রতিটি উপজেলা পর্যায়ে যদি ভালো মানের সিনেমা হল করা যায়, তাহলে সিনেমার দিন ফিরতে পারে। মাধ্যম বাড়াতে হবে। তাহলে সব জায়গায় দর্শক বাড়বে। তবে মনে রাখতে হবে, এখন দর্শকদের প্রত্যাশা অনেক বেশি। দর্শকদের প্রত্যাশাকে গুরুত্ব দিতে হবে।'

মীর রাব্বি। ছবি : অভিনেতার সৌজন্যে

ভূতের রাজা দিল বর

চলচ্চিত্র

বাণিজ্যিক সাফল্য আর শৈল্পিক মান—দুই সূচকেই কয়েক বছর ধরে আলোচনায় হরর সিনেমা। ভারতে আবার হরর-কমেডির রমরমা। কোন ধরনের হরর সিনেমা দেখছেন দর্শক? ভারতে জনপ্রিয়তা পাওয়া ভৌতিক সিনেমাগুলো কতটা দর্শক-চাহিদা পূরণ করতে পারছে? লিখেছেন **লতিফুল হক**

দিন কয়েক আগে সর্বকালের সেরা ১০০ হরর সিনেমার তালিকা প্রকাশ করেছে চলচ্চিত্রবিষয়ক মার্কিন সাময়িকী *ভ্যারাইটি*। এ তালিকার শীর্ষে আছে ১৯৭৩ সালে মুক্তি পাওয়া টোবি হুপারের *দ্য টেক্সাস চেইন স ম্যাসাকার*। সেরা দশে আরও আছে *দ্য এক্সোরসিস্ট*, *সাইকো*, *জস*, *রোজমেরিজ বেবি*, *নাইট অব দ্য লিভিং ডেড*, *অডিশন*, *ফ্রাঙ্কেনস্টেইন*, *সালে*, *অর দ্য ১২০ ডেজ অব সদম* ও *ক্যারি*। শীর্ষ দশে এই শতাব্দীতে মুক্তি পাওয়া কোনো হরর সিনেমা নেই! সবচেয়ে কাছাকাছি সময়ের মধ্যে সেরা দশে আছে কেবল ১৯৯৯ সালে মুক্তি পাওয়া তাকাশি মিকের *অডিশন*। তবে কি আজকাল আর ভালো হরর সিনেমা হচ্ছে না? সমালোচকেরা মনে করছেন, হরর সিনেমার ধাঁচটাই এখন বদলে গেছে। হররের সঙ্গে কমেডির মিশেল, নানা সামাজিক বক্তব্য মেশানোর আরোপিত চেষ্টায় ভৌতিক সিনেমার আসল আমেজটাই হারিয়ে গেছে। এসব সিনেমায় সবই আছে, কেবল ভয়টাই আর নেই।

ভারতেও ইদানীং হরর-কমেডির বেশ রমরমা। এই ঘরানা প্রথম জনপ্রিয়তা পেয়েছে দক্ষিণে। পরে প্রযোজক দিনেশ বিজন তৈরি করেছেন 'হরর ইউনিভার্স'। তাঁর প্রযোজিত *স্ত্রী* ব্যাপক ব্যবসায়িক সাফল্য পায়। চলতি বছর ছবিটির সিকুয়েল *স্ত্রী ২* তো রেকর্ড ব্যবসা করেছে। একই প্রযোজকের আরেকটি হরর-কমেডি *মুনজ্যা*ও সুপারহিট। কিছুটা হাস্যরস, কিছুটা ভয় ছিল এসব সিনেমায়; আর ছিল পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকে কটাক্ষ। দর্শকপ্রিয়তা পেলেও অনেক সমালোচক এসব ছবিকে আসল হরর ছবি বলতে নারাজ। অনেকে আবার মনে করেন, ভারতের দর্শকের কাছে কোনো বার্তা পৌঁছাতে গেলে এ ধরনের সিনেমাই জুতসই।

হিন্দি সিনেমার দর্শকের কাছে এখনো হরর সিনেমা বললে ভেসে ওঠে মধুবালার মুখ। ১৯৪৯ সালে মুক্তি পাওয়া *মহল* সিনেমায় 'ভূত' হয়ে হাজির হয়ে দর্শককে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন তিনি। পরে নির্মিত হয় *ওহ কৌন থি*, *গুমনাম*, *কোহরার* মতো আলোচিত হরর সিনেমা। তবে এ সময় হিন্দি সিনেমার নির্মাতারা ভয় পাওয়াতে প্রস্থেটিকস নয়; বরং আবহ তৈরিতেই জোর দিয়েছেন বেশি।

এরপর আসে রামজে ভ্রাতৃদ্বয় আর রামগোপাল ভার্মার যুগ। এ সময় পাওয়া যায় *রাত*, *ভূত*-এর মতো সিনেমা। আরও পরে দৃশ্যপটে হাজির হন বিক্রম ভাট। তিনি মূলত হলিউডের বিভিন্ন সিনেমার প্লটে কিছু বলিউডি মসলা মিশিয়ে সিনেমা বানাতেন। এ সময়ে নির্মিত *রাজ*, *১৯২০*-এর মতো সিনেমা দেখলেই তা বোঝা যায়। এসব চর্বিতচর্বণ শুরুতে দর্শক টানলেও পরে ফ্লপ হতে থাকে। নির্মাতারাও এ ধরনের সিনেমায় সেভাবে বিনিয়োগের সাহস করেননি।

তবে ভূত ঠিকই ফিরেছে, এবার হাস্যরসের মোড়কে। হরর-কমেডি আসলে কতটা ভৌতিক—এ আলোচনা অযৌক্তিক মনে করেন নির্মাতা অমর কৌশিক। *স্ত্রী*, *স্ত্রী ২* নির্মাতা মনে করেন, ভারতীয় উপমহাদেশে ভয়ের সঙ্গে হাসি থাকবে, এটা একরকম অবধারিত। তাঁর ভাষ্য, 'দরজার আড়াল থেকে কেউ ভয় দেখালে আপনি প্রচণ্ড ভয় পাবেন কিন্তু একটু পর সত্যিটা জানার পর নিজেই হেসে উঠবেন। আগে সিনেমায় ভূত এসেছে এক অচেনা, অজানা শক্তি হিসেবে। যখনই চেহারা দেখানো (ভূতের) শুরু হলো, ছবিগুলো প্রাপ্তবয়স্ক সনদ পেল। সিনেমায় যুক্ত হলো সহিংসতা, অন্তরঙ্গ দৃশ্য; নির্মাতাদের ভাবনা বদলে গেল। যুগে যুগে ভৌতিক সিনেমা নিয়ে নিরীক্ষা হয়েছে, হবে।'

আগামী ১ নভেম্বর মুক্তির অপেক্ষায় আছে আনিস বাজমির *ভুল ভুলাইয়া ৩*। বক্স অফিস বিশ্লেষকেরা মনে করছেন, এটিও আগের কিস্তির মতো সুপারহিট হবে; এসব ছবির পথ ধরে আসবে আরও হরর-কমেডির ঘোষণা। তবে কি সত্যিকারের হরর সিনেমার যুগ শেষ?

মনে হয় না। কারণ, তাহলে অন্তর্জালে সহজলভ্য থাকার পরও *তুম্বাড়* এত দর্শক হলে গিয়ে দেখতেন না। ২০১৮ সালে মুক্তির পর রাহি অনিল বার্বের *তুম্বাড়* সেভাবে ব্যবসা করতে পারেনি। অনেকে এতে গিয়ের্মো দেল তোরোর অতি প্রভাব খুঁজে পেয়েছিলেন, তবে মোটাদাগে সমালোচকদের কাছে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয় ছবিটি। চলতি বছর আবারও মুক্তি পায় ছবিটি, সবাইকে আশ্চর্য করে প্রথমবারের চেয়ে দ্বিগুণের বেশি ব্যবসা করে। ছবিটির অন্যতম প্রযোজক আনন্দ এল রাই অবশ্য হরর আর হরর-কমেডি নিয়ে মাথা ঘামাতে চান না। তিনি মনে করেন, বলিউডে নির্মিত বাণিজ্যিক হরর-কমেডি সিনেমাগুলো এই ধাঁচের সিনেমার জনপ্রিয়তা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। ফলে নিরীক্ষাধর্মী ভৌতিক ছবিও দর্শক গ্রহণ করতে পারে। বিশ্লেষকেরা বলছেন, দক্ষিণ ভারতের পর বলিউডেও হরর-কমেডি ব্যাপক জনপ্রিয়তা পাওয়ায় প্রযোজকেরা সামনে সে পথেই হাঁটবেন। নিরীক্ষাধর্মী ভৌতিক ছবি হলে সেটা হয়তো ভারতের কোনো আঞ্চলিক ভাষায় হবে, বলিউডের মতো অতি বাণিজ্যনির্ভর ইন্ডাস্ট্রিতে সেটা কঠিন।

অনীক দত্তর *ভূতের ভবিষ্যৎ*-এর পর পশ্চিম বাংলায়ও জনপ্রিয়তা পেয়েছে কমেডিনির্ভর হরর সিনেমা। তবে অনির্বাণ ভট্টাচার্যের *বল্লভপুরের রূপকথা* বাদে কোনোটিই সেভাবে সাফল্য পায়নি। কলকাতার এই অভিনেতা ও নির্মাতা বরাবরই হরর-কমেডির ভক্ত। তিনি মনে করেন, বাংলা সাহিত্যে এ ধরনের প্রচুর গল্প, উপন্যাস আছে। ঠিকঠাকভাবে এগুলো পর্দায় তুলে আনলে দর্শকের আগ্রহ তৈরি হতে পারে।

সূত্র : *ভ্যারাইটি*, *টাইমস নাউ*, *ইন্ডিয়া টুডে*

কোলাজ : প্রথম আলো

'রাজের পর অভিনয়পাগল আরেকজনকে পেলাম'

বিনোদন প্রতিবেদক, *ঢাকা*

লজ্জা পাচ্ছেন—এমন ইমো দিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটা ছবি পোস্ট করেছেন অভিনেত্রী সুনেরাহ বিনতে কামাল। ছবিতে তাঁর সঙ্গে ফ্রেমবন্দী হয়েছেন অভিনেতা আরশ খান। ক্যাপশনে কিছু লেখা নেই। হঠাৎ এই ছবি পোস্টের কারণ কী? ভিন্ন কিছু ভাবার সুযোগই দিলেন না এই অভিনেত্রী। জানালেন, প্রথমবার তিনি ও আরশ খান নাটকে নাম লিখিয়েছেন। নাটকের নাম *তুমি আমি আমি তুমি*। পরিচালক মাবরুর রশিদ বান্নাহ। শুটিংয়ের সময়ে চরিত্রের মধ্যে ডুবে থাকেন সুনেরাহ। তাই কথার শুরুতেই বললেন, 'এখনো ছবিটি নিয়ে কথা বলতে লজ্জা লাগছে। আসলে রোমান্টিক চরিত্রের মধ্যেই থেকেছি।'

সুনেরাহ বলেন, 'আমার সঙ্গে আরশের পরিচয় ছিল না। আগে থেকে সেভাবে তাকে চিনতাম না। শুটিংয়েই পরিচয়। শুটিং করে মনে হয়েছে, ছেলেটির চরিত্রে ডুবে থাকা নেশার মতো।' আরশ খানের সঙ্গে অভিনয় করতে করতে প্রথম সিনেমা *ন ডরাই*-এর শুটিংয়ের দিনগুলোতে ফিরে গিয়েছিলেন সুনেরাহ। সেই সময় দেখতেন, চরিত্রের মধ্যে বুঁদ হয়ে আছেন চিত্রনায়ক শরীফুল রাজ। তরুণ অভিনেতা আরশের মধ্যেও এবার সেই ডেডিকেশনই দেখেছেন। কথায়-কথায় সুনেরাহ জানালেন, 'এর আগে শরীফুল রাজকে দেখেছি অভিনয়ের জন্য পারলে জানপ্রাণ দিয়ে দেয়। আরশের মধ্যেও সেটা লক্ষ করলাম। পুরো সময় সে চরিত্রের মধ্যেই থাকে। অন্য কোনো বাজে অভ্যাস নেই। বাজে অভ্যাস বলতে সে শুটিংয়ের সময় মোবাইলে কথা বলে না। শুটিং থামিয়ে বলে না দুই মিনিট, আসছি...। বরং অ্যাকশন বলার আগেই সে দৃশ্যের জন্য অপেক্ষা করে। চরিত্রের মধ্যে থাকে। অনেক সহযোগী একজন কো-আর্টিস্ট।'

ছোট পর্দার শুটিংয়ে প্রায়ই দেখা যায় সহ-অভিনয়শিল্পী মুঠোফোন বা ব্যক্তিগত কারণে ব্যস্ততা দেখিয়ে শুটিং বসিয়ে রাখেন। এমন কথা সুনেরাহও শুনেছেন। তবে এটাকে শিল্পীসুলভ আচরণ বলতে নারাজ তিনি। 'একজন শিল্পীর অভিনয় কতটা বাস্তবসম্মত হবে, তা নির্ভর করে কো-আর্টিস্টদের ওপর। তারা যখন মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত থাকে, শুটিং রেখে কথা বলে, আড্ডা দেয়, তখন অভিনয়শিল্পী হিসেবে বিরক্ত লাগে। কারণ, এভাবে আমি যত ভালোই প্রস্তুতি নিই না কেন, সেই অভিনয় বাস্তবসম্মত হবে না,' বলেন সুনেরাহ।

অভিনয় নিয়ে এর আগে কষ্টের কথা জানিয়েছিলেন আরশ খান। একসময় টিকে থাকার জন্য বেশির ভাগ কমেডি কাজ করেছেন। যে কারণে পরে সবাই তাঁকে একই রকমের গল্প, চরিত্রের জন্য ডাকতেন। কিন্তু প্রথম সারির নাট্যনির্মাতারা অনেকেই তাঁকে কাজের জন্য ডাকেন না। তবে মেধা দিয়েই এগিয়ে যেতে চান আরশ। তাঁর এগিয়ে যাওয়ার পথ মসৃণ হবে বলে মনে করেন সুনেরাহ। তিনি বলেন, 'আরশের সঙ্গে প্রথম জুটি হয়ে কাজ করলাম। তার মধ্যে অভিনয়ের ভালো চেষ্টা রয়েছে। ভালো গল্প ও পরিচালক পেলে সে ক্যারিয়ারে আরও ভালো করবে, আমার কাছে সেটাই মনে হয়েছে।'

সিনেমা দিয়েই পরিচিত পেয়েছেন সুনেরাহ বিনতে কামাল। ক্যারিয়ারের প্রথম সিনেমা *ন ডরাই* দিয়ে পেয়েছেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার। ছাত্র আন্দোলনের পর থেকেই অনিয়মিত হয়ে পড়েছে শুটিং। বাতিল হয়েছে দুটি সিনেমার শুটিং। তাহলে কি এখন নাটকে নিয়মিত হচ্ছেন? এমন প্রশ্নে এই অভিনেত্রী বলেন, 'আমি তো নাটক তেমন করি না। কয়েক মাস ধরে অভিনয় ছাড়া থাকতে ভালো লাগছিল না। তাই নাটকে নাম লেখালাম। ভালো গল্প, পরিচালক পেলে নাটকে অভিনয় করব।' আজ থেকে আরও একটি নাটকের শুটিংয়ের কথা রয়েছে।

আরশ খান ও সুনেরাহ বিনতে কামাল। ছবি : অভিনেত্রীর সৌজন্যে

মঞ্চে ফিরল পদাতিক

পাকে বিপাকে নাটকের দৃশ্য। গতকাল সন্ধ্যা সাতটায় বাংলাদেশ মহিলা সমিতির ড. নীলিমা ইব্রাহীম মিলনায়তনে মঞ্চস্থ হয় পদাতিক নাট্য সংসদের ৪৩তম প্রযোজনাটি। মনোজ মিত্রের নাটকটি দিয়ে প্রায় পাঁচ মাস পর মঞ্চে ফিরল পদাতিক নাট্য সংসদ। নাটকটিতে অভিনয় করেছেন শাখাওয়াত হোসেন শিমুল, ইমরান খান, শরিফুল ইসলাম ও জিনাত ইসলাম। ছবি : নাট্যদলের সৌজন্যে

“ আমি তো মিডফিল্ডার নই। নিচে **নেমে** গিয়ে বল নিয়ে আসা আমার কাজ **নয়**।

রবার্ট লেভানডফস্কি
পর্তুগালের কাছে হারের পর সতীর্থদের **সীমাবদ্ধতাকেই** দায়ী করলেন পোলিশ স্ট্রাইকার

প্রধান উপদেষ্টার ছোঁয়ায় ‘নতুন বিপিএল’

১১তম বিপিএল

এবার ‘নতুন বিপিএল’ উপহার দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন ক্রীড়া উপদেষ্টা। তাতে ছোঁয়া থাকবে স্বয়ং প্রধান উপদেষ্টার।

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বিপিএলের এবার ১১তম আসর। এর আগে ১০টি আসর পার করে ফেললেও দেশের একমাত্র ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টটি এখনো ধুঁকছে। নানা বিতর্ক আর সমালোচনা এর সঙ্গী।

তবে যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার সাহায্য নিয়ে ফারুক আহমেদের বিসিবি এবার চেষ্টা করছে সব বিতর্ক ঝেড়ে ফেলে একটা নতুন বিপিএল উপহার দিতে। তা করতে গিয়ে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে টুর্নামেন্টটির সঙ্গে জনসম্পৃক্ততা বাড়ানোয় এবং সেটি করা হচ্ছে খোদ প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সাহায্য নিয়ে।

দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ ও বিপিএলকে সামনে রেখে গতকাল মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়াম পরিদর্শন করেছেন ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ। সভাপতি ফারুক আহমেদসহ বোর্ডের আরও কয়েকজন কর্মকর্তার সঙ্গে সভা করেছেন, যেখানে নিরাপত্তা সংশ্লিষ্টরাও উপস্থিত ছিলেন।

সভা শেষে শেরেবাংলা স্টেডিয়ামের সংবাদ সম্মেলনকক্ষে ক্রীড়া উপদেষ্টা সাংবাদিকদের বলেছেন, ‘পরিবর্তিত সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিপিএলকে কীভাবে মানুষের সঙ্গে আরও সম্পৃক্ত করা যায়, সেটাই আমরা চেষ্টা করছি।’ বিপিএলের প্রতি দর্শকদের আগ্রহ আগের তুলনায় অনেক কমে গেছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘বিপিএলকে একটা টুর্নামেন্ট হিসেবে ভালোভাবে উপস্থাপন করতে চাই। বিসিবি অবশ্যই বড় ভূমিকা রাখবে। তবে আমার মনে হয়েছে, আমাদের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা

মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে গতকাল সংবাদ সম্মেলনে যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদের সঙ্গে বিসিবি সভাপতি ফারুক আহমেদ। ছবি : প্রথম আলো

ক্রীড়া উপদেষ্টা সম্প্রতি প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দেন বিসিবির কর্মকর্তাদের। যেখানে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বিপিএলে জনসম্পৃক্ততা বাড়ানোর এবং নতুনত্ব আনার তাৎক্ষণিক কিছু ধারণা দেন।

যেহেতু অলিম্পিকের মতো ইভেন্টের ডিজাইনে সাহায্য করতেন, সর্বশেষ অলিম্পিকেও বড় একটা ভূমিকা রেখেছেন, বিপিএলের মতো টুর্নামেন্টে আমরা যদি তাঁর সেই অভিজ্ঞতা ব্যবহার না করি, সেটা দুর্ভাগ্যজনক হবে।’

এই চিন্তা থেকেই ক্রীড়া উপদেষ্টা সম্প্রতি প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দেন বিসিবির কর্মকর্তাদের। যেখানে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বিপিএলে জনসম্পৃক্ততা বাড়ানোর এবং নতুনত্ব আনার তাৎক্ষণিক কিছু ধারণা দেন। সেসব নিয়েই প্রাথমিক একটা প্রেজেন্টেশন দাঁড় করায় বিসিবির বিপিএল বিভাগ। দুই-তিন দিনের মধ্যে এটা নিয়ে আবারও প্রধান উপদেষ্টার সংশ্লিষ্ট বিভাগের সঙ্গে আলোচনা করে বিসিবি ঠিক করবে চূড়ান্ত পরিকল্পনা।

আসিফ মাহমুদ বলেন, ‘বিপিএলকে কীভাবে আন্তর্জাতিকভাবে আরও স্বীকৃত করা যায় এবং কী কী নতুনত্ব যুক্ত করা যায়, তা থেকে বিসিবি আজ (গতকাল) একটা প্রেজেন্টেশন দিয়েছে। স্যারও (প্রধান উপদেষ্টা) আরও বিস্তারিত আইডিয়া দিয়েছেন। দিন দুয়েকের মধ্যে আমরা আবারও বসব। আমরা চাই এবারের বিপিএলটাকে নতুন করে সাজাতে এবং এবারের বিপিএল যেন আমাদের ঘরোয়া ক্রিকেটে নতুন উদ্দীপনা নিয়ে আসে।’

কীভাবে তা করা হবে, সেটা নিয়ে এখনই বিস্তারিত না জানালেও ক্রীড়া উপদেষ্টা জানিয়েছেন, দর্শকদের আগ্রহ ও সম্পৃক্ততা বাড়াতে দেশের সেলিব্রেটি এবং কিংবদন্তি ক্রিকেটারদের এর সঙ্গে যুক্ত করা হবে।

এ ব্যাপারে বিসিবি সভাপতি ফারুক আহমেদ বলেছেন, ‘চমৎকার কিছু আইডিয়া আছে। আমরা চেষ্টা করব সেগুলো বাস্তবায়ন করতে। আপনারা এই বিপিএলে অবশ্যই নতুন কিছু দেখতে পাবেন। যেটাতে আপনাদের সম্পৃক্ততা থাকবে। দর্শক, মিডিয়া...সবাই যেন টুর্নামেন্টটার সঙ্গে সম্পৃক্ততা অনুভব করে।’

স্টেডিয়াম সংস্কার প্রসঙ্গে ক্রীড়া উপদেষ্টা বলেছেন, বিপিএল সামনে রেখে প্রাথমিক কিছু কাজ করা হবে। পরে শেরেবাংলা স্টেডিয়ামের পরিসর আরও বাড়ানোর দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাও হাতে নেওয়া হতে পারে। দেশের অব্যবহৃত স্টেডিয়ামগুলো সংস্কার করে সেগুলোতে আবার খেলা শুরুর কথাও বলেছেন আসিফ মাহমুদ।

বাংলাদেশের স্টেডিয়ামগুলোর আরেকটি বড় সমস্যা—এগুলো দর্শকবান্ধব নয়। মৌলিক সুযোগ-সুবিধার অভাব আরও প্রকট হয়ে ওঠে, যখন খেলার সময় গ্যালারিতে অতি উচ্চমূল্যে নিম্নমানের খাবার কিনে খেতে হয়। এ ব্যাপারে ক্রীড়া উপদেষ্টার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, ‘স্টেডিয়ামগুলোকে দর্শক উপযোগী করতে খুব ছোট ছোট কিছু কাজ করা দরকার। এদিকে মনোযোগ দেওয়াটা জরুরি। বিসিবি এটাতে গুরুত্ব দেবে আশা করি। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন সবার সম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে। সে জন্য দর্শকদের সুবিধাটাই আগে দেখতে হবে।’

সব ঠিক থাকলে আগামী ২৭ ডিসেম্বর থেকে শুরু হওয়ার কথা সাত ফ্র্যাঞ্চাইজির বিপিএল। তার আগে আজ হবে প্লেয়ার্স ড্রাফট।

দেশে আসা-যাওয়ায় বাধা নেই সাকিবের

বলছেন ক্রীড়া উপদেষ্টা

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সাকিব আল হাসান

সাকিব আল হাসানের দেশে ফিরতে এবং দেশ ত্যাগে আইনি কোনো বাধা দেখছেন না যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। গতকাল মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন, ‘দেশে আসা (সাকিবের) কিংবা বাইরে যাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো বাধা থাকার কথা নয়।’

সব ঠিক থাকলে ২১ অক্টোবর শুরু দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের প্রথম টেস্টটাই হবে সাকিবের ক্যারিয়ারের শেষ টেস্ট। ভারতে কানপুর টেস্টের আগে তিনি ঘোষণা দিয়েছেন, এই ম্যাচটা খেলে বিদায় জানাতে চান টেস্ট ক্রিকেটকে।

সেই থেকে আলোচনা, হত্যা মামলার আসামি সাকিব কি দেশে ফিরে কোনো আইনি জটিলতায় পড়বেন? তিনি কি এরপর আবার নির্বিঘ্নে দেশ ছাড়তে পারবেন? মামলা থাকায় আইনগত কোনো বাধার সম্মুখীন হবেন না তো!

সরকারের বিভিন্ন পর্যায় থেকে এর আগেও একাধিকবার বিষয়টি পরিষ্কার করা হয়েছে। ক্রীড়া উপদেষ্টা কাল আবারও বললেন, ‘তিনি (সাকিব) একজন ক্রিকেটার, তিনি খেলবেন এবং তিনি বাংলাদেশের নাগরিক। আসার ব্যাপারে তো আমি কোনো বাধা দেখি না।’ পরে আরেক প্রশ্নে জানিয়েছেন, খেলা শেষে সাকিবের বাংলাদেশ থেকে অন্য দেশে যাওয়ায়ও তিনি কোনো সমস্যা দেখেন না।

মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামের বাইরে দুই-তিন দিন ধরে একটি পক্ষ সাকিবের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাচ্ছে। স্টেডিয়ামের বাইরের দেয়ালে সাকিববিরোধী বিভিন্ন দেয়াললিখনও হয়েছে। গত পরশু তো নাকি সাকিববিরোধী এবং সাকিবের পক্ষের দুই গ্রুপের মধ্য পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার মতো ঘটনাও ঘটেছে সেখানে।

সাকিববিরোধীদের এমন আচরণকে উপদেষ্টা আবেগের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে দেখলেও মনে করিয়ে দিয়েছেন, যেকোনো ধরনের অস্থিতিশীল পরিস্থিতি হুমকির মধ্যে ফেলে দিতে পারে বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজটাকেই। তিনি বলেন, ‘নিরাপত্তার বিষয়ে সর্বোচ্চ শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত এবং একই সঙ্গে যেহেতু এখানে দক্ষিণ আফ্রিকা আসবে, আমাদেরও পরিবেশটা ভালো রাখতে হবে। না হলে বাইরের দেশগুলো এখানে খেলতে আসার ক্ষেত্রে নিরাপত্তার সমস্যা বোধ করবে।’

সাকিবের নামে হওয়া মামলা প্রসঙ্গে আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের আগের একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করে ক্রীড়া উপদেষ্টা আবারও আশ্বাস দিয়েছেন, ‘সংশ্লিষ্টতা না থাকলে যে হত্যা মামলা হয়েছে, সেখান থেকে নাম (সাকিবের) বাদ পড়ে যাবে।’

সাকিব অবশ্য তাঁর ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে এরই মধ্যে নিজের রাজনৈতিক অবস্থান পরিষ্কার করেছেন, ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সময় নীরব থাকা নিয়ে দুঃখ প্রকাশও করেছেন।

এ ব্যাপারে ক্রীড়া উপদেষ্টার মন্তব্য জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘একটা বড় আন্দোলন হয়েছে এবং সাকিব আল হাসানের আগের ফ্যাসিবাদী সরকারের সঙ্গে সম্পৃক্ততা ছিল। এ ব্যাপারে উনি ওনার পোস্টে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তারপরও কিছু আবেগ রয়ে গেছে। তবে কোনো আইনি সমস্যা এখন পর্যন্ত নেই বলেই দেখা যাচ্ছে।’ বাংলাদেশের মানুষও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবে বলেই তাঁর আশা, ‘আইন তো আইনের মতো চলে। আমার মনে হয় বাংলাদেশের মানুষ আইনের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল। এটা ইতিপূর্বেও প্রমাণ হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষ তাদের এই অবস্থানটা রাখবে, এটাই আমি বিশ্বাস করি।’

আকবরের নেতৃত্বে দলে হৃদয়

ইমার্জিং এশিয়া কাপ

খেলা ডেস্ক

এসিসি ইমার্জিং টিমস এশিয়া কাপের জন্য ১৫ সদস্যের বাংলাদেশ ‘এ’ দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। গতকাল ঘোষিত দলে আছেন জাতীয় দলের নিয়মিত সদস্য তাওহিদ হৃদয় এবং ভারত সিরিজের দলে থাকা পারভেজ হোসেন ও রাকিবুল হাসানও। দলটির অধিনায়ক আকবর আলী। সব মিলিয়ে জাতীয় দলের হয়ে খেলার অভিজ্ঞতা আছে আটজনেরই।

এসিসি আয়োজিত এবারের ইমার্জিং টিমস এশিয়া কাপ হবে ওমানে। টি-টোয়েন্টি সংস্করণের টুর্নামেন্ট শুরু হবে ১৮ অক্টোবর। বাংলাদেশের গ্রুপে আছে শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান ও হংকং। এবারই প্রথম টি-টোয়েন্টি সংস্করণে হবে এই টুর্নামেন্ট।

হৃদয়কে নেওয়া হয়েছে আফিফ হোসেন না থাকায়। এ বিষয়ে বিসিবির প্রধান নির্বাচক গাজী আশরাফ হোসেন বলেছেন, ‘আফিফ পারিবারিক কারণে এক মাসের ছুটি চেয়েছিল। ছুটি অনুমোদন হওয়ায় তার জায়গায় হৃদয়কে নেওয়া হয়েছে। আগামী মাসে আফগানিস্তানের বিপক্ষে জাতীয় দলের সিরিজ আছে। এখানে খেললে ওর জন্যও ভালো হবে।’ রিজার্ভ হিসেবে রাখা হয়েছে ভারত সিরিজের দলে থাকা জাকের আলী, মেহেদী হাসান ও তানজিম হাসানকে।

টুর্নামেন্টে আটটি দল খেলবে। এর মধ্যে টেস্ট খেলুড়ে পাঁচ দল খেলছে ‘এ’ দল নিয়ে। হংকং, ওমান ও সংযুক্ত আরব আমিরাত পাঠাচ্ছে জাতীয় দল। টুর্নামেন্টের ফাইনাল ২৭ অক্টোবর।

বাংলাদেশ ইমার্জিং টিম : আকবর আলী (অধিনায়ক), সাইফ হাসান (সহ-অধিনায়ক), মোহাম্মদ নাঈম, জিশান আলম, তাওহিদ হৃদয়, শামীম হোসেন, মাহফুজুর রহমান, রাকিবুল হাসান, আলিস আল ইসলাম, ওয়াসি সিদ্দিকী, আবু হায়দার, রেজাউর রহমান, রিপন মণ্ডল ও মারুফ মৃধা।
রিজার্ভ : জাকের আলী, মেহেদী হাসান, তানজিম হাসান, নাসুম আহমেদ।

রোনালদোর ১৩৩, পর্তুগালের জয়

উয়েফা নেশনস লিগ

খেলা ডেস্ক

ওয়ারশে পরশু রাতে সবার চোখ ছিল রোনালদো-লেভানডফস্কির দ্বৈরথে। উয়েফা নেশনস লিগের ম্যাচের আগে রোনালদোকে নিয়ে লেভার প্রশংসার পর সেই আকর্ষণ আরও বেড়ে গিয়েছিল। খেলা শেষে হাসিমুখে মাঠ ছেড়েছেন রোনালদোই। পর্তুগালের কাছে লেভার পোল্যান্ড হেরে গেছে ৩-১ গোলে। আরেক ম্যাচে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন স্পেন ১-০ গোলে হারিয়েছে ডেনমার্ককে।

কাতার বিশ্বকাপের পর ইউরোতেও ব্যর্থ হওয়ায় অনেকে ধরে নিয়েছিলেন পর্তুগালের জার্সিতে রোনালদো হয়তো ফুরিয়ে গেছেন। কিন্তু এত সহজে তিনি দমে যাওয়ার মানুষ নন। ২৬ মিনিটে বের্নার্দো সিলভার গোলে পর্তুগাল প্রথমবার এগিয়ে যাওয়ার ১১ মিনিট পরেই রোনালদো ব্যবধান ২-০ করে ফেলেন। জাতীয় দলের হয়ে যা তাঁর ১৩৩তম গোল। পর্তুগালকে তৃতীয় গোলটি উপহার দিয়েছেন পোল্যান্ডের ইয়ান বেদনারেক। পোল্যান্ডের হয়ে ব্যবধান কমান পিওতর জিয়েলিনস্কি।

ইউরো চ্যাম্পিয়ন স্পেনের একমাত্র গোলটি করেছেন মার্তিন জুবিমেন্দি, ৭৯ মিনিটে।

ছোট পর্দায় আজ

নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ	*নাগরিক ও টফি*
নিউজিল্যান্ড-পাকিস্তান	রাত ৮টা
উয়েফা নেশনস লিগ	*রাত ১০টা*
জর্জিয়া-আলবেনিয়া	সনি স্পোর্টস ২
উয়েফা নেশনস লিগ	*রাত ১২-৪৫মি.*
বেলজিয়াম-ফ্রান্স	সনি স্পোর্টস ১
জার্মানি-নেদারল্যান্ডস	সনি স্পোর্টস ২
ইতালি-ইসরায়েল	সনি স্পোর্টস ৩
ইউক্রেন-চেক প্রজাতন্ত্র	সনি স্পোর্টস ৫

সাংহাই মাস্টার্স

ক্যারিয়ারের শততম একক শিরোপা জেতা হলো না নোভাক জোকোভিচের। সাংহাই মাস্টার্সের ফাইনালে গতকাল সার্বিয়ান তারকাকে ৭-৬ (৭/৪), ৬-৩ গেমে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন র‍্যাঙ্কিংয়ের এক নম্বর তারকা ইতালির ইয়ানিক সিনার। ফাইনালের পর চ্যাম্পিয়ন ও রানারআপ ট্রফি হাতে দুই তারকা। ছবি : এএফপি

বাবরকে ‘বিশ্রামে’ পাঠাল পাকিস্তান

পাকিস্তান-ইংল্যান্ড সিরিজ

খেলা ডেস্ক

পাকিস্তানের টেস্ট দল থেকে বাদ পড়তে যাচ্ছেন বাবর আজম—মুলতানের প্রথম টেস্ট শেষ হওয়ার পর থেকেই এমন গুঞ্জন ছিল। সেই গুঞ্জন সত্যি হয়েছে, পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) গতকাল ঘোষিত ইংল্যান্ড সিরিজের শেষ দুই টেস্টের দলে নেই টেস্টে টানা ১৮ ইনিংস ফিফটিহীন কাটানো সাবেক অধিনায়ক। শুক্রবার দায়িত্ব নেওয়ার পর পিসিবির নতুন নির্বাচক কমিটি বড় সিদ্ধান্তই নিল।

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে দ্বিতীয় ও তৃতীয় টেস্টের ১৬ সদস্যের দলে বাবর ছাড়াও নেই নাসিম শাহ, শাহিন আফ্রিদি ও সরফরাজ আহমেদ। পিসিবি বলছে, তাঁদের ‘বিশ্রাম’ দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় টেস্টের দলে নেই ডেঙ্গু জ্বরে ভোগা স্পিনার আবরার আহমেদও।

বাবর আজম

২০২৩ সালের শুরু থেকে সর্বশেষ ৯ টেস্টের ১৭ ইনিংস মিলিয়ে বাবর রান করেছেন ৩৫২, গড় মাত্র ২০.৭০। তাঁর বাদ পড়াটা তাই সময়ের ব্যাপার বলেই মনে হচ্ছিল। বাবরসহ অন্য যাঁরা বাদ পড়েছেন, তাঁদের বাজে ফর্ম যে এই সিদ্ধান্তে একটা বড় ভূমিকা রেখেছে, সেটি পিসিবির বিবৃতিতে স্পষ্ট, ‘গুরুত্বপূর্ণ কিছু খেলোয়াড়ের সাম্প্রতিক ফর্ম ও ফিটনেস এবং ২০২৪-২৫ মৌসুমে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সূচির কথা মাথায় রেখে নির্বাচকেরা বাবর আজম, নাসিম শাহ, সরফরাজ আহমেদ ও শাহিন আফ্রিদিকে বিশ্রাম দিয়েছে।’

মুলতানেই দ্বিতীয় টেস্ট শুরু হবে ১৫ অক্টোবর। রাওয়ালপিন্ডিতে শেষ টেস্ট শুরু হবে ২৪ অক্টোবর। মুলতানে প্রথম টেস্টে ৫৫৬ রান করেও শেষ পর্যন্ত ইনিংস ব্যবধানে হারা পাকিস্তান দলে যে বড় পরিবর্তন আসছে, সেটাও অনুমিতই ছিল।

পরের দুই টেস্টের দলে জায়গা পেয়েছেন উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান হাসিবউল্লাহ, বাঁহাতি স্পিনার মেহরান মুমতাজ, অলরাউন্ডার কামরান গুলাম, ফাস্ট বোলার মোহাম্মদ আলী ও অফ স্পিনার সাজিদ খান। হাসিব, মেহরান ও কামরানের এখনো অভিষেক হয়নি।

শেষ দুই টেস্টের পাকিস্তান দল
শান মাসুদ (অধিনায়ক), সৌদ শাকিল (সহ-অধিনায়ক), আমের জামাল, আবদুল্লাহ শফিক, হাসিবউল্লাহ (উইকেটকিপার), কামরান গুলাম, মেহরান মুমতাজ, মির হামজা, মোহাম্মদ আলী, মোহাম্মদ হুরাইরা, মোহাম্মদ রিজওয়ান (উইকেটকিপার), নোমান আলী, সাইম আইয়ুব, সাজিদ খান, সালমান আলী আগা ও জাহিদ মেহমুদ।

ভারত-সমস্যার সমাধান আসলে কোথায়

মোহাম্মদ জুবাইর, *হায়দরাবাদ থেকে*

ভারত সফর মানেই সবকিছু বেশি বেশি। ভালো করলে প্রশংসা বেশি, খারাপ করলে সমালোচনাও। বাংলাদেশ দলের ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত খারাপের পাল্লাটাই বেশি। ২০১৭ সালের হায়দরাবাদ টেস্ট, ২০১৯-এর লজ্জার পর ২০২৪। সর্বশেষ তিনটি ভারত সফর থেকে ইতিবাচক কিছু খুঁজতে গেলে ২০১৯ সালের সফরের একটি টি-টোয়েন্টি জয়, আর কিছু ব্যক্তিগত সাফল্য।

কাল জাতীয় দলের এক ক্রিকেটারের সঙ্গে কথা হচ্ছিল বাংলাদেশ দলের এই ভারত-সমস্যা নিয়ে। কথায় কথায় তিনি ভারতের বিপক্ষে ঘরের মাঠে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ওয়ানডে রেকর্ড মনে করিয়ে দিলেন। ২০১৪ সালের পর যে ৫০ ওভারের খেলায় ঘরের মাঠে ভারতের কাছে সিরিজ হারেনি বাংলাদেশ!

তবে তাঁর যুক্তি যে খুব শক্ত নয়, সেই ক্রিকেটারও তা বোঝেন। ক্রিকেটীয় শক্তিতে ভারত আর বাংলাদেশের মধ্যে যে রাত-দিনের পার্থক্য!

লম্বা সফর শেষে দলের কোচিং স্টাফ সদস্যদের মধ্যে এখন এসব নিয়েই আলোচনা। বেশি আলোচনা দলের ব্যাটিংটা নিয়ে। ব্যাটিং কোচ ডেভিড হেম্পের কাছে মুঠোফোনে এবারের ভারত সফর নিয়ে মন্তব্য জানতে চাইলে ক্রিকেটারদের মতো তিনিও ভালো উইকেটে খেলার অভ্যাসের ওপরই জোর দিলেন।

তাঁর যুক্তি, ‘শুধু ব্যাটিং নয়, ভালো উইকেটে খেললে সেটা আমাদের বোলিংয়েও উন্নতি করতে সাহায্য করবে। ওরা বোলিংয়ে আরও বেশি বুদ্ধিদীপ্ত হবে, বৈচিত্র্য শিখবে। ভালো উইকেটে বোলারদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতেও শিখতে হবে। ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের তো দেখছেনই, কতটা আত্মবিশ্বাস নিয়ে খেলে। কারণ, ওরা উইকেট কেমন আচরণ করবে, সেটা জানে এবং উইকেটের ওপর তাদের প্রচণ্ড আস্থা। ওরা এসব উইকেটে খেলেই বড় হয়েছে।’

ব্যাটিং কোচের দৃষ্টিতে এবারের ভারত সফরের সবচেয়ে বড় শিক্ষা এটাই, ‘এটাই সবচেয়ে বড় শিক্ষা। আমাদের ছেলেদের ঘরের মাঠে যতটা সম্ভব ভালো উইকেটে অনুশীলনের সুযোগ করে দিতে হবে। মাথায় এটা রাখতে হবে যে এমন চ্যালেঞ্জ আসতে পারে।’ সিরিজজুড়ে একই কথাই বলে এসেছেন নাজমুল হোসেনরাও।

সুযোগ-সুবিধা যে একেবারেই নেই, হেম্প অবশ্য তা মানতে রাজি নন। জাতীয় দলের ব্যাটিং কোচের দায়িত্ব নেওয়ার আগে তিনি ছিলেন বিসিবির হাই পারফরম্যান্স বিভাগের (এইচপি) প্রধান কোচ। এইচপি দল নিয়ে বেশির ভাগ সময় ঢাকার বাইরেই ক্যাম্প করেছেন। বাংলাদেশের প্রায় সব মাঠই তাঁর দেখা।

সে অভিজ্ঞতা থেকেই হেম্প বললেন, ‘তখন আমি মিরপুরে ছিলামই না। রাজশাহী ও বগুড়ায় সময় কাটিয়েছি। খুব ভালো উইকেট সেখানে, বল জোরে যায় আর বাউন্সিও। সিলেটের উইকেটটাও ভালো। আমি মনে করি, আমাদের সেই সুযোগ-সুবিধা আছে, যা আমাদের প্রস্তুত হতে সাহায্য করতে পারে। অল্প সময়ের জন্য হলেও আমি ঢাকার বাইরে ওই সব ভেন্যুতে যেতে চাইব।’

নিজের দীর্ঘ কাউন্টি ক্যারিয়ারের স্মৃতিচারণা করে বলেন, ‘আমি বড় হয়েছি সাউথ ওয়েলসে, সেখানে উইকেট স্লো অ্যান্ড লো ছিল। কিন্তু আমাকে তো খেলতে হবে। তাই আমি পুরো অফ সিজন ইনডোরে অনুশীলন করে ভালো উইকেটে ব্যাটিংয়ের সেই আত্মবিশ্বাসটা অর্জন করতাম। বোলিং মেশিনে গতিময় উইকেটের নেটে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্যাটিং করতাম। এমন অনেক উপায়ই আছে।’

কোচ হিসেবে তিনি চান ভবিষ্যতে সব ধরনের উইকেটে খেলার প্রস্তুতি নিক বাংলাদেশ, ‘সব ধরনের উইকেটের জন্যই প্রস্তুত হতে হবে। যেমন ধরুন, যার সঙ্গেই কথা বলি, সবাই বগুড়ার উইকেটের প্রশংসা করে। সেটাই নাকি দেশের সেরা উইকেট। আমি বলছি না বগুড়াকেই আমাদের কেন্দ্র বানাতে হবে। কিন্তু আপনি সেখানে প্রস্তুতি নিতে পারেন। সিলেটও হতে পারে। আপনাকে মিরপুরেও খেলতে হবে। তাই সেখানেও খেলার প্রস্তুতি নিতে হবে।’

হেম্পের শেষ কথা—যা আছে, তা-ই নিয়ে লড়তে হবে। এ ছাড়া আর কোনো উপায়ও নেই বাংলাদেশের। পরেরবার ভারতে এলে উইকেট, সুযোগ-সুবিধার একই যুক্তি ধোপে টিকবে না। দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া বাংলাদেশ দলের এখন যেভাবেই হোক সামনে এগোনো ছাড়া আর কোনো পথ নেই।

টি-টোয়েন্টি সিরিজে পারফরম্যান্সের তুলনা

বাংলাদেশ		ভারত
৭.১১	রান/ওভার	১২.৫৪
১৬.৩৮	ব্যাটিং গড়	৩৬.১১
১৬৪	দলীয় সর্বোচ্চ	২৯৭
৪২৬	মোট রান	৬৫০
১৮	উইকেট	২৬
১২	ছক্কা	৪৪
৩৭	চার	৫৭
৯১	ডট বল	১৫১
০	১০০	১
১	৫০	৩

আগ্রহের কেন্দ্রে এখন তরফদার-ইমরুল

বাফুফের নির্বাচন

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বাফুফের নির্বাচনে সভাপতি পদ ছাপিয়ে আলোচনায় এখন সিনিয়র সহসভাপতি পদে দুই শক্তিশালী প্রার্থী। এই পদে মনোয়নপত্র কেনেন ব্যবসায়ী তরফদার রুহুল আমিন, বসুন্ধরা কিংসের সভাপতি ইমরুল হাসান ও নারায়ণগঞ্জের তৃণমূল সংগঠক মনির হোসেন। সব ঠিক থাকলে ২৬ অক্টোবরের নির্বাচনে তরফদার-ইমরুলই থাকবেন আগ্রহের কেন্দ্রে।

সভাপতি পদে প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দিয়েও তরফদার সিনিয়র সহসভাপতি পদে মনোনয়নপত্র কেনায় সভাপতিভিত্তিক আলোচনা এখন সিনিয়র সহসভাপতিভিত্তিক হয়ে গেছে। নানা সমীকরণ মিলিয়ে সভাপতি ছেড়ে সিনিয়র সহসভাপতি পদে ঝুঁকেছেন তরফদার। ইমরুল হাসানকে সহসভাপতি পদে মনোনয়ন নেওয়ার প্রস্তাবও নাকি দেওয়া হয়েছিল তরফদারের সমর্থকদর পক্ষ থেকে। কিন্তু সূত্রের খবর, সিনিয়র সহসভাপতি ছাড়া অন্য কোনো পদে যেতে ইমরুল সায় দেননি। ফলে জমজমাট একটা লড়াইয়ের আভাস মিলছে এই দুই করপোরেট সংগঠকের মধ্যে।

ইমরুল অবশ্য বিষয়টাকে ক্রীড়াসুলভ মনোভাব নিয়ে দেখছেন জানিয়ে *প্রথম আলোকে* বলেন, ‘সিনিয়র সহসভাপতি পদে নির্বাচন করব বলেই মনোনয়নপত্র কিনেছি। তরফদারের মনোনয়নপত্র নেওয়াকে ক্রীড়াসুলভ মনোভাব নিয়ে দেখছি। যে-ই জিতুক, নির্বাচন হলে ভালো। আমি নির্বাচন করব।’

আজ ও কাল মনোনয়নপত্র জমা। সভাপতি পদে সাবেক ফুটবলার ও বিএনপি নেতা তাবিথ আউয়াল মনোনয়নপত্র জমা দিচ্ছেন। তার আগেই নির্বাচনী কর্মকাণ্ড শুরু করেছেন তিনি। ফর্টিস এএফসির মাঠে তাঁর উদ্যোগে আলফাজ আহমেদ, ইমতিয়াজ আহমেদ নকীব, মাসুদ রানা, আরমান মিয়া, বিপ্লব ভট্টাচার্যসহ কয়েকজন সাবেক ফুটবলার ও সংগঠককে নিয়ে ফুটবল উৎসব হয়েছে কাল। এ অনুষ্ঠানে দেখা গেছে আর্থিক অনিয়মের কারণে ফিফা থেকে নিষিদ্ধ বাফুফের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবু নাঈমকেও।

সাবেক ফুটবলাররা চার দলে ভাগ হয়ে খেলেন। তাবিথ খেলেন একটি ম্যাচে। এক ফাঁকে নারীদের একটা ম্যাচও হয়েছে। ম্যাচটা উপলক্ষমাত্র, আসলে সবাই ব্যস্ত ছিলেন ভোট চাওয়াতেই। তাবিথ সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন, ‘গত নির্বাচনে আমি হেরেছিলাম। খেলোয়াড় হিসেবে সেই হার থেকে শিক্ষা নিয়ে আমি আবার নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়েছি। একজন ফুটবলার হিসেবে আমার ফুটবলার ভাই, বন্ধু, অগ্রজ, অনুজদের সমর্থন নিয়েই এগোতে চাই।’

জানা গেছে, দিনাজপুরের ফুটবল কোচ মিজানুর রহমান চৌধুরী, বিসিবির সাবেক পরিচালক আবদুল্লাহ আল ফুয়াদ রেদোয়ান ও বাংলাদেশ ফুটবল সাপোর্টার্স ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক শাহাদাত হোসেন—তিনজনই সভাপতি পদে মনোনয়নপত্র জমা দেবেন। ফুয়াদ সহসভাপতি ও শাহাদাত হোসেন সদস্যপদেও জমা দিতে চান। মনোনায়নপত্র প্রত্যাহার ১৯-২০ অক্টোবর।

হেমন্তের আগমনী বার্তা শরৎ ঋতু শেষের দিকে। গ্রামে ভোরের কুয়াশা আর সন্ধ্যায় মৃদু হিমেল বাতাস জানান দিচ্ছে, হেমন্ত আসছে। গতকাল ভোরে পাবনা সদরের কোমরপুরে। ছবি: হাসান মাহমুদ

পরিবহনে চাঁদাবাজির হাতবদল, নেতৃত্বে নিরব-সাইফুল-সাদিকুর

বাস ও ট্রাক টার্মিনাল

ঢাকার মহাখালী বাস টার্মিনাল ও তেজগাঁও ট্রাক টার্মিনাল থেকে শুরু করে পরিবহন সমিতি এখন বিএনপিপন্থীদের নিয়ন্ত্রণে।

ঢাকার মহাখালী বাস টার্মিনালেই দিনে চাঁদা ওঠে সাড়ে ১০ লাখ টাকা।

সওজের কালোতালিকাভুক্ত ৪৭ ঠিকাদারকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টার অভিযোগ।

এর আগে তেজগাঁও, মহাখালী টার্মিনাল নিয়ন্ত্রণ করতেন সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর লোকেরা।

মহাখালী আন্তজেলা বাস টার্মিনাল। ফাইল ছবি

আনোয়ার হোসেন, *ঢাকা*

সাইফুল আলম নিরব

বিএনপির দুই সাইফুলের চাঁদাবাজি চলছে রাজধানীর মহাখালী বাস টার্মিনালে। এই টার্মিনাল থেকেই দিনে সাড়ে ১০ লাখ টাকা চাঁদা আদায় করা হচ্ছে। এই সাইফুলদের একজন ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক সাইফুল আলম নিরব। আরেকজন হলেন কুমিল্লা উত্তর জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক সাইফুল আলম।

রাজনৈতিক ও পরিবহন খাতের সূত্রগুলো বলছে, রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর ঢাকা সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি দখলে নেন কুমিল্লা বিএনপির সাইফুল। তিনি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করে দেশের পরিবহন খাত নিয়ন্ত্রণ করছেন। আর ঢাকা উত্তর বিএনপির সাবেক নেতা সাইফুল আলম নিরব মহাখালী বাস টার্মিনালের বাইরে তেজগাঁও ট্রাক টার্মিনাল, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল, কারওয়ান বাজার ও শেরেবাংলা নগর এলাকায় একক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

তেজগাঁও, শেরেবাংলা নগর, মহাখালী টার্মিনালসহ আশপাশের এলাকা দীর্ঘদিন ধরে সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের লোকজন নিয়ন্ত্রণ করতেন। ৫ আগস্টের পর আসাদুজ্জামান খান আত্মগোপনে চলে যান। তাঁকে ভারতে দেখা গেছে—এমন খবর বের হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, আসাদুজ্জামান খান কামাল যেসব এলাকায় নিয়ন্ত্রণ করতেন, এর সবই সাইফুল আলম নিরবের অধীন চলে এসেছে। কোথাও কোথাও বিএনপি ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতাদের দিয়ে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছেন তিনি। মহাখালী ও তেজগাঁও টার্মিনালে আসাদুজ্জামান খানের লোকজনকে সামনে রেখে চাঁদাবাজি করছেন তিনি।

অবশ্য চাঁদাবাজিসহ অনৈতিক কর্মকাণ্ডের অভিযোগের প্রেক্ষাপটে ২৯ সেপ্টেম্বর বিএনপির ঢাকা মহানগর উত্তরের আহ্বায়ক কমিটি বিলুপ্ত করা হয়েছে মাত্র আড়াই মাসের ব্যবধানে। এই কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন সাইফুল আলম নিরব। এর আগে তিনি যুবদলের সভাপতি ছিলেন। তাঁর লোকজনের বিরুদ্ধে তেজগাঁও এলাকায় থাকা সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ঠিকাদারি নিয়ন্ত্রণের আলোচনাও আছে।

সাইফুল আলম নিরব *প্রথম আলোর* কাছে দাবি করেন, তিনি পরিবহন খাতে চাঁদার নিয়ন্ত্রণ করছেন—এ কথা কোনো মালিক-শ্রমিক বলতে পারবেন না। পরিবহন খাত নিয়ন্ত্রণে বিএনপির তাঁর চেয়ে অনেক বড় নেতা জড়িত। তিনি বলেন, তিনি ২০০১ সালে মহাখালী থেকে একটি বাস চালাতেন। পরে সেটি বিক্রি করে দিয়েছেন। তেজগাঁওসহ অন্যান্য এলাকায় দখল ও চাঁদাবাজির অভিযোগকে তিনি অপপ্রচার বলে দাবি করেন।

দখলে যেসব এলাকা

তেজগাঁও ট্রাক টার্মিনালের মালিক-শ্রমিক সূত্র বলছে, সরকার পরিবর্তনের পর সাইফুল আলম নিরবের লোকজন টার্মিনালের দুটি দোকান, তিনটি রেস্তোরাঁ ও একটি গোসলখানা দখলে নিয়েছেন। টার্মিনালে অবৈধভাবে তৈরি গোসলখানাগুলোয় প্রত্যেক শ্রমিকের কাছ থেকে গোসল বাবদ ১৫ টাকা, টয়লেট করলে ১০ টাকা ও প্রস্রাবের জন্য ৫ টাকা নেওয়া হয়। তেজগাঁও টার্মিনাল দীর্ঘদিন ধরে নিয়ন্ত্রণে ছিল শ্রমিকনেতা তালুকদার মনিরের। তিনি নিজেকে সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানের পালক ছেলে দাবি করতেন। এখন তিনি নিরবের সঙ্গে ভিড়ে গেছেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, কারওয়ান বাজার মাছের আড়ত স্থানীয় যুবদলের এক শীর্ষ নেতার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণে নেন সাইফুল আলম নিরব। তেজগাঁও এলাকার সব মসজিদে যাতে তাঁর লোকজনকে সভাপতি করা হয়, সে বিষয়ে চাপ দিচ্ছেন। বেগুনবাড়িতে যুবলীগের এক নেতার বাড়ি দখলের অভিযোগও উঠেছে নিরবের লোকজনের বিরুদ্ধে।

সওজে নিয়ন্ত্রণ

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের (সওজ) প্রধান কার্যালয় ও প্রতিষ্ঠানটির দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঢাকা অঞ্চলের কার্যালয় তেজগাঁও এলাকায়। সংস্থাটির ঢাকা অঞ্চলের সাবেক অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী সবুজ উদ্দিন খান সাবেক সড়ক পরিবহনমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের ডান হাত বলে পরিচিত ছিলেন। সরকার পরিবর্তন হলে সবুজ উদ্দিন কার্যালয়ে গিয়ে প্রতিরোধের মুখে পড়েন শ্রমিক-কর্মচারীদের। এরপর তিনি সপ্তাহখানেকের বেশি কার্যালয়ে আসেননি। এ সময় সাইফুল ইসলাম নিরবের সঙ্গে বৈঠক করে সমঝোতার মাধ্যমে অফিস শুরু করেন বলে সওজে আলোচনা আছে। অবশ্য সবুজ উদ্দিন খানকে পরে একটি প্রকল্পে বদলি করা হয়েছে। এমনকি জালজালিয়াতির অভিযোগে সওজে ৪৭ ঠিকাদারকে কালোতালিকাভুক্ত করা হয়। তাদের আবার ফিরিয়ে আনার বিষয়েও সওজের প্রকৌশলীদের সঙ্গে সাইফুল আলম নিরব বৈঠক করেন বলে সূত্র জানিয়েছে।

সওজের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে *প্রথম আলোকে* বলেন, সওজের ঠিকাদারি কাজ বিএনপি ও এর সহযোগী সংগঠনের স্থানীয় নেতাদের দেওয়ার বিষয়ে চাপ দিচ্ছেন সাইফুল আলম। তিনি সওজের প্রধান প্রকৌশলী সৈয়দ মইনুল হাসানের সঙ্গেও গত মাসে সাক্ষাৎ করে নেতা-কর্মীদের দেখার অনুরোধ করেন।

এ বিষয়ে সাইফুল আলম নিরব *প্রথম আলোকে* বলেন, যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদলের স্থানীয় নেতারা ব্যবসা করতে চান। তাঁরা গিয়েছিলেন। তিনি শুধু বলে দিয়েছেন, সম্ভব হলে তাঁদের যেন ব্যবসা দেন। এর বাইরে কোনো কর্মকর্তাকে রক্ষার উদ্দেশ্য ছিল না।

মহাখালী টার্মিনালে যেভাবে চাঁদা আদায় হয়

মহাখালী টার্মিনালে প্রবেশ কিংবা বের হওয়ার জন্য চাঁদা গুনতে হয়। এমনকি টার্মিনালের সামনে দিয়ে চলাচলকারী দূরপাল্লার বাস থেকেও তোলা হয় চাঁদা। টার্মিনালের সামনে বা আশপাশে দাঁড় করিয়ে যাত্রী তোলার সময় দিতে হয় চাঁদা। এ ছাড়া কোনো কোম্পানিতে নতুন বাস অন্তর্ভুক্তির জন্য লাগে চাঁদা।

আওয়ামী লীগের বিগত প্রায় সাড়ে ১৫ বছরের শাসনামলে মালিক ও শ্রমিক ইউনিয়নের নামে যৌথভাবে দৈনিক গড়ে সাড়ে ১০ লাখ টাকা চাঁদা তোলা হতো। এখনো তা অব্যাহত আছে। দীর্ঘদিন ধরেই এই চাঁদার নিয়ন্ত্রণ করছেন বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি সাদিকুর রহমান (হিরু)। তিনি মহাখালী বাস টার্মিনাল শ্রমিক ইউনিয়নেরও সভাপতি। তবে সাদিকুর শ্রমিকনেতা হলেও এত দিন তিনি নিজেকে সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচয় দিতেন।

মহাখালী বাস টার্মিনাল ও পরিবহন খাতের সূত্রগুলো বলছে, বিগত সরকারের পতনের পর আওয়ামী লীগপন্থী পরিবহন নেতারা আত্মগোপনে চলে গেছেন। তবে সাদিকুর রহমান বিএনপির নেতৃত্বাধীন নতুন পরিবহন নেতাদের সঙ্গে ভিড়ে গেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে মামলা হবে না—এমন আশ্বাস দেন সাইফুল আলম নিরব। এ নিয়ে সমালোচনা শুরু হলে কিছুটা আড়ালে চলে যান সাদিকুর রহমান।

সূত্রগুলো জানায়, মহাখালী বাস টার্মিনাল থেকে প্রতিদিন অন্তত এক হাজার বাস চলাচল করে। আরও শ পাঁচেক বাস আশপাশের সড়ক থেকে চলে। এগুলোর গন্তব্য উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা, বৃহত্তর ময়মনসিংহ ও সিলেট অঞ্চল। এর মধ্যে একতা পরিবহন, এনা পরিবহন ও সৌখিন পরিবহনের বাস সবচেয়ে বেশি। তবে সরকার পরিবর্তনের পর এনা পরিবহন আর চলছে না। এই কোম্পানির অধীন চলাচলকারী অনেক বাস ইউনাইটেড নামে ঢাকা-ময়মনসিংহ পথে চলাচল করছে।

সাদিকুর রহমান শ্রমিকনেতা হলেও এনা পরিবহন, সৌখিন পরিবহন, একতা পরিবহন, সোনার বাংলা, শাহজালাল পরিবহন, রাজীব পরিবহন, শ্যামলী বাংলা পরিবহন, বিনিময় পরিবহনসহ বিভিন্ন কোম্পানির অধীন ৬০-৬৫টি বাস পরিচালনা করে আসছিলেন। এসব বাস নিজের নয়, বরং সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের পরিবারের সদস্যদের বলে প্রচার করতেন। সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর একান্তে আলাপের অনেক ছবিও ঘুরছে পরিবহন মালিক-শ্রমিকদের হাতে হাতে। এখন সাদিকুরের এসব বাস পরিবহন নেতা সাইফুল আলম ও সাইফুল আলম নিরবের অধীন চলে গেছে।

এসব অভিযোগের ব্যাপারে সাদিকুর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁর বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে ঢাকা সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির আহ্বায়ক সাইফুল আলম বলেন, সব জায়গায় এখনো তাঁদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। চাঁদাবাজি বন্ধে তাঁরা চেষ্টা করছেন। সাইফুল আলম নিরবের বিষয়ে তিনি বলেন, তিনি বাস ব্যবসায়ী। মাঝখানে দূরে ছিলেন। এখন আবার বাস ব্যবসা করবেন। এতে তো অসুবিধা নেই।

২৩ অক্টোবরের মধ্যে হজযাত্রীদের নিবন্ধন

বাসস, *ঢাকা*

হজযাত্রীদের প্রাথমিক নিবন্ধন ২৩ অক্টোবরের মধ্যে শেষ করতে হবে। ধর্ম মন্ত্রণালয়ের হজ অনুবিভাগের এক বিশেষ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সৌদি সরকারের ঘোষিত রোডম্যাপ (পথনকশা) অনুসারে মিনা ও আরাফায় তাঁবু নির্ধারণ ও সার্ভিস কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন কার্যক্রম ২৩ অক্টোবর শুরু হবে। তাঁবু বরাদ্দ দেওয়ার ক্ষেত্রে 'আগে আসলে আগে পাবেন' নীতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে। এ কারণে ২৩ অক্টোবরের মধ্যেই হজযাত্রী নিবন্ধন শেষ না হলে মিনা ও আরাফায় কাঙ্ক্ষিত অঞ্চলে তাঁবু বরাদ্দ পাওয়া যাবে না। সে কারণে সুষ্ঠু হজ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে ২৩ অক্টোবরের মধ্যে হজ গমন-ইচ্ছুক ব্যক্তিদের তিন লাখ টাকা ব্যাংকে জমা দিয়ে প্রাথমিক নিবন্ধন সম্পন্ন করতে অনুরোধ করেছে ধর্ম মন্ত্রণালয়।

চলতি মাসে ডেঙ্গুতে মৃত্যু ৫০ ছাড়াল

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে আরও চারজনের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার ডেঙ্গুতে ৯ জনের মৃত্যুর খবর দিয়েছিল স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। এ নিয়ে চলতি মাসের ১৩ দিনে ডেঙ্গুতে ৫১ জনের মৃত্যু হলো। আর চলতি বছর মৃত্যু হলো ২১৪ জনের।

গতকাল রোববার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় (শনিবার সকাল আটটা থেকে গতকাল সকাল আটটা পর্যন্ত) ডেঙ্গু নিয়ে ৬৬০ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এ সময় ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন এলাকায় দুজন, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন ও ময়মনসিংহ বিভাগে আরও একজন করে দুজন মারা যান।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিজ্ঞপ্তি বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু নিয়ে সর্বোচ্চ ২০৭ রোগী ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এরপর ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন এলাকার বিভিন্ন হাসপাতালে ১২১ জন, ঢাকা বিভাগে ১১১, খুলনা বিভাগে ৭১, চট্টগ্রাম বিভাগে ৫৭, বরিশাল বিভাগে ৩২, রাজশাহী বিভাগে ২৩, ময়মনসিংহ বিভাগে ২০, রংপুর বিভাগে ১৭ ও সিলেট বিভাগে ডেঙ্গু নিয়ে ১ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।

বাংলাদেশের ইতিহাসে ডেঙ্গুতে সর্বোচ্চ সংক্রমণ ও মৃত্যু হয় গত বছর। তখন ৩ লাখ ২১ হাজার ১৭৯ মানুষ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। আর মৃত্যু হয় ১ হাজার ৭০৫ জনের। গত বছরের সেপ্টেম্বরে ডেঙ্গুতে সবচেয়ে বেশি ৩৯৬ জনের মৃত্যু হয়েছিল। ওই সময় ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন ৭৯ হাজার ৫৯৮ জন।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যমতে, চলতি বছর এ পর্যন্ত ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ৪২ হাজার ৪৭০ জন। এ বছর সবচেয়ে বেশি ১১৪ ডেঙ্গু রোগীর মৃত্যু হয়েছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের বিভিন্ন হাসপাতালে। এরপর ৩০ জনের মৃত্যু হয়েছে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের বিভিন্ন হাসপাতালে। ডেঙ্গুতে মারা যাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে ৫০ দশমিক ৫ শতাংশ নারী ও ৪৯ দশমিক ৫ শতাংশ পুরুষ।

এ বছর ডেঙ্গুতে সবচেয়ে বেশি মারা যাচ্ছেন ২৬ থেকে ৩০ বছর বয়সীরা। এ বয়সী আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে মারা যাওয়া ব্যক্তির সংখ্যা ২৫। তবে আক্রান্ত বেশি হচ্ছেন ২১ থেকে ২৫ বছর বয়সীরা। চলতি বছর এ বয়সীদের মধ্যে আক্রান্তের সংখ্যা ৬ হাজার ৬০২।

» সম্পাদকীয় : কামান না দেগে স্থানীয়দের যুক্ত করুন পৃষ্ঠা ৮

বঙ্গোপসাগরে লঘুচাপ সৃষ্টির শঙ্কা

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

মৌসুমি বায়ুর শেষ অংশ চট্টগ্রাম-কক্সবাজার থেকেও আজ বিদায় নেবে। ফলে বর্ষা মৌসুম এ বছরের মতো বাংলাদেশ ভূখণ্ড থেকে বিদায় নিতে যাচ্ছে। আকাশ থেকে মেঘ সরে যাওয়ায় দিনে ঝকঝকে রোদ নামছে। ফলে গরমও কিছুটা বেড়েছে। সন্ধ্যার পর মৃদু বাতাস ভোরে কিছুটা ঠান্ডা হয়ে ওঠে। শেষ রাতের দিকে ও ভোরে কুয়াশা পড়ছে। এরই মধ্যে হালকা শীতের অনুভূতি পেতে শুরু করেছেন উত্তরাঞ্চলের মানুষ।

এদিকে বঙ্গোপসাগরে আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে একটি লঘুচাপ সৃষ্টির আশঙ্কা করা হচ্ছে। এটি আগামী দু-এক দিনের মধ্যে সুস্পষ্ট লঘুচাপে পরিণত হতে পারে। তবে এটি ঘূর্ণিঝড় বা নিম্নচাপে পরিণত হবে কি না, তা এখনো নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। তবে এর প্রভাবে দেশের উপকূলীয় এলাকা এবং উত্তরাঞ্চলে ১৬ থেকে ১৮ অক্টোবরের মধ্যে বৃষ্টি হতে পারে। তবে ওই বৃষ্টি খুব বেশি প্রবল না-ও হতে পারে বলে মনে করছেন আবহাওয়াবিদেরা।

এ ব্যাপারে আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ মনোয়ার হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, মৌসুমি বায়ু বিদায় নেওয়ার পর আর বর্ষার বৃষ্টি হওয়ার সুযোগ নেই। তবে বঙ্গোপসাগরে যে লঘুচাপ সৃষ্টি হতে যাচ্ছে, তা নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে। এর প্রভাবে সাগর থেকে মেঘ এসে কিছু বৃষ্টি ঘটাতে পারে।

আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে, শরতের এই সময়ে মূলত হালকা বাতাস ও আকাশে সাদা মেঘ থাকে। অক্টোবর মাসের শেষ থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত সাগরে ঘন ঘন লঘুচাপ ও নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়ে থাকে।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের হিসাবে, সারা দেশে রাতের তাপমাত্রা অল্প অল্প করে কমছে। গতকাল রোববার দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় ২৩ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর দেশের সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়েছে মোংলায় ৩ মিলিমিটার। এর বাইরে দেশের বেশির ভাগ জায়গায় কোনো বৃষ্টি হয়নি। আজ সোমবার সারা দেশের কয়েকটি স্থানে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে।

উদ্ভিদ

বুনো আঙুরের গল্প

মৃত্যুঞ্জয় রায়, *কৃষিবিদ ও প্রকৃতিবিষয়ক লেখক*

অফুরন্ত অবসর। তাই আমেরিকার পিটসবার্গ শহরের রাস্তায় মাঝেমধ্যে হাঁটতে বের হই। পুরো শহরটাই পাহাড়ি। তাই চড়াই ভেঙে ওপরে উঠতে খানিকটা কষ্ট হয়। তবু সেই কষ্ট ভুলে যাই, যখন স্কুইরেল হিলের গা বেয়ে বুনো ঝোপঝাড়ে অনেক ফুল ও ফল ধরা গাছ দেখি। কেউ ওগুলো লাগায়নি, গাছগুলো আপনা-আপনি জন্মেছে। প্রায় কোনো গাছই চিনি না। চোখে ভালো লাগলে সেসব গাছের কাছে দাঁড়িয়ে পড়ি আর চেহারা-সুরত ও স্বভাব খানিকটা দেখার চেষ্টা করি।

নানা রকম গাছের মধ্যে হঠাৎ একটি গাছ চোখে পড়ল আঙুরের লতার মতো দেখতে, পাতাগুলোও আঙুরের মতো। ফলগুলোও আঙুরের মতো থোকা ধরেছে; কিন্তু ফলগুলো আঙুর না, দেখতে যেন সেগুলো চিনামাটির ফলের মতো লাগছে, আকার আঙুরের চেয়ে অনেক ছোট, অনেকটা চটপটির ডালের দানার মতো। অদ্ভুত তার রং। কাঁচা ফলগুলো সাদাটে, লতার গিঁটে গিঁটে সরু সরু বোঁটায় অসংখ্য ফল ধরে রয়েছে। পাকতে শুরু করা ফলগুলোর রং নীলাভ, পরে হয় বেগুনি ও শেষে কালচে বেগুনি। একই থোকায় নানা রঙের ফল। ফলগুলো সুগোল, খোসা মসৃণ, খোসার গায়ে অস্পষ্ট কালো বিন্দু বিন্দু দাগ রয়েছে, যা ভালো করে খেয়াল না করলে দেখা যায় না। লম্বা সরু লতা, জড়িয়ে-পেঁচিয়ে অন্য গাছগুলো আঁকড়ে ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। যেন ওটাই তার রাজত্ব, সে রাজ্যের সেই-ই রাজতরু, অন্যরা যেন প্রজা। ওকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য মাথা গুঁজে পাহাড়ের ঢালে পড়ে রয়েছে ওরা। সেসব আশ্রয়দাতা গাছ ছোট হলে তো কথাই নেই, ওগুলোর ঘাড়ের ওপর দিয়ে চাদরের মতো নিজেদের ডালপালা ও লতাপাতা বিছিয়ে ঘন ছায়াময় করে ফেলে। সেসব ঝোপঝাড় অনেক পাখি, প্রাণী ও পোকামাকড়ের আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে। স্তন্যপায়ী অনেক প্রাণী ও পাখি এর ফল খায় ও দূরবর্তী স্থানে সেসব বীজ ছড়ায়। ফলে এ গাছের বংশ বাড়াতে কোনো অসুবিধা হয় না। বনের প্রান্তে, পাহাড়ের পাদদেশে, জলাশয়ের ধারে এ গাছ সাধারণত বন্যভাবে জন্মাতে দেখা যায়।

আমেরিকায় শীতের আমেজ শুরু হলেই ফলগুলো পাকতে শুরু করে, এরপর আসে পাতা ঝরার পালা। শীত এলে সম্পূর্ণ পাতা ঝরে সে গাছ ন্যাংটা হয়ে যায়। কাঠের মতো শক্ত লতাগুলো মুখ বুজে শীত ও বরফের দাপট সহ্য করে টিকে থাকে। এরপর বসন্তে আবার পাতা ফুলে হেসে ওঠে, সেসব গাছে জুলাই বা গ্রীষ্মের মাঝামাঝি ফুল ফোটে ও ফল ধরা শুরু হয়। আগস্ট-সেপ্টেম্বরে ফল ধরে। ছোট থোকায় অনেকগুলো সবুজাভ সাদা রঙের ক্ষুদ্র ফুল ফোটে। ফল প্রায় সিকি ইঞ্চি আকারের।

মনোহারী এ গাছের ইংরেজি নাম আমুর পেপারভাইন। ফলগুলোর কথা ভেবে এর আর এক নাম রাখা হয়েছে পোরসেলিন বেরি। এ গাছের উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম *Ampelopsis brevipedunculata* ও গোত্র ভিটেসি। অর্থাৎ গাছটা আঙুরগোত্রীয়, একধরনের বুনো আঙুর, ফল খাওয়া যায় না। এর গণগত নামের প্রথম অংশ গ্রিক শব্দ অ্যামপেলোস অর্থ লতা এবং ওপসিস অর্থ সদৃশ, শেষ নামাংশের অর্থ ফুলের খাটো বোঁটা। পাতা ও ফলগুলো আঙুরসদৃশ।

আমেরিকার পিটসবার্গে বুনো আঙুর পোরসেলিন বেরি। ছবি : লেখক

আমুর পেপারভাইন কাষ্ঠল বহুবর্ষজীবী লতানো গাছ। লতা ছয় মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। লতার গিঁট থেকে পাতা ও আকর্ষি জন্মে। আঙুরের সঙ্গে এর আর একটি বৈশিষ্ট্যে প্রভেদ রয়েছে। আঙুরগোত্রীয় গাছ অন্য অবলম্বন বা গাছকে আঁকড়ে ধরে তার আকর্ষির সাহায্যে। এ গাছেরও আকর্ষি আছে। তবে আঙুরলতার আকর্ষি শাখান্বিত নয়, এর আকর্ষি শাখান্বিত। গিঁটে অনেক ফুটকি ফুটকি বায়ুরন্ধ্র বা লেন্টিসেল দেখা যায়। পাতা আঙুরের মতো, হৃৎপিণ্ডাকার ও কিনারা করাতের মতো খাঁজকাটা। কোনো কোনো পাতার কিনারা গভীরভাবে খাঁজকাটা থাকে। পাতায় সাধারণত তিনটি গভীর খাঁজ থাকে, রং সবুজ বা ফ্যাকাশে সবুজ। তবে পাতা আঙুরের পাতার চেয়ে ছোট।

গাছটির জন্মভূমি চীন ও জাপান হলেও এটি এখন আমেরিকার বাসিন্দা। আমেরিকানরা ১৮৭০ সালে বাহারি গাছ হিসেবে বাগানে লাগানোর জন্য সেসব দেশ থেকে এ গাছ নিয়ে এসেছিল; কিন্তু অবস্থা এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে এটিকে আর তাদের লাগাতে হচ্ছে না। আগ্রাসী আগাছার মতো পাহাড়ে, বনে-জঙ্গলে ও শহরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। যাদের বাগানভূমি তরু-আচ্ছাদিত করা দরকার, তাদের জন্য এই গাছ অতুলনীয়। একবার লাগালে সেখানে বাঁচে অনেক বছর আর দ্রুত সেসব অসুন্দর জায়গা লতাপাতায় ঢেকে ফেলে। কি বালু, কি কাঁকুরে-পাথুরে মাটি—সব স্থানেই এই বুনো আঙুরের গাছ বিনা যত্নে জন্মে।

আজকের পত্রিকা এবং ইতিহাসের পাতা থেকে...

দৈনিক আপডেট

১৩ অক্টোবর, ২০২৪
২৮ আশ্বিন, ১৪৩১
০৯ রবিউস সানি, ১৪৪৬

- ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও গ্রামীণ ব্যাংক কবে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন?
  উত্তর: ১৩ অক্টোবর, ২০০৬।
- 'প্রার্থনা' কবিতার কবি কে?
  উত্তর: গোলাম মোস্তফা। (মৃত্যু: ১৩ অক্টোবর, ১৯৬৪)
- তেভাগা আন্দোলনের নেত্রী ইলা মিত্র কবে মৃত্যুবরণ করেন?
  উত্তর: ১৩ অক্টোবর, ২০০২।
- বিশ্বে পামওয়েল উৎপাদনে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে কোন দেশ?
  উত্তর: মালয়েশিয়া।
- বৈশ্বিক জিডিপিতে পর্যটন খাতের অবদান কত?
  উত্তর: ৯.১ শতাংশ।
- ২০২৩ সালে পর্যটন খাত থেকে সবচেয়ে বেশি আয় করে কোন দেশ?
  উত্তর: যুক্তরাষ্ট্র (২.৩৫ টিলিয়ন ডলার)।
- ফ্যাসিস্ট ও গণহত্যাকারী আচরণের কারণে সম্প্রতি কোন দেশ ইসরায়েলের সংঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছে?
  উত্তর: নিকারাগুয়া। (মধ্য আমেরিকার দেশ)
- আন্তর্জাতিক টি-২০ তে এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান কত?
  উত্তর: ৩১৪ (মঙ্গোলিয়ার বিপক্ষে নেপালের)

আজকের

সংবাদপত্র থেকে MCQ

১. 'কাগুজে বাঘ' বাগধারাটির অর্থ কী?

ক. দুর্লভ বস্তু খ. নিষ্ক্রিয় ব্যক্তি
গ. শিল্পকর্ম ঘ. মিথ্যা জুজু

২. গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্স (GHI)-এর সাম্প্রতিক জরিপ অনুযায়ী, ক্ষুধা মেটানোর সক্ষমতার দিক থেকে বাংলাদেশ কোন শ্রেণিতে রয়েছে?

ক. সংকটাপন্ন খ. মধ্যম মাত্রা
গ. ভয়াবহ সংকটাপন্ন ঘ. নিম্ন মাত্রা

৩. কোন দেশকে 'আরব বসন্তের সূতিকাগার' বলা হয়?

ক. মিশর খ. আলজেরিয়া
গ. তিউনিসিয়া ঘ. সিরিয়া

৪. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস 'খাঁচায়'-এর রচয়িতা কে?

ক. আনোয়ার পাশা খ. রশীদ হায়দার
গ. শওকত ওসমান ঘ. আসকার ইবনে শাইখ

৫. আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ দলীয় রান কোন দেশের?

ক. ভারত খ. দক্ষিণ আফ্রিকা
গ. নেপাল ঘ. অস্ট্রেলিয়া

৬. দেশে কতগুলো ব্যাংক-বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে?

ক. ৬১টি খ. ৩৫টি
গ. ১১টি ঘ. ৪৭টি

৭. ব্যাংক-বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়ন্ত্রণ করে কোন সংস্থা?

ক. সমাজকল্যাণ মন্ত্রনালয় খ. বাংলাদেশ ব্যাংক
গ. সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন ঘ. আই.ডি.আর.এ

৮. গ্রেট ব্রিটেনের নির্বাচিত প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী কে?

ক. থেরেসা মে খ. মার্গারেট থ্যাচার
গ. দ্বিতীয় এলিজাবেথ ঘ. ডায়ানা স্পেন্সার

৯. মার্গারেট থ্যাচার কোন উপাধিতে পরিচিত ছিলেন?

ক. The Iron Fist
খ. The Lady with the Lamp
গ. The Iron Lady
ঘ. The Iron Woman

১০. 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস' কত তারিখে পালিত হয়?

ক. ১৩ অক্টোবর খ. ১৩ মে
গ. ১৪ অক্টোবর ঘ. ২৯ জুন

সঠিক উত্তর:

১. ঘ	২. খ	৩. গ	৪. খ	৫. গ	৬. খ	৭. খ	৮. খ	৯. গ	১০. ক

আন্তর্জাতিক সংবাদ:

তারিখ: ১৩ অক্টোবর, ২০২৪
রোজ: রবিবার

২৩তম এসসিও শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে কোথায়?

উত্তর: ইসলামাবাদ, পাকিস্তান।

[সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশনের ২৩তম শীর্ষ সম্মেলন (The Council of Heads of Government) অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আগামী ১৫ ও ১৬ অক্টোবর, ২০২৪ পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে। সম্মেলনে অংশ নিবেন জোটভুক্ত দেশগুলোর সরকারপ্রধান বা প্রধানমন্ত্রীরা। এর আগে জুলাই, ২০২৪ এ কাজাখস্তানে অনুষ্ঠিত হয়েছিল (The Council of Heads of States)। উল্লেখ্য এসসিও প্রতিষ্ঠিত হয় ২০০১ সালের ১৫ জুন।]- সূত্র: প্রথম আলো।

Image Ref.
Telegraph

জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশন 'UNIFIL' কত সালে গঠন করা হয়?

উত্তর: ১৯৭৮ সালে।

[জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশন The United Nations Interim Force in Lebanon সংক্ষেপে 'UNIFIL' ১৯৭৮ সালে গঠন করা হয়।প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল লেবানন থেকে ইসরায়েলি সৈন্য প্রত্যাহার করা; যদিও ১৯৮২ এবং ২০০০ সালে মিশনের উদ্দেশ্য পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে সমন্বয় করা হয়। সম্প্রতি লেবাননে শান্তিরক্ষী বাহিনীর সদস্য ইসরায়েলের গুলিতে আহত হয়] সূত্র: বাংলা ট্রিবিউন।

Image Ref.
Revisita Monitor

সম্প্রতি ইসরায়েলের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দিয়েছে কোন দেশ?

উত্তর: নিকারাগুয়া।

[ইসরায়েলি সরকারকে 'ফ্যাসিবাদী' এবং 'গণহত্যাকারী' আখ্যা দিয়ে ১১ অক্টোবর, ২০২৪ দেশটির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দেয় মধ্য আমেরিকার দেশটি। নিকারাগুয়া সরকার এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ফিলিস্তিনে হামলার কারণে তারা আর ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখছে না] সূত্র: ডেইলি স্টার।

Image Ref.
Aljazeera

✍ **দূর্যোগ প্রশমন দিবস-২০২৪ পালিত হয় কবে?** উত্তর: ১৩ অক্টোবর। [১৯৮৯ সাল থেকে প্রতিবছর ১৩ অক্টোবর সারা বিশ্বে 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস'পালিত হয়ে আসছে। দুর্যোগের ঝুঁকি কমাতে জনগণ ও সংশ্লিষ্টদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্যই এ উদ্যোগ। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস পালিত হচ্ছে। মন্ত্রনালয় কর্তৃক নির্ধারিত প্রতিপাদ্য- 'আগামী প্রজন্মকে সক্ষম করি, দুর্যোগ সহনশীল ভবিষ্যৎ গড়ি'।] সূত্র: ডেইলি স্টার।	 Image Ref. Govt.Website
✍ **আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের (বাংলাদেশ) বর্তমান প্রধান প্রসিকিউটর কে?** উত্তর: মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম। [বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে এই আন্দোলনে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি চিফ প্রসিকিউটর জানিয়েছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ বিদেশে পলাতকদের ফিরিয়ে আনতে ইন্টারপোলের সহায়তা নেওয়ার কথা ভাবছে সরকার।]- সূত্র: ফিন্যান্সিয়াল টাইমস।	 Image Ref. BSS
✍ **'পার্টনারশিপস ফর মোর ইনক্লুসিভ এন্ড টলারেন্ট বাংলাদেশ' প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা করছে জাতিসংঘের কোন সংস্থা?** উত্তর: UNDP (United Nations Development Program)। [ঢাকাস্থ নরওয়ে দূতাবাস, UNDP এর উদ্যেগে এবং আইসিটি মন্ত্রনালয়ের অংশগ্রহনে অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে ২০২২ সাল থেকে এই প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। সম্প্রতি প্রকল্পের আওতায় ঢাকায় 'আর্টিভিজম ফর পিস' নামে একটি চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে, ৩০ জন শিল্পীর যৌথ শিল্পকর্ম 'কোলাবোরেটিভ পিস ম্যুরাল' ছিল প্রদর্শনীর অন্যতম আকর্ষণ।] সূত্র: প্রথম আলো	 Image Ref. NayaDiganta

১৩ অক্টোবর
আজকের এই দিনে

বাংলাদেশ

২০০৬	ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও গ্রামীণ ব্যাংক নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।
১৯৬৪	বাঙালি কবি গোলাম মোস্তফা মৃত্যুবরণ করেন।
২০২০	বাংলাদেশি লেখক ও কথাসাহিত্যিক রশীদ হায়দার মৃত্যুবরণ করেন।
২০০২	মহীয়সী নারী, তেভাগা আন্দোলনের নেত্রী ইলা মিত্র মৃত্যুবরণ করেন।
১৫৫৬	মোগল সম্রাট আকবরের রাজত্বকালের সূচনা হয়।

এছাড়াও এইদিনে আন্তর্জাতিক যেসব ঘটনা সংগঠিত হয়েছিল

৬৩৫	খালিদ বিন ওয়ালিদ সিরিয়ার রাজধানী দামেস্ক জয় করেন।
১৯৪৩	ইতালি জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস

	১৩ অক্টোবর, বিশ্ব দুর্যোগ প্রশমন দিবস।